DEVARAVINDA

OR

A WANDERFUL PATHETIC

TALE

FULL OF MORAL INSTRUCTIONS

BY

ASHINY COOMAR GHOSE

OF Sholakhada

Jillah Jessore

দেবারবিন্দ।

নীতিগর্ভ করুণরসোদ্দীপক

অদ্ভুত উপাখ্যান।

জেলা যশোহরান্তর্গত ষোলখাদা নিবাসী

শ্রীঅশ্বিনী-কুমার ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

শকাব্দা ১৭৯১।

Price Twelve Annas.

মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

DEVARAVINDA.

OR

A WANDERFUL PATHETIC

TALE

FULL OF MORAL INSTRUCTIONS

BY

AUSHINY COOMAR GHOSE

OF Sholakhada

Jillah Jessore

দেবারবিন্দ।

নীতিগর্ভ করুণরসোদ্দীপক

অদ্ভুত উপাখ্যান।

জেলা যশোহরান্তর্গত ষোলখাদা নিবাসী

শ্রীঅশ্বিনী-কুমার ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

শকাব্দা

নং ১২ ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।



বিজ্ঞাপন।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক বিদ্বজ্জনগণ কর্ত্তৃক সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানা প্রকার বাঙ্গলা গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে, উত্তরোত্তর আমাদের মাতৃভাষার যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। মহানুভব ব্যক্তিগণ-প্রণীত রূপক কাব্য, শ্রব্যকাব্য ও কাল্পনিক উপাখ্যান দ্বারাও বঙ্গ-ভাষা দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতি-শালিনী হইতেছে। মাতৃ-ভাষার এই উন্নতি-সোপান-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি 'দেবারবিন্দ' নামক এই অকিঞ্চিৎ-কর গ্রন্থ প্রকটনে প্রবৃত্ত হইলাম। গল্পচ্ছলে কিছু কিছু হিতোপদেশ ও ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা হয়, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ উপদেশ অপেক্ষা গল্প-মিশ্রিত উপদেশ লোকের স্মৃতি-মন্দিরে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে, এজন্য পুরাবৃত্তের ন্যায় একটী উপন্যাস লিখিত হইল। ইহার আদ্য ভাগ প্রকৃত ইতিহাস-সদৃশ। এই পুস্তক পুস্তকবিশেষ হইতে সঙ্কলিত বা অনুবাদিত নহে; ইহার আদ্যন্ত সমস্ত বিষয়ই মনোকল্পিত; কেবল স্থানে স্থানে বিবিধ ইংরাজি ও বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে ভাবমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে; এবং যে দুই এক পংক্তি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে অন্য পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা '   ' এইরূপ চিহ্নে চিহ্নিত হইল। পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের ব্যবহার্য্য করিবার নিমিত্ত প্রচুর প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা ভবিষ্যদ্গুণীবচন ও ভবিতব্যতার গর্ভস্থ। ইহাতে আদিরস ও হাস্যরস-সংঘটিত বিশেষ প্রসঙ্গমাত্র নাই; ইহার

অধিকাংশই করুণ-রস ও নীতি-গর্ভ-হিতোপদেশে পরিপূর্ণ; কোন কোন স্থানে বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও বীভৎসরসেরও আভাস আছে। যাহা হউক, ইহা পাঠ-শালায় পাঠ্য হউক বা না হউক, সকলের কণ্ঠস্থিত হইয়া এক এক বার অধীত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কোন মহোদয় কর্ত্তৃক পঠিত বা সংশোধিত হয় নাই। এমন কি ইহা আমি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বারেক দৃষ্টও হয় নাই; সুতরাং স্থানে স্থানে শব্দ-গত, অর্থ-গত ও অলঙ্কারগত নানা বৈয়াকরণ দোষ ও ভ্রম থাকিতে পারে, সহৃদয় মহোদয়-বৃন্দ তাহা নিজ নিজ ক্ষমা-গুণে মার্জ্জনা করিবেন ইতি।

যশোহর, বোলখাদা।
সন ১২৭৬
তারিখ ২০ ভাদ্র



শ্রীঅশ্বিনী-কুমার ঘোষ।

মঙ্গলাচরণ।

পরমপূজ্যবর শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী,

শান্তিপুরস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মহাশয়

শ্রীচরণ সরজেষু।

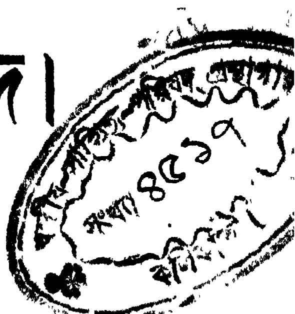
মহোদয়! ভবদ্রোপিত বিদ্যা-কুসুম-দ্রুমের প্রথম কুসুম-স্বরূপ এই যৎসামান্য দেবারবিন্দ ভবচ্চরণারবিন্দে উপহার প্রদান করিলাম, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন। যদিও ইহা কোন অংশে ভবদ্‌যোগ্য উপহার নহে, তথাচ প্রিয়-জন-দত্ত বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই; যেহেতু স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের ফল নিতান্ত বিস্বাদ হইলেও সুস্বাদু বোধ হয়। মহাশয় আমাকে অজাত-শ্মশ্রু-কালে যে প্রকার স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সমুচিত ফল মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। যাহা হউক অসীম কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-সূচক এই গ্রন্থ খানি শ্রীচরণ-রাজীবে উৎসর্গ করিলাম, গ্রহণ করিয়া বারেক পাঠ করিলেই পূর্ণ-মনোরথ ও সফল-শ্রম হইব। ইতি।

ভবদীয় স্নেহাস্পদ

শ্রীঅশ্বিনী-কুমার দাস ঘোষস্য।

দেবারবিন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



অনতিপূর্ব্বকালে * গুজরাট দেশে বিহঙ্গরাজাখ্য এক সুচরিত্র-ব্রত, প্রজা-বৎসল, অতি বদান্য নরপতি বাস করিতেন। দ্বারাবতী নাম্নী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রজাপতির প্রচুর প্রযত্ন-প্রযুক্ত তৎকালে দ্বারাবতী অতিশয় রমণীয় স্থান হইয়াছিল। উহার চতুষ্পার্শ্ব শৈবাল-শূন্য-স্বচ্ছ-সলিল-তরঙ্গিণী-পরিবেষ্টিত থাকাতে বোধ হইত, যেন স্বয়ং বসুমতী মূর্ত্তিমতী হইয়া রজত-মেখলা পরিধান পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। বিহঙ্গ-সঙ্ঘ উচ্চতর পাদপাবলি-স্থিত স্ব স্ব কুলায় মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সুমধুর কূজিত দ্বারা সমস্ত নগরী নিনাদিত করিত। বহুল উদ্যান-পাল-সুরক্ষিত কুসুম-কাননে বিবিধ জাতি প্রসূন-স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া মন্দ মন্দ সমীরণ-সহকারে সৌগন্ধ-বিস্তার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত। রাজবাটীর তোরণে বহুসংখ্যক প্রহরী নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সুশ্রেণীতে পদ-চারণ করিত। অনতিদূরে সুনির্ম্মল বারি-গর্ভ সরোবরে কলহংস ও তৎপার্শ্বস্থ ভূরুহে বসন্ত-দূত-নিকর মৃদুমধুর কলালাপ করতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরমপ্রীতি সম্পাদন

* ভারতবর্ষে সুসভ্য ইঙ্গরেজদের গতায়াত হইলে।

করিত। নগরী-মধ্য-স্থিত সুপ্রশস্ত রাজ-বর্ত্মের দুই পার্শ্বে অবিরল-পল্লব-সমাকীর্ণ ও বিহগ-কুল-সমাকুল বকুল, চলদল, তমাল, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি সুশীতল-চ্ছায়া-প্রদ-পাদপ-পংক্তি আতপ-তাপিত পথিকগণের মনোহরণ করিত। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, নাট্যালয়, মন্দুরা, হস্তি-শালা ও ব্যায়াম-শালার অন্ত ছিল না। ঈদৃশ-সর্ব্ব-শোভা-সম্পন্না, চিত্ত-রঞ্জিকা ও সুখদা নগরীতে রাজা বিহঙ্গরাজ নিরুদ্বেগে ও পরমসুখে কাল-যাপন করিতেন।

ভূপাল অতিশয় মহানুভব, শান্ত-স্বভাব, নির্ব্বিরোধ, গুণ-গ্রাহী, ধর্ম্ম-ভীরু ও ন্যায়-ব্রত-পরায়ণ ছিলেন। তিনি সচ্চরিত্র ও সুশীল ব্যক্তিগণের প্রতি পিতার ন্যায় এবং কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক, পাপাশয় ও আত্মাভিমানী দুরাত্মাদিগের প্রতি সিংহের ন্যায় আচরণ করিতেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, শরণাগতকে আশ্রয়-দান করা তাঁহার চির-ব্রত ছিল। অগ্রে সুচারুরূপে স্বরূপ দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ অজ্ঞাত-কুল-শীল বা হীন-জাতীয় বলিয়া কাহাকেও অনাদর, অথবা বিপুল-স্বাপতের-শালী, বহু-ব্যয়-ব্যসনাসক্ত, বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়, রূপবান, মহৎ-কুলোদ্ভব ভদ্র-সন্তান বলিয়া কাহাকেও সমাদর করিতেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে, নিতান্ত নীচবংশজ হইয়াও, কেহ তাঁহার প্রীতি-শ্রদ্ধা-ভাজন হইতে ও প্রসাদ লাভ করিতে বঞ্চিত হইত না। তিনি সকলকে স্ব স্ব গুণানুসারে সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা করিতেন। আন্তরিক গুণ ভিন্ন বাহ্য-পারিপাট্য প্রদর্শন দ্বারা কেহ তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে পারিত না। রাজকর্ম্ম-চারী-দিগের মধ্যে কাহারো উৎকোচ-গ্রহণ, পরস্ব-হরণ, প্রজা-পীড়ন ইত্যাদি দোষ সপ্রমাণ হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিবিধ

অপমান সহকারে পদ-চ্যুত করিয়া ধিক্কার-প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতেন; এবং বিদ্যাবান, ধী-শক্তি-সম্পন্ন, বিষয়-কার্য্য-নিপুণ, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তৎপদে বিনিয়োগ করিতেন। তিনি বৈতালিক পারিষদ ও চাটুকার-গণের স্তুতি-বাদে আস্থা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাতে বৈতৃষ্ণ্য-প্রকাশ করিতেন; সুতরাং স্তাবকেরা নিরুৎসাহ ও ভগ্ন-চিত্ত হইয়া তাঁহার সভা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কুত্রচিৎ সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন, বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ, বহু-ভাষী দার্শনিক শাস্ত্রীর প্রসঙ্গ কর্ণ-গোচর হইলে,মহীপাল আগ্রহাতিশয়-সহকারে তাঁহাকে স্বীয়-রাজ্যে আনয়ন করত যথেষ্ট সমাদর-পুরঃসর যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিতেন। তিনি যে কেবল স্বজাতীয় ভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান ছিলেন, এমত নহে, বিজাতীয় ভাষা-সমূহের প্রতিও সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইঙ্গরাজি, ফ্রেঞ্চ, গ্রিক, লাটিন, হিব্রো, জর্ম্মান, আরব্য, পারস্য প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট ভাষাই উত্তম-রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং উল্লিখিত ভাষা-সমূহ স্বরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র প্রচলিত করণার্থ বহুল বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অপর, যে সকল কার্য্যে প্রজা-ব্রজ সন্তুষ্ট হইত, প্রভূত-আয়াস-সাধ্য হইলেও তিনি তৎ-সমুদয় সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিতেন না। ঈদৃশ মহানুভব ও প্রজারঞ্জন-ব্রত নরেন্দ্র-পুঙ্গব যে সুপ্রণালীতে রাজ্য-শাসন ও প্রজা-পালন করিতেন, তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজনাতীত;—পাঠক-বর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার ন্যায় নির্ম্মৎসর, অপক্ষপাতী, কারুণ্য-রসাস্পদ, বিদ্যোন্নতি-প্রিয়, সদাশয়, পুণ্যবান ও অলোক-সামান্য লোকপাল ভূলোকে অতি বিরল ছিল। প্রজা-

মণ্ডলীও তাঁহার সৌজন্যে ও সদ্গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ছিল। গুণ-গ্রাম-সম্পন্ন ষড়্‌দর্শনজ্ঞ এক প্রাজ্ঞ বিপ্র-প্রবর ক্ষিতি-পতির প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর। মহীন্দ্র যেরূপ মহান, চন্দ্র-শেখরও তদনুরূপ ছিলেন। তিনি অতীব স্থির-বুদ্ধি ও বহুজ্ঞ ছিলেন; মহা মহা বিপজ্জাল উপস্থিত হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্নোৎসাহ বা বিক্লব না হইয়া বিশ্রব্ধ-চিত্তে মন্ত্রণা দান ও প্রতি-কার-চেষ্টায় তৎপর হইতেন।

নারায়ণের ইন্দিরার ন্যায়, হরের পার্ব্বতীর ন্যায়, ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, রামের সীতার ন্যায়, সত্যবানের সাবিত্রীর ন্যায়, নলের দম-য়ন্তীর ন্যায়, শ্রীবৎসের চিন্তার ন্যায়, বিহঙ্গরাজের কমলা-নাম্নী সাক্ষাৎ কমলা সদৃশী এক মহিষী ছিলেন। কমলা এমত অসাধা-রণ রূপ-লাবণ্য-বতী ছিলেন, যে কেহ তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব-পুত্রী ব্যতীত মানব-যোনি-সম্ভবা বলিয়া হঠাৎ বোধ করিতে পারিত না। তাঁহার গুণকলাপ আবার রূপ অপেক্ষাও অধিক-তর ছিল। তৎকালে তাঁহার সতীত্ব, পতি-ভক্তি, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ-চয় সর্ব্ব-সাধারণের দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়াছিল। মহিষীর সহিত ছত্র-পতির অতিশয় প্রণয় ছিল,—ক্ষণ-মাত্রও তিনি মহিষীর বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করিতে পারিতেন না। মহিষীও পার্থিবের প্রতি নব নব অকৃত্রিম-প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশ পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার পরিচর্য্যা দ্বারা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কালক্রমে মহিষীর গর্ভে গোপতির এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, প্রিয়-দর্শন নন্দন জন্মে; কিন্তু যৌবন-কাল সমাগত না হইতেই উক্ত কুমার গতাসু হইয়া তনু-ত্যাগ করেন। নরেশ পরম জ্ঞানবান হই-

য়াও সুত-বিয়োগে এরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, পুত্রের পঞ্চত্বের পর এক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত বা অন্য কোন বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিতেন না, কেবল শোকাগারে শয়ন করিয়া অহরহঃ বিলাপ করিতেন। অবশেষে একদা বিজ্ঞতম অমাত্য-প্রবর চন্দ্রশেখর নরেন্দ্র-সদনে গমন করিয়া কর-পুটে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! শোকে একান্ত কাতর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ; বিশেষ ভূপতিগণের নিতান্ত শুচাভিভূত হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, যাঁহাদের প্রতি ভূরি ভূরি দেশ ও প্রজা-ব্রজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারা যদ্যপি স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া, কেবল শোকেই মুগ্ধ থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের কোপার্হ হইতে হয়। আর দেখুন, জন্ম হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে, কেহই অমর নহে, সকলের প্রতিই কালচক্র নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, কোন না কোন সময়ে সকলকেই করাল কালের কবল-শায়ী হইতে হইবে। অধিকন্তু বিধির বিধি সর্ব্বত্রই সুবিধি বলিয়া বিবেচিত হয়। হে মনুজেশ্বর! বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ ইন্দ্রজাল মাত্র, সকলই ক্ষণিক, কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সকলেই ঐন্দ্রজালিক-শক্তি-সম্ভূতা জীবিতা পুত্তলিকার ন্যায় এই অসার সংসার মধ্যে কিঞ্চিৎকাল ক্রীড়ান্তে অদৃশ্য হইতেছে; এজন্য হর্ষ বিষাদের প্রয়োজন কি? জীব মাত্রেই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, ব্যোম, মরুৎ, এই পঞ্চের সমষ্টি, সুতরাং উহা বিকৃত হইলেই জীব-গণের এই প্রপঞ্চ-ময় জগৎ পরিত্যাগ করিতে হয়; তজ্জন্য শোকে নিতান্ত বিহ্বল হওয়া কোন ক্রমে শ্রেয়স্কর নহে। ভো অরিন্দম মহীক্ষিৎ! আর দেখুন, এই

জগতের যাবতীয় বস্তুই পরিবর্ত্তন-পরতন্ত্র। কিঞ্চিৎ কাল সর্ব্বশক্তিমান্ নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অনন্ত কার্য্য-কৌশল-সমূহ অভিনিবেশ ও অধ্যবসায়-সহকারে চিন্তা করিলেই পার্থিব বস্তু সমূহের অনিত্যতা ও আশ্চর্য্য রূপান্তর লক্ষিত হয়। দেখুন, প্রজাপতি ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ কয়েক মাস তন্তুকীট হইয়া থাকে। তখন উহাদের ১৬ খানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদ, দুই পাটী দন্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১২টী চক্ষু থাকে। এই অবস্থা ভোগান্তেই রূপান্তর হয়, তখন জড়ের ন্যায় কিছুকাল গুটীর মধ্যে বাস করে। কিঞ্চিৎকাল পরেই অমনি নানা বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র পক্ষে সুসজ্জীভূত হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকে; তখন পূর্ব্বাকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর হইয়া যায়;—পূর্ব্ব-দৃষ্ট ১৬ খানি পদের মধ্যে ১০ খানি অদর্শন হয়, অবশিষ্ট যে ৬ খানি থাকে তাহাও কোন অংশে পূর্ব্বের ন্যায় নহে; দুই পাটী দন্তের পরিবর্ত্তে একটী জড়ান শুণ্ড দেখা যায়; এবং ১২টী অস্পষ্ট চক্ষুর পরিবর্ত্তে দুইটী বৃহৎ চক্ষু দেখা যায়। এই রূপে সকল জীবেরই প্রকারান্তরে রূপান্তর হইতেছে। জড়-পদার্থও পরিবর্ত্তনশীল। দেখুন, চন্দ্রমণ্ডল প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধ মাত্র, ক্রমে ক্রমে নিরঞ্জনায় সম্পূর্ণ মণ্ডল প্রকাশিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। অনন্তর দিন দিন কলা পরিমাণে তিমিরাবৃত হইয়া অমাবস্যা তিথিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এবম্প্রকারে কি চেতন, কি অচেতন, পদার্থ মাত্রেরই রূপান্তর হইয়া থাকে। অতএব অনিত্য প্রাণীর পরিবর্ত্তন-জনিত বিচ্ছেদে নিতান্ত শোকান্বিত ও পরিতাপিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিবিধের। এইক্ষণে শোক দূর করিয়া স্বীয়

কর্ত্তব্যকার্য্যানুষ্ঠানে প্রবর্ত্ত হউন। পরন্তু, এক বৎসর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য অনালোচিত রহিয়াছে, প্রজাগণেরও যৎপরোনাস্তি দুর্গতি হইয়াছে।”

অবনী-পাল ভূসুরবর অমাত্যের এবম্বিধ হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শোক সংবরণ পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বমত রাজ-কার্য্য করিতে লাগিলেন। কতিপয় বৎসরান্তে রাজ্ঞী পুনরায় গর্ভিনী হইয়া যথা সময়ে দ্বিতীয় তপন-সদৃশ এক নয়নরঞ্জন তনয় প্রসব করিলেন। রাজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজপুরী আনন্দময় ও রাজরথ্যা কোলাহলময় হইয়া উঠিল। ধরণী-পাল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর তনয়ের বদনকমলাবলোকনে প্রীতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কর্ণের প্রতি উপহাস পূর্ব্বক প্রসারিত হস্তে নানা দিগ্দেশাগত দীন দরিদ্রদিগকে স্ব স্ব অভিষ্টানুযায়ী দ্রব্য অবিশ্রান্ত বিশ্রাণন করিতে লাগিলেন।

ক্ষিতীশ নবকুমারের বাল্য-সংস্কার সকল যথা সময়ে আনুক্রমিক সমাপনান্তর আত্মজের নাম শৈল-রাজ রাখিলেন। নবোদিত ভাস্করের নব-দীধিতি-দ্বারা বসুন্ধরার যেরূপ কমনীয়তা সম্পাদিত হয়, শৈল-রাজদ্বারা দ্বারাবতী-রাজবাটীর ততোধিক শ্রী সম্পাদিত হইল। ক্রমে রাজকুমারের অবগণ্ডাবস্থা বিগত হইলে, তাঁহার শিক্ষার নিমিত্ত ভূধন বহুসংখ্যক রাজ-নীতিজ্ঞ আন্বিক্ষিকী-বিশারদ ও সর্ব্ব-শাস্ত্র-পারদর্শী মহা মহোপাধ্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শৈলরাজ অসাধারণ বুদ্ধি-প্রযুক্ত অল্পকালের মধ্যেই অনেক শাস্ত্র ও কলায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি-লাভ করিলেন। আচার্য্যগণ তাঁহার ঈদৃশ অসদৃশ মেধাশক্তি ও বুদ্ধি-কৌশল অবলোকন করিয়া প্রযত্নাতিশয়-সহকারে শিক্ষা-দান করিতে লাগিলেন। শৈলরাজ

বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে সমস্ত রাজগুণে ভূষিত ও কৃত-বিদ্য হইয়া নানাবিধ কাব্য গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে অচির-কাল-মধ্যেই পরম-প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া উঠিলেন। রাজর্ষি স্বীয় পুত্রকে শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্যাদি রাজগুণে বিভূষিত দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, এক দিবস অমাত্যকে কহিলেন, "দেখ অমাত্য, শৈলরাজ সর্ব্ব-গুণে ভূষিত ও প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, আমিও বার্দ্ধক্য-দশায় পদার্পণ করিয়াছি, অতএব আমার নিতান্ত বাসনা যে, শৈলরাজকে রাজ্য-শাসনের ভারার্পণ করতঃ বিষময় বিষয়-চিন্তা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরমার্থ-চিন্তায় মনঃ-সংযোগ করি।"

অমাত্য রাজ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ যথার্থই বিবেচনা করিয়াছেন, রাজ-কুমার সর্ব্ব-প্রকারে রাজ-পাটের উপযুক্ত বটে; কিন্তু রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সস্ত্রীক হইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত ও যুক্তি-যুক্ত।" প্রজাপাল অমাত্যের অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়া প্রথমতঃ অঙ্গজের পরিণয়ার্থ যত্নবান হইলেন; এবং পুত্রানুরূপ কন্যার উদ্দেশে নানা দেশে ভট্ট প্রেরণ করিলেন।

কতিপয় দিবসান্তে প্রেরিত ভট্ট-গণ-মধ্যে জনৈক বিশ্বস্ত ভাট প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল, "হে নায়কাধিপ! কর্ণাটদেশের রাজার চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্কা সর্ব্ব-রূপ-গুণ-বিশিষ্টা এক কুমারী আছেন, তিনিই যুবরাজের অঙ্ক-লক্ষ্মী হইবার উপযুক্ত পাত্রী।" রাজা ভট্টকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি কর্ণাট-রাজ-বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে স্বনয়নে অবলোকন করিয়াছ, না কেবল লোক-

মুখে শ্রবণ করিয়া এরূপ কহিলে?" ভাট কৃতাঞ্জলি-পুটে উত্তর করিল, "আমি একদা অপরাহ্ণে অশ্ব-শ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া কর্ণাট-দেশের রাজ-বাটী-সন্নিহিত এক রমণীয় সরোবর-তীরে উপবিষ্ট ছিলাম, এমত সময়ে কলঙ্ক-বিহীন-কলা-নিধি-স্বরূপা, সুকেশী, রাজীবায়ত-লোচনা, মৃণাল-ভুজা, ক্ষীণ-কটি, রম্ভোরু, বিদ্যুৎ-বরণী, মৃদু-হাসিনী, মরাল-গামিনী এক চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্কা কুমারী অর্জ্জুন-মঞ্জরি-বিরচিত কর্ণ-ভূষণে ভূষিতা হইয়া বহুসংখ্যক সহ-চরীর সহিত সরসী-পার্শ্ব-স্থিত মনোহর কুসুমোদ্যানে আগমন করিলেন। তাঁহার অঙ্গের কান্তিলাবণ্য ও মুখ-শ্রী দর্শনে পুষ্প-স্তবক সকলও ম্লান বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ অমানু-ষাকৃতি অপ্সর-কল্পা কন্যা-রত্ন কিঞ্চিৎকাল তথায় সুশীতল সমীরণ সেবনানন্তর সঙ্গিনী-গণ-সমভিব্যাহারে গৃহে প্রতি-গমন করিলেন। পশ্চাৎ অবগত হইলাম, তিনি কর্ণাট-রাজের একমাত্র প্রিয়তমা অনূঢ়া নন্দিনী। কুমারী অতিশয় বিদ্যা-বতী, বুদ্ধি-মতী, করুণ-স্বভাবা ও সত্য-ধর্ম্মপরায়ণা। তাঁহার পরিণয়ার্থে কর্ণাট-রাজ উপযুক্ত পাত্রের অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু অঙ্গজা-নুরূপ পাত্র কোথাও প্রাপ্ত হইতেছেন না।"

গুজরাটাধিপ ভট্ট-প্রমুখাৎ এই সকল বার্ত্তা শ্রবণ কবিয়া, তৎ-ক্ষণাৎ সচিবকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত অবগত করাইলেন। সচিব-বর চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হে রাজর্ষভ! যুবরাজের সহিত কর্ণাট-রাজাঙ্গজার পরিণয়-প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে কর্ণাটাধিপতি আহ্লাদ-পুরঃসর উক্ত প্রসঙ্গে প্রতিশ্রুত হইবেন, সন্দেহ নাই; কেন না মহারাজ কর্ণাট-রাজাপেক্ষা কুলে শীলে কোন অংশে ন্যূন নহেন; বিশেষ যুবরাজ সর্ব্ব-প্রকার রূপ ও গুণের আস্পদ।

অতএব উক্ত প্রস্তাবসম্বলিত অবিলম্বে কর্ণাটে দূত প্রেরণ করা যাউক।”

অনন্তর মহারাজ বিহঙ্গরাজ মন্ত্রির উপদেশ ক্রমে স্বীয় আত্মজ শৈলরাজ সহিত কর্ণাটরাজ-দুহিতার উদ্বাহ-প্রস্তাব সহ এক লিপি-সম্বলিত স্থাণুনামক দূতকে কর্ণাটে প্রেরণ করিলেন। স্থাণু গুজরাটেশ্বরের পত্রসহ যথা-সময়ে কর্ণাটরাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে উহা অর্পণ করিল। কর্ণাট-রাজ পত্র-পাঠপূর্ব্বক স্বীয় মন্ত্রী ও মহিষীকে উহার মর্ম্ম অবগত করাইলেন, এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহারা অনুমোদন প্রদর্শন করাতে আহ্লাদিত চিত্তে প্রত্যুত্তর লিখিলেন, যথা ;—“ তব পুত্রের সহিত মম কন্যার শুভ-পরিণয়-প্রস্তাবে আমি প্রতিশ্রুত হইলাম। অতএব যথাকালে ভবদীয় আত্মজ যুবরাজ শৈলরাজ শুভাগমন-পূর্ব্বক মদীয় দুহিতা সুচিত্রার পাণি-গ্রহণ করিলেই পূর্ণমনোরথ হইব।” লিপিবাহক এই প্রত্যুত্তর লইয়া কর্ণাট হইতে বিদায় হওনানন্তর অচিরে দ্বারাবতী-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিহঙ্গরাজ সমীপে প্রদান করিল।

গুজরাটাধিপতি পত্রপাঠ করিয়া অতি প্রফুল্ল-মনে অমাত্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, “ অমাত্য! আমাদের মনোরথ বুঝি অচিরেই সুসিদ্ধ হইল ; দেখ, কর্ণাট-রাজ মৎ-কৃত প্রস্তাবে সন্তোষ প্রকাশ-পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছেন। এইক্ষণে শুভ-সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবিলম্বেই উপস্থিত শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাউক।” অমাত্য কহিলেন, “ হে রাজেন্দ্র! কর্ণাট-রাজ যে উক্ত প্রস্তাবে আহ্লাদিত হইবেন ইহা আমি পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছি; কারণ মহারাজ কর্ণাটরাজাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।” অনন্তর আগত শুভ-কার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইয়া শুভকালাশ্রয়

করতঃ মহারাজ বিহঙ্গরাজ মহাসমারোহপূর্ব্বক সপুত্র কর্ণাট-যাত্রা করিলেন।

এদিকে কর্ণাটাধীশ্বর প্রিয়তমা তনয়া সুচিত্রার পরিণয়োৎসবে উদ্‌যুক্ত হইয়া বিবিধ বৃহদায়োজন করিতে লাগিলেন। নগরস্থ কুল-কামিনী-গণ রাজবাটীতে আগমন পূর্ব্বক যথা-বিধি মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, সারঙ্গ, রবাব প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতিগৃহ কোকিল-কণ্ঠ সঙ্গীত-কারী-দিগের সুমধুর স্বরে এবং অভিনয়-কারিণী সুলোচনা-গণের কটি-স্থিত কিঙ্কিণী ও চরণের তুলাকোটির সিঞ্জিতে শব্দায়মান হইতে লাগিল।

কিছু-দিবসাবসানে গুজরাটাধিপতি সহামাত্য-পুত্রে কর্ণাটে উপস্থিত হইলে, কর্ণাট-রাজ হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরে যথা-সময়ে মহাসমারোহের সহিত উদ্বাহ-কার্য্য সমাপন হইল। রাজ-পুঙ্গব বিহঙ্গরাজ কিয়দ্দিবস বৈবাহিকালয়ে অবস্থিতি করিয়া পুত্র ও পুত্র-বধূ-সহিত স্বীয় রাজ-ধানী দ্বারাবতীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সুচিত্রা শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া ভক্তি-সহকারে শ্বশ্রূদেবীকে অভিবাদন করিলেন। মহিষী কমলা প্রণত স্নুষাকে ক্রোড়ে করিয়া অবগুণ্ঠনোত্তোলন-পূর্ব্বক পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মুখ-চন্দ্র অবলোকনে যার পর নাই আনন্দিতা হইলেন। অপরাপর মহিলা-গণ রাজ-পুত্র-বধূ-দর্শনে সমুৎসুকা হইয়া রাজবাটীতে সমাগত হইতে লাগিল, এবং রাজনন্দিনীকে দর্শন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। বরবর্ণিনী ও সুবাসিত-তৈল-পাত্র হস্তে করিয়া পৌরাঙ্গনাগণ রাজান্তঃপুরাঙ্গণে হুলুধ্বনি করিতে

লাগিল। চতুর্দ্দিকে কেশর, কুঙ্কুম, কস্তূরী, চন্দন, বরমুখী বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

পরদিন অরুণোদয়ে তমস্ততি বিদূরিত হইলে, যুবরাজ শৈলরাজ দেশীয় প্রথানুসারে মন্ত্র-পূত ব্যারিতে স্নাত হইয়া পিত্রানুমতিক্রমে ভদ্রাসনে সমাসীন হইলেন।

একদা বৃদ্ধ-রাজ বিহঙ্গরাজ যুবরাজ শৈলরাজকে স্বীয়-সমীপে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎস! এই ভূমণ্ডলে এমত কোন স্থান নাই যেখানে যাইয়া লোকে রোগ, শোক, তাপ, দুঃখ, ভয়, চিন্তা ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে; এমত কোন অট্টালিকা নাই, যাহাতে বাস করিয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, পার্থিব দুর্ঘটনা এবং অসংখ্য বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সদানন্দ লাভ করতঃ চির-সুখী হইতে সমর্থ হয়। যেমন কোন অভীষ্ট সাধনার্থ বিজন বিপিনে বসিয়া রোদন করা বৃথা, সেইরূপ এই পৃথিবীর যে কোন স্থানে হউক না কেন, প্রকৃত-সুখ-প্রত্যাশায় যত্ন ও চেষ্টা করা সম্পূর্ণ বিফল। কেবল এই জগতের কোন দূর-প্রদেশে ধর্ম্ম-প্রাসাদ নামক এক পরমরমণীয় অত্যুচ্চ সৌধ আছে, তাহারই শিখরদেশে অধিরোহণ করিতে পারিলে মানবগণ পাপ, তাপ, শঙ্কা প্রভৃতি সকল প্রকার দুরবস্থা হইতে বিমুক্ত হইয়া আজীবন বিমলানন্দ ভোগ করিতে ক্ষমবান হয়। উহার সুকঠিন-প্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তি অতিশয় বদ্ধ-মূল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্ম্মর দ্বারা উহার পটল এবং সুধবল মার্বল সহকারে মধ্যস্থল রচিত হইয়াছে। প্রবল ভূমি-কম্প বা ঝঞ্ঝাবাত হইয়া উহার কিছুই করিতে পারে না;—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলেও উহা লয় প্রাপ্ত হইবার নহে।

উহার মধ্য-দেশ মরকত, সূর্য্য-কান্ত, চন্দ্র-কান্ত, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত প্রভৃতি প্রকৃষ্ট-রোচি-বিশিষ্ট মহামূল্য মণি-সকলের আলোকে, এবং হীরক, সুবর্ণ, প্রবাল, রজত ও দ্বিপ-দন্ত-নির্ম্মিত সিংহাসনে পরিপূর্ণ। আবার উহার অলিন্দ-সম্মুখ-বর্ত্তী পুষ্পোদ্যান-স্থিত চিরপ্রস্ফুটিত পারিজাতাদি ভব-দুর্লভ কুসুম-সমূহ সতত উহার শিখরবাসীগণের মনোহরণ করে। সে স্থানে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, ভয়, উৎকণ্ঠা, কিছুই নাই; কেবল নিরাময়তা, প্রফুল্লতা, অজরতা, অমরতা, সাহস, শান্তি প্রভৃতি অনবরত বিরাজ করিতেছে। তথাকার স্বাস্থ্য-কর শৈত্যবান অনিল-প্রবাহে মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্ব শরীর সুশীতল হয়। তথায় সর্ব্বদাই অমৃত বর্ষণ হইয়া তদ্বাসী লোকদিগের অন্তঃকরণ আর্দ্র করে। এই বিশ্বমধ্যে তাদৃশ সর্ব্ব-সুখ-দায়ক, অভয়-প্রদ পরমাভিরাম স্থান আর কুত্রাপি নাই। ঐ ধর্ম্ম-প্রাসাদের শিখর-দেশে বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সরল-হৃদয়, পর-হিতৈষী, তত্ত্ব-নিষ্ঠ, সাধু শীল, পরমপবিত্র, পুণ্যবান ব্যক্তি-গণ ব্যতীত অসাধু বা অসচ্চরিত্র লোকের সমাগম নাই। ভূম-ণ্ডলে যেমন এক এক ব্যক্তি এক এক স্বতন্ত্র বিষয় লক্ষ্য করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবিত হয়, সে স্থলে সেরূপ নহে; ধর্ম্ম-প্রাসাদ-বাসী সমগ্র লোকেরই এক মহৎ লক্ষ্য, সুতরাং পরস্পরের অভি-প্রায়ের বৈপরীত্য ও অনৈক্যতা-নিবন্ধন বাদ বিসম্বাদ-হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রকৃত সুখী। তাঁহাদের বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ-পূর্ণ প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী, সুস্নিগ্ধ ও সকরুণ দৃষ্টিপাত, প্রশান্ত মূর্ত্তি, উদার প্রকৃতি এবং পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃ-ভাব অবলোকন করিলে অন্তঃ-

করণ প্রেমামৃত-রসে আর্দ্রীভূত এবং সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত ও বর্ণনাতীত পুলকে পুর্নিত হয়।

হে প্রিয়তম! উক্ত ধর্ম্ম-প্রাসাদের শিখর-দেশ অতিশয় দুরারোহ; উহাতে আরোহণের পদবী নিতান্ত বন্ধুর ও সংকীর্ণ এবং উহার সোপান-শ্রেণী পিচ্ছিল, প্রতিপদে-পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতিরেকে উহার প্রথম ভাগের প্রতি-সোপানে এক এক মায়াবিনী পিশাচী পরম রমণীয় বেশ-ভূষায় ভূষিতা হইয়া, কৃত্রিম রোচিষ্ণু ও মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা আছে; উহাদিগকে সামান্য নয়নে দেখিলে অতিশয় রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্টা ও সুরূপা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক অণু-বীক্ষণ-সহকারে নিরীক্ষণ করিলে উহাদের প্রকৃত বীভৎস ও অতিকুৎসিত অবয়ব পরিদৃশ্যমান হয়। উহাদের নাম হিংসা, মাৎসর্য্য, লোলুপতা, অহমিকা ইত্যাদি। উহারা ধর্ম্ম-প্রাসাদ-শিখরারোহণার্থী যাত্রি-গণকে নানা প্রকার প্ররোচনা ও বিভীষিকা প্রদর্শন দ্বারা তদারোহণে নিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায়, এই কারণে তথাকার যাত্রীদিগকে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদি নামক কতকগুলি প্রহরী সঙ্গে লইতে হয়। উক্ত প্রহরী-গণের সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রমে পূর্ব্বোক্ত পিশাচীদিগের মায়া-জাল উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম-প্রাসাদারোহণে সক্ষম হওয়া যায় না। পরন্তু প্রোক্ত প্রাসাদের শিখর-দেশ-আরোহণকালে পথিমধ্যে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইয়া পান্থগণের দিক্-ভ্রম করিয়া ফেলে, তাহাতে ঊর্দ্ধ-গমন দূরে থাকুক, বরং একেবারে অধঃ-পতিত হইতে হয়। অত্রাবস্থায় স্বনিকটস্থ আলোক-বিশেষ দ্বারা কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে হয়।

এই ভূমণ্ডলের অন্য এক প্রদেশে যশঃ-প্রাসাদ ও বিদ্যা-প্রাসাদ নামক আর দুইটী উন্নত প্রাসাদ আছে; কিন্তু ইহারা ধর্ম্মপ্রাসাদের ন্যায় অত্যুচ্চ নহে, এমন কি ইহাদের অগ্রভাগ ধর্ম্ম-প্রাসাদের ভিত্তিকার অর্দ্ধসম উচ্চও হইবে না। ইহার মধ্যে আবার বিদ্যা-প্রাসাদাপেক্ষা যশঃ-প্রাসাদ কিঞ্চিৎ উন্নত-তর। যেমন ইহারা ধর্ম্ম-প্রাসাদ অপেক্ষা অনেক নীচতর, তেমনি ইহাদের উপরে আরোহণ করাও অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। বিদ্যা-প্রাসাদের সোপান সকল বিলক্ষণ প্রশস্ত ও তাহাতে যাত্রি-গণের গতি-প্রতিবন্ধক-কারিণী কোন মায়াবিনী পিশাচীও নাই। উহাতে আরোহণ করা কেবল শ্রম-সাধ্য। যশঃ-প্রাসাদের সোপানে কতকগুলি সামান্য হিংস্র জন্তুমাত্র আছে, তাহাদের নিরাকরণ করা অল্পায়াস-সাধ্য। ধর্ম্ম-প্রাসাদের সহিত শেষোক্ত প্রাসাদ-দ্বয়ের এক বিশেষ প্রভেদ এই যে, ধর্ম্ম-প্রাসাদ-শিখর আরোহণ করিলে যেরূপ অভয়, সদা-প্রফুল্ল ও চির-সুখী হওয়া যায়, ইহাদের উপর উঠিলে তাহার কিছুই হয় না; এতদারো-হণে কৃতকার্য্য হইলে, পরম-প্রীতি লাভ করিয়াও সদা শোক, তাপ ও শঙ্কাতুর থাকিতে হয়। অপর ধর্ম্ম-প্রাসাদের শিখর-দেশ যেরূপ জরা-মৃত্যু-শোক-তাপ-বিশিষ্ট পৃথিবী ছাড়াইয়া আকাশ-মণ্ডল ভেদপূর্ব্বক অত্যুচ্চ স্থানবিশেষ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, ইহারা সেরূপ নহে, এই অবনীমণ্ডলের সীমার মধ্যেই ইহাদের উচ্চতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাদের শিখর-দেশে আরোহণ করিলে পরম প্রীতিলাভ ও নিম্নস্থিত বন্দি-গণের সুমধুর বীণা-ধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু এসকল স্থানে চির-বাস করিবার সম্ভাবনা নাই, কিছুকাল অনুপম আনন্দ ও

সুখ ভোগ করিয়া এতন্নিবাসী সকলেরই সময়ান্তরে স্থানান্তরগমন করিতে হয়; তখন স্মরণার্থ চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহাদের নাম মাত্র ইহাদের ভিত্তিতে লিখিত থাকে। এই দুই প্রাসাদে অনেক কৃত-কর্ম্মা যাত্রীর নাম অঙ্কিত আছে। যশঃ-প্রাসাদ-বাসীদিগের নামা-পেক্ষা বিদ্যা-প্রাসাদ-বাসীদের নামের সংখ্যা বহুতর। যে সকল স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহোদয়ের চমৎকার জ্ঞান-রাশি-পরিপূর্ণ অসা-মান্য ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, ইতিহাস পুরাবৃত্তে যে সমস্ত প্রবীণ লোকের অদ্ভুত কার্য্য, কীর্ত্তি ও বিবরণ পাঠে চমৎকৃত হইয়াছ, তৎসমুদায়ের নাম, এই দুই প্রাসাদে লিখিত আছে। যশঃ-প্রাসাদের উপরে দুই প্রশস্ত গৃহ আছে; প্রথম গৃহ অতি-শয় উচ্চ ও উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় গৃহ তদপেক্ষা অনেক অনুন্নত ও অপকৃষ্ট। যে সদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট শান্ত-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ বিদ্যা-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তৎপরে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, যত্ন ও সতর্কতা সহকারে যশঃ-প্রাসাদারোহণ করেন, তাঁহাদের নামাবলী প্রথম গৃহে লিখিত হয়; আর যে অসমসাহসিক, অকুতোভয়, সদর্পী ও দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি-সকল সুবুদ্ধি, শিষ্টাচার ও সুকৌশলের পরিবর্ত্তে গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা সহকারে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা শত্রু-সমূহের শোণিতে স্ব স্ব হস্ত রঞ্জিত করিয়া একেবারে যশঃ-প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাঁহাদের নাম দ্বিতীয় গৃহে অঙ্কিত থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে যত যাত্রী যশঃ-প্রাসাদ আরোহণ করিয়াছেন, সকলের নামই এই দুই বৃহৎ গৃহে লিখিত আছে। প্রথম গৃহ-স্থিত নামাবলীতে স্বদেশীয় মধ্যে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য, শঙ্করা

চার্য্য, আর্য্যভট্ট, পাণিনি, ব্রহ্মগুপ্ত, ভারবি, মাঘ, জয়দেব, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, ভারতচন্দ্র, এবং বিদেশীয় মধ্যে হোমর, বর্জ্জিল, ডান্টী, মিল্টন, সেক্সপিয়র, গোল্ডস্মিথ, কাউপার, বায়রন, টমসন, নিউটন, বেকন, গালিলিয়, আরিস্টটল, ডিমস্থেনিস, টলমি, কোপরনিকস, প্লেটো, পিথাগোরস, সোলন, ড্রেকো, কেটো এই সকল নাম প্রধান বলিয়া পরিগণিত আছে। দ্বিতীয় গৃহে রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত মহাশূরগণের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন আকিলিজ, হেক্টর, আলেকজাণ্ডর, জারাক্সিজ, সীজর, নেপোলিয়ান, হানিবাল, আকবর, শিবজি ইত্যাদি বিজাতীয় নামও দৃষ্ট হয়। যশো-প্রাসাদারোহী ব্যক্তিগণের কার্য্যের তারতম্যানুসারে নামও ইতরবিশেষ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে; কাহারো নাম অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে, কাহারো রজতাক্ষরে, কাহারো রঙ্গাক্ষরে এবং কাহারো বা সামান্য মসীযোগে লিখিত আছে। হে প্রিয়তম! বিদ্যা-প্রাসাদে তুমি স্বয়ংই আরোহণ করিয়াছ, এবং তথাকার যাবতীয় পরম রমণীয় অত্যদ্ভুত বস্তু ও ব্যাপার স্বনয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; অতএব উহার আর সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

বৎস! জগদীশ্বর কেবল মনুষ্যের মানসোদ্যানে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ নব-বীজোৎপন্ন অমৃত-বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই মানবজাতি অবশিষ্ট সর্ব্ব-প্রকার জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত হইয়াছি; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নের সহিত উহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্মরূপ অমৃত-ফল লাভ করাই মনুজবর্গের জীবনের উদ্দেশ্য। যেমন কোন সুস্বাদু-ফল-বৃক্ষ উদ্যান-মধ্যে সুরক্ষিত হইলে স্বতই ফল

প্রদান করে, সেইরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-রূপ অমৃত-বৃক্ষ মানস-ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত না হইলে আপনা হইতে ফল-প্রদ হয়।

বিশ্ব-নিয়ন্তা অপার করুণা প্রকাশ পুর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনার্থে আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কি পরিতাপের বিষয়, আমরা করুণাময়-ঈশ্বর-প্রোথিত সেই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-রূপ অমৃত-বৃক্ষ রক্ষা ও পরিবর্দ্ধিত করার পরিবর্ত্তে কাম-ক্রোধাদি মাদক-পরবশে উন্মত্ত হইয়া উহা সমূলে ছেদন করিয়া ফেলি ও মহাগৌরবান্বিত-মনুষ্য-পদ-বাচ্য হইয়া পশুর ন্যায় নিকৃষ্টাচরণ করি। দেখ আমাদের অন্তরস্থ ভ্রম-রূপ ঘন তিমির দূর করিবার জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের নিকট জ্ঞানালোক প্রেরণ করেন, কিন্তু আমরা আমাদের হৃদয়-কুটীরের দ্বার লৌহ-অর্গল দ্বারা পরি-রুদ্ধ করতঃ তাহা প্রবেশ করিতে দেই না। আমরা কেবল পার্থিব ক্ষণ-স্থায়ী বিষয় সকল লইয়াই ব্যস্ত থাকি, পরকালের পাথেয়-স্বরূপ আত্মোপযোগী কিছুই সংগ্রহ করি না। কেবল বিবিধ বিদ্যানুশীলন দ্বারা পণ্ডিত-শ্রেণী-ভুক্ত হইলে অথবা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া মহা ধনাঢ্য বলিয়া খ্যাত হইলেই যে ধর্ম্ম-পথ-গামী হওয়া যায় ইহা কুত্রাপি সম্ভবিতে পারে না। ইহা কাহার না বিদিত আছে যে কত কত বহু-বিদ্যা-সম্পন্ন ব্যক্তি-গণ কুল-কামিনীদিগকে বিপথ-গামিনী করিয়া নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিয়াছেন। শরীর-স্থিত দুষ্ট রিপু-গণ নানা প্রকার প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া নিরন্তর কুপথ প্রদর্শন করিতে থাকে, তাহাতে তাদৃশ জ্ঞানবান লোকেরও সময়ে সময়ে চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠে। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে দেহস্থ

দুর্জ্জয় রিপুগণকে বশীভূত করিতে হইবে। 'পৌর্ণমাসীর সুধা-ময়ী শুক্ল-বিভাবরীর সহিত অমামশীর তামসী রজনীর যেরূপ প্রভেদ, সাধু ব্যক্তির ধর্ম্মালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অসাধু ব্যক্তির পাপ-তমসাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।'

বৎস! ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইলেই মনুষ্য হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে হয়। কেন না আত্ম-রক্ষা, অপত্য-স্নেহ, ক্ষুধা হইলে আহার করা, পিপাসা হইলে পান করা, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ইত্যাদি সমস্তই পশ্বাদির মধ্যে লক্ষিত হয়। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিই মনুষ্যের লক্ষণ। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি পরি-মার্জ্জিত করিলেই আত্মার উন্নতি-সাধন হয়; শারীরিক সুখের আতিশয্যে আত্মার কিছুমাত্র সুখ নাই। অশ্ব, রথ, গজারোহণ ও ব্যায়া-মাদি অভ্যাস দ্বারা শরীর দৃঢ় করিলে আত্মা সুস্থ হয় না। সহস্র সহস্র দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত বিজাতীয়-ধন-শালী ভূম্যাধি-কারীগণ অপ্সরী-কিন্নরী-সদৃশী বারাঙ্গনা-গণের নৃত্য, গীত, ও তাহাদের অপরূপ রূপ-লাবণ্য, প্রেম-পূর্ণ কটাক্ষ-পাত ও বদন-বিকাশাদি শ্রবণ ও দর্শনে যে সুখ অনুভব করেন, তাহা অপেক্ষা প্রকৃতি-শোভা-প্রিয় ব্যক্তি-গণ সামান্য বনের বনস্পতি সমূহের বিবিধ শোভা, মন্দ-সমীরণ-সহকারে শ্যামল শস্য-দলের মৃদু-হিল্লোল, প্রদোষ কালে অগাধ বারিধির লহরী-লীলা, নভোমণ্ডলস্থ অসংখ্য গ্রহ মণ্ডলের সুবিমল জ্যোতি; জলদ-কালের তামসী নিশিতে নবীন জলধরমধ্যবর্ত্তী সৌদামিনী-প্রভা ইত্যাদি দর্শনে এবং উচ্চতর-শৈলাঙ্ক-নিঃসৃত নির্ঝরের মনোহর ঝর্ ঝর্ শব্দ ও বিহগ-নিচয়ের সুমধুর কূজনধ্বনি

শ্রবণে যে সুখ অনুভব করেন, তাহা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। যাহারা ধর্ম্ম-শূন্য হইয়া নিত্য হেম-পাত্রে রাজভোগাদি উপাদেয় খাদ্য আহার করে ও কুঙ্কুম-কস্তুরী-পরিলিপ্ত, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সুকোমল শর্য্যায় শয়ন করিয়া রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না শত শত তরুণীদ্বারা পরি-সেবিত হয়, তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট পশু-গণ বিস্বাদ মূল-মুস্তক ও পুরীষ ভক্ষণ করতঃ পূতি-গন্ধ-পূর্ণ পঙ্কিল পুলিনে শয়ন করিয়াও অধিকতর সুস্থ ও আহ্লাদিত থাকে।

বৎস! আমরা চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, ত্বক্, এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়-সুখ অনুভব করিতে পারি। কিন্তু এতদ্দ্বারা আত্মার কোন সুখ লাভ হয় না। আত্মার সহিত বাহ্যেন্দ্রিয় গণের কোন সম্বন্ধ নাই, ইন্দ্রিয়গণ হইতে আত্মা স্বাধীন রূপে বিরাজ করি-তেছে। ইন্দ্রিয় সকল সময় বিশেষে লয় প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় স্বীয় অনুরূপ-নশ্বর বস্তু-লাভেই পরিতৃপ্ত হয় এবং আত্মা অবিনশ্বর পরমা-ত্মাকে প্রাপ্ত হইলেই চরিতার্থ হয়।

বৎস! এই অসার দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদকে মৃত্যু-কহে। মৃত্যুকে আমরা অতিশয় ভয় করি, এমন কি উহাকে আমরা 'যম,' 'শমন,' 'কাল,' 'কৃতান্ত,' 'দণ্ডধর' প্রভৃতি বিবিধ ভীষণ আখ্যা প্রদান করতঃ বর্ণন করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম-মূলক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মৃত্যু আমাদের পরম সুহৃৎ, উহাতে ভয়ের কোন কারণই নাই। মৃত্যু আমাদিগকে শোক, তাপ, দুঃখ প্রভৃতি

নানা প্রকার পার্থিব ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়া, এই প্রপঞ্চময় অন্ধকার জগন্মণ্ডল হইতে অমৃত-নিকেতনে লইয়া বিশ্ব-পিতার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়। মৃত্যু ব্যতিরেকে এই ভব-সাগরের দুঃখ-সন্তাপ-রূপ তরঙ্গ-মালার প্রচণ্ডাঘাত নিবারণের আর উপায় নাই। উহাদ্বারা এই পঞ্চভূতময় দেহ-মাত্রেরই বিনাশ হয়, আত্মার কিছুমাত্র ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা কিছুকাল এই পঞ্চ-ভৌতিক শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানের জন্য ব্যগ্র হইতে থাকে, এমন সময় করুণা-নিধান বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মানুসারে পরম-বান্ধব-স্বরূপ মৃত্যু আসিয়া আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত উচ্চতর স্থানে লইয়া যায়। যেমন শিশির ঋতুর কর্কশ হিমানীতে বৃক্ষ-সমূহ শুষ্ক-পত্র হইয়া নিতান্ত নিস্তেজ ও হত শ্রী হইয়া পড়িলে, অমনি বসন্ত কাল আগমন করিয়া তাহাদিগকে হরিৎবর্ণ নবীন পল্লবে ভূষিত করতঃ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত করে, সেইরূপ জগতের ভ্রমান্ধকারে আত্মা নিতান্ত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলে, মৃত্যু আসিয়া তাহাকে সতেজ ও জ্যোতিস্মান্ করে। অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তিরা মৃত্যুকে কখন শোচনীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করেন না। অতএব বৎস! শরীরস্থিত দুর্জ্জয় রিপু গণকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্যে যত্নবান থাকিবে। বিশেষ এইক্ষণে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলে, এজন্য সমধিক সাবধান হইয়া চলিতে হইবেক।"

বৃদ্ধ রাজা বিহঙ্গরাজ এইরূপে স্বীয় তনয়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণান্তে নানা প্রকার নীতি-গর্ভ উপদেশ প্রদান করতঃ বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মহিষী ও মন্ত্রীর সহিত

অধ্যাত্মিক যোগে মনঃসংযোগ করিলেন। যুবরাজ শৈলরাজ যৌব-রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন ও সুচারু রূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব মন্ত্রী চন্দ্র-শেখরের পুত্র শশীশেখর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। শশী-শেখর স্বীয় পিতার সমস্ত গুণের অধিকারী ও সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যুবরাজ শৈলরাজ ঐ বিচক্ষণ ও সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন মন্ত্রীর সুমন্ত্রণা প্রভাবে ভূরি ভূরি দেশ স্বভুজ-বিনির্জ্জিত করিয়া সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুদিবসান্তে মহিষী সুচিত্রা গর্ভবতী হইলেন। সমুদিত মৃগাঙ্ক-মণ্ডলদ্বারা শরৎ-কালীয় শর্ব্বরীর যেরূপ শোভা হয়, ইন্দ্রায়ুধ উদিত হইলে গগণমণ্ডলের যেরূপ সুষমা হয়, সুধাংশুর অংশু-মালা পতিত হইলে নব-পল্লব-ধারী পাদপ-মালার যেরূপ শ্রী হয়, সন্ধ্যা-রাগ যোগে সুনীল অম্ভোরাশির যেরূপ কমনীয়তা হয়, নবোদিত মরিচী-মালীর বালাতপ সংলগ্নে শ্যামল-দুর্ব্বাদলাগ্রভাগ-স্থিত প্রাতঃকালীন নিহার-কণিকা-নিকরের যেরূপ কান্তি হয়, সিন্ধুকর-সংযোগে জাতরূপের যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য হয়, রাজ্ঞী অন্তর্বত্নী হইয়া ততোধিক শোভমানা হইলেন। ক্রমে গতি মন্থর হইয়া আসিল; হৃদয়-পদ্মাকর-স্থিত উত্তুঙ্গ পদ্ম-কলিকা-যুগল পয়োভরে প্রহ্বীভূত হইতে লাগিল। নরাধিপ মহিষীকে অন্তরাপত্যা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রফুল্ল-চিত্তে ভাবী-শুভ-প্রত্যাশায় নানা প্রকার স্বস্ত্যয়ন ও সমাগত দীন-দরিদ্রদিগের প্রতি জলদাম্বু-বর্ষণ-তুল্য অর্থ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজ্ঞী সূতি-মাস উপস্থিত হইলে তরুণোদিত অরুণের ন্যায়, টঙ্কণ-বিশোধিত হিরণ্যের ন্যায়, ঘন-কালীয় ক্ষণপ্রভার ন্যায়, সুমার্জ্জিত হীরকের ন্যায় এক কালীন দুই যমল তনয়

প্রসব করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র নবকুমার-দ্বয়ের অঙ্গ-প্রভায় অরিষ্টাগৃহ প্রতিভাত হইল। মহীপতি পুত্র-দ্বয়ের পূর্ণমাসী-শশী সদৃশ বদন-কমল অবলোকন করিয়া আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইলেন, ও আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া তাহাদের মঙ্গলার্থে নানা প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাজধানী মহোৎসবে পূর্ণ হইল এবং রাজ্যের মধ্যে কেহই দরিদ্র রহিল না। এদিকে কুমারদ্বয় রাজ্ঞীর অঙ্কে দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র ক্রমে সমুদয় নিয়মিত কার্য্য কলাপ সমাধা করণানন্তর আত্মজ-দ্বয়ের নাম-করণ করিলেন। অগ্রজ কুমারের নাম দেবরাজ ও কনিষ্ঠ কুমারের নাম অরবিন্দ রাখিলেন। দেবরাজ ও অরবিন্দের অপোগণ্ডাবস্থা অপ-গত হইলে, ছত্রপ এক বৃহৎ বিদ্যা-মন্দির সংস্থাপন করত নানা দিগ্দেশ হইতে বিবিধ শাস্ত্র-বিৎ যশোধন আচার্য্যগণকে আনয়ন করিয়া অঙ্গজ-দ্বয়ের শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। উপাধ্যায়েরা কুমার-যুগলের যৎপরোনাস্তি বুভুৎসা ও অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আপ্যায়িত হইয়া অধিকতর যত্নের সহিত স্বস্বোপার্জ্জিত বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। সহোদর-দ্বয়ও অজাত-শ্মশ্রু-কাল মধ্যে সাহিত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, নীতি-শাস্ত্র, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইলেন ও সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই ছয় রাজ-গুণে ভূষিত এবং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই উপায়-চতুষ্টয়েতে বিলক্ষণ কুশল হইলেন।

শাস্ত্রীরা কুমার-দ্বয়কে এই প্রকার কৃত-বিদ্য দর্শন করিয়া

ভূনেতার নিকট নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! ভবদীয় তনয়-দ্বয় সর্ব্বপ্রকারে কৃত-বিদ্য হইয়াছেন; অতএব আমরা এইক্ষণে বিদায় হইতে ইচ্ছা করি।” ভূমীন্দ্র স্বীয় আত্মজদ্বয়কে বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত দেখিয়া যারপার-নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং অধ্যাপকগণকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

দেবরাজ ও অরবিন্দের পরস্পর এরূপ প্রণয় ছিল যে কাহারো অদর্শনে কেহ মুহূর্ত্ত মাত্রও সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। অনন্তর সহোদর-দ্বয় একত্রে ব্যায়াম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যে উভয়েই ব্যায়ামে এমত প্রভূষ্ণু হইয়া উঠিলেন যে কেহই তাঁহাদিগকে মল্ল-ক্রীড়ায় পরাভূত করিতে পারিত না। ক্রমে রাজকুমার-দ্বয় যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিলেন। নবোদিত—অরুণ-রশ্মি পতিত হইলে তরুণ শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্রের যেরূপ সৌন্দর্য্য হয়, চন্দ্রকান্ত মণি সংযোগে তমসাচ্ছন্ন গৃহের যেরূপ দীপ্তি হয়, রক্তবর্ণ মেঘ-মালার প্রতি-বিম্ব পতিত হইলে সুনির্ম্মল হিরণ্য—বর্ণার যেরূপ সুষমা হয়, ঋতুরাজ সমাগমে কুসুম-কাননের যেরূপ অপরূপ শোভা হয়, যৌবন সমাগমে নৃপাত্মজ-দ্বয়ের ততোধিক শোভা হইল। ভ্রাতৃ-যুগল এইরূপে সর্ব্বপ্রকার গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও প্রাপ্ত-তারুণ্য হইয়া রাজবাটী সমুজ্জ্বল করিলেন।

একদা সোদর-দ্বয় দুই বাজী-পৃষ্ঠারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। বহুদূর গমনান্তে এক রমণীয় তপোবনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্থানটী অতিশয় মনোহর ও শান্তিরসা-স্পদ। উহার প্রায় সর্ব্বস্থানই অবিরল-পল্লব বৃক্ষ সমূহে পরি-

পূর্ণ। চতুর্থাশ্রমী ঋষি, পরিব্রাজক ও পরম-হংসগণ পরমার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। অগ্নিহোত্র যতিবর্গ যজ্ঞবেদীতে উপবিষ্ট হইয়া হোমানল-কুণ্ডে ঘৃত হবিঃ প্রক্ষেপ করিতেছেন, এবং অনিল সঞ্চালনে তদোত্থিত হোমীয় ধূম-রাশি ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত করিতেছে। স্থানে স্থানে ছেদিত উদুম্বর, খদির প্রভৃতি যজ্ঞীয় বৃক্ষ-খণ্ড সকল হোমার্থ স্তূপকৃত রহিয়াছে। তপস্বীদিগের তপোপ্রভাবে হিংসা, দ্বেষাদি আধিপত্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মার্জ্জার ও মূষিক এক স্থানে ভ্রমণ করিতেছে; শৃগাল ও সারমেয় একত্রে আহার বিহার করিতেছে; মণ্ডূক-বৃন্দ নিঃশঙ্ক চিত্তে ভুজঙ্গ-বিবরের সম্মুখে কেলি করিতেছে; অহিকুল শিখীচয়ের বিস্তৃত পুচ্ছ-ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে; শার্দ্দূল সমূহ গো, মেষ, মৃগ, ছাগ প্রভৃতির সহিত একত্র বাস করিতেছে; সিংহ-শাবক প্রফুল্লমনে করী-শাবকের সহিত নর্ম্ম করিতেছে; খটাশ-নিচয় বন্যকুক্কুট, পারাবত, হংসাদি পক্ষীর সহিত আনন্দ ক্রীড়ায় প্রমত্ত রহিয়াছে। কুমার-দ্বয় এই সকল দর্শন করিতেছেন, এমত সময় একটি মৃগ-সাবক লম্ফ প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিল। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃ-যুগল বালকস্বভাব বশতঃ সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণায়ুধ-বিদ্ধ করিয়া উক্ত বালমৃগটিকে বধ করাতে, এক মুনি-পত্নী উন্মত্তার ন্যায় ঐ স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া, মৃত কুরঙ্গ-শাবকটিকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আশ্রমে গমন করিল। ইহা দেখিয়া রাজকুমারদ্বয় যৎপরোনাস্তি বৈমনস্যের সহিত বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে ঋষি-ভার্য্যা স্বীয় স্বামী-সমীপে উপনীত হইয়া রোদন করিতে করিতে নৃপাঙ্গজ-দ্বয় কর্ত্তৃক প্রিয় হরিণ-শিশুটীর বধবৃত্তান্ত নিবেদন করাতে, তাপস ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন করিলেন। রাজর্ষি মহর্ষিকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম ও সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। তপোধন আসন পরিগ্রহ না করিয়াই সক্রোধে মহীপাল প্রতি বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন! তোমার যে কুল কুঠার স্বরূপ দুই পুত্র আছে তাহাদের অত্যাচারে আমরা তোমার রাজ্যে বাস করিতে অক্ষম হইয়াছি; যদি তাহাদিগকে শাসন না কর, তবে আমরা তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত আছি।" মনুজপতি মুনিকে ঈদৃশ মন্যু-যুক্ত দর্শনে অভিসম্পাত ভয়ে ভীত হইয়া, সানুনয় পূর্ব্বক বলিলেন, "মুনিবর! তাহারা কি উপদ্রব করিয়াছে, বলুন, এই ক্ষণেই সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" মুনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি অপত্য-হীন, একারণ আমার ভার্য্যা সতত দুঃখিত থাকিত। একদা আমি পূজার নিমিত্ত সমিৎ-কুশানয়ন করিতে গমন করাতে এক অটবি মধ্যে একটি মৃগ-শাবক প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয়-ভার্য্যাকে প্রদান করিলাম। তদবধি প্রণয়িনী ঐ মৃগ-শাবকটিকে স্ব-গর্ভজ সন্তানবৎ লালন-পালন করিয়াছেন। অদ্য তোমার পুত্র-দ্বয় আমাদের তপোবনে উপস্থিত হইয়া ঐ পালিত নিরপরাধী মৃগ-শিশুটিকে কলম্ব-প্রহরণে নিধুত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! অতএব তোমার ঐ নিষ্ঠুর পুত্র-দ্বয়ের শাসন-প্রার্থী হইয়া তোমার

নিকট আসিয়াছি।” এতচ্ছ্রবণে পার্থ ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া দেবরাজ ও অরবিন্দকে ত্বরায় সভায় আনয়নার্থ প্রতিহারীকে আদেশ করিলেন। দৌবারিক আজ্ঞামাত্র রাজ-কুমার-দ্বয়কে সভামধ্যে আনয়ন করিল। নৃপতি কুমার-দ্বয়কে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া সকোপে বলিলেন, “অরে দুরাত্ম-নেরা! অবিলম্বে তোরা আমার রাজ্য হইতে দূরীভূত হ।” সহোদর-যুগল এই প্রকারে সভামধ্যে তিরস্কৃত ও অপমানিত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ-মনা হইয়া উভয়ে পিতৃ-রাজ্য পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ স্থির করিলেন।

পর দিবস রজনী প্রভাতোন্মুখ হইলে কিঞ্চিৎ অর্থ ও উপযুক্ত পাথেয় সঙ্গে লইয়া ভ্রাতৃদ্বয় প্রগ্রীবস্থ দুই প্রকাণ্ড, বেগ-গামী, মনোনীত পক্ষদ্বার-আরোহণ পূর্ব্বক পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া জনক-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। হেমমালী সমুদিত হইলে মহারাজ শৈলরাজ গাত্রোত্থান করিয়া কুমার-দ্বয়কে রাজ-ভবনে না দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুলতা-সহকারে তাঁহাদের অন্বে-ষণে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। মহিষী সুচিত্রা অঙ্ক-ভূষণ তনয়-যুগলের অদর্শনে নিতান্ত অধীরা হইয়া দশ-দিশা শূন্য দেখিতে লাগিলেন, এবং “হা বৎস দেবরাজ! হা বৎস অর-বিন্দ! তোমরা এ অভাগিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? একবার ক্রোড়ে বসিয়া এ তাপিত হৃদয়কে শীতল কর; তোমরা কি জান না যে এ হতভাগিনী তোমাদের বিহনে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারে না? হায়! কি হইল, কোথায় যাইব, কে আমার নয়ন-পুত্তলী-দ্বয়কে আনিয়া প্রাণরক্ষা করিবে?” ইত্যাকার বিবিধ বিলাপ করিতে করিতে

ধরা-তলে পতিতা হইয়া ধূলি-বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। স্বয়ং মহীপাল তাঁহাকে নানাপ্রকার শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রেরিত দূত-গণ রাজ-কুমার-দিগের গবেষণে অকৃতকার্য্য হইয়া হতাশ ও বিষণ্ণ-মনে প্রত্যাগত হইতে লাগিল; সুতরাং রাজপুরী হাহাকার-ময় হইয়া উঠিল, রাজা ও রাজ্ঞী কুমার-দ্বয়ের পুনরাগমন-আশা-লতার মূল অবলম্বন করিয়া জীবন্মৃতাবস্থায় যথাকথঞ্চিৎ কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজকুমার-দ্বয় পঞ্চদশ দিবস অনবরত গমনান্তে সিন্ধু-নদী-তীর-স্থিত পর্ব্বত-ময় দেশে উপস্থিত হইলেন। ঐ পার্ব্বতীয় দেশবাসিগণ অতিশয় অসভ্য ছিল, সুতরাং রাজ-কুমারেরা তদীয় গৃহে স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে এক গিরিগুহায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিন্ধু নদীর যে পার্শ্বে বাস-স্থান করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধ পার্শ্বে বন্দর থাকাতে তাঁহা-দের প্রত্যহই ঐ তটিনী পার হইয়া উপযোগ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে হইত। এক জন গিরি-কন্দরে অবস্থিতি করিতেন, অন্যজন আহার্য্য সামগ্রী আনয়নার্থ বন্দরে গমন করিতেন। একদা দেবরাজ বিপণিতে যাইয়া নানাবিধ ভক্ষণীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রতিগমন কালে যেমন সিন্ধু নদী পার হইতে ছিলেন, অমনি একটা ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝানিল উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণী সহিত আরব্য সাগরে আনিয়া ফেলিল। ঐ বাত্যার সময় আরব্য সাগর অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উচ্চ উচ্চ নগ-মালার ন্যায় তরঙ্গমালা বিস্তার করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল রাজ-কুমারের ক্ষুদ্র তরণী ভাসমান থাকিয়া অবশেষে প্রচণ্ড তরঙ্গের অভিঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। দেবরাজ এক খণ্ড

কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বন করিয়া ঐ প্রচণ্ড বীচি-তরঙ্গের মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। সন্তরণে অতিশয় পটু ছিলেন বলিয়া একেবারে জলমগ্ন হইলেন না, ক্রমে বাত্যা স্থগিত হইলে উপ-যুক্ত কাষ্ঠ ফলকোপরি উপবেশন করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা ক্ষেপণীর কার্য্য করতঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিবসৈক অনবরত ঐ অবস্থায় গমনানন্তর অনতিদূরে কূল দেখিতে পাই-লেন। গগন-মণ্ডল বারিদাচ্ছন্ন হইলে শুষ্ক-কণ্ঠ চাতকের যে রূপ আনন্দ হয়, কূল দর্শনে রাজকুমারের ততোধিক আনন্দ হইল। তাঁহার যে জীবনাশা-তরুর মূল ছেদিত-প্রায় হইয়া-ছিল, তাহা পুনঃ-সজীব হইতে লাগিল। পরে দৃঢ়তর উদ্যমে প্রতীর প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠ-ফলক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপরে উঠি-লেন। তথাচ আর্দ্রবস্ত্র প্রযুক্ত শীত ও পূর্ব্বদিবসাবধি অনশন প্রযুক্ত ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কতিপয় ইন্ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক সাগর-কূল-স্থিত অরণি দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া শরীরের শৈত্য দূর করিলেন। কিন্তু ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া আহারান্বেষণে গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে স্থানের প্রাচী ও উদীচীদিক্ উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন দিকেই মানব বা মানবাবাস দৃষ্ট হইল না। পরে যাম্যাভিমুখে গমনপূর্ব্বক এক মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলেন। তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সরোবরটি অরবিন্দাকীর্ণ, পুষ্প-পরাগ-ভ্রক্ষিত ইন্দিন্দির-কুল পুষ্প-রস-লোভে মুগ্ধ হইয়া অম্বুজ হইতে অম্ভোজান্তরে বসিতেছে এবং সরোবরের পার্শ্বস্থিত উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষ

সুস্বাদু ও সুপরিণত ফল-ভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে: যূথী, জাতী, মালতী, সেঁউতী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুঘ্রাণ পুষ্প বিকসিত হওয়াতে শৈত্যবান্ অনিল সঞ্চালন দ্বারা তদ্গন্ধে চতুর্দ্দিক সুরভি-কৃত হইয়াছে। দেবরাজ ঐ নির্জ্জন শান্তরসাস্পদ স্থানে বসিয়া নানা অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার এক মাত্র ইচ্ছাতে এই অচিন্ত্য বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তিনি না জানি কত মহান! অতএব কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে মানবগণ রক্ত, মাংস, অস্থি, পূয়, লালা, ক্লেদ ইত্যাদি অপবিত্র জঘন্য পদার্থ-ময় এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া কখন কখন দ্বিতীয়-বর্গ বলে, কখন আত্ম-শ্লাঘায়, কখন বা অহঙ্কারে দর্পিত হইয়া, সেই করুণাময় ঈশ্বরের অজস্র করুণা-বারি গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকিয়া অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বিষয়েই মুগ্ধ থাকে এবং ইতরেন্দ্রিয়পরিতৃপ্ত্যর্থেই ব্যস্ত থাকে! হায়! এই দ্ব্যাহিক পার্থিব আমোদে রত হইয়া অবিনশ্বর ও অসীম প্রকৃত-সুখ-ভাণ্ডার পাপাগ্নিতে আহুতি দেয়। যে মনস্বী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া বিবেক আশ্রয় করেন, তাঁহারাই আজীবন প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারেন ও চরমে পরমার্থ লাভ করেন। হায়! ঈশ্বর আমাদিগকে অনবরত স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করিতেছেন আমরা আমাদের কর্ম্ম-দোষে তাঁহা হইতে অন্তর হইতেছি। বস্তুতঃ আমরা মনীষা-দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম অবগত হইয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক মায়া-পিশাচীর দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছি। দেখ, আমরা কোন বস্তু প্রথম দর্শন করিলে সহসা মনোমধ্যে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করি; ইহার কারণ কি? কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক বিবে-

চনা করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঈশ্বর আমাদিগকে কোন বস্তু দর্শনে ঐ আনন্দ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় সৃষ্টবস্তু দর্শনে উৎসাহিত করিয়া স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করেন। অপিচ * কল্পনার আনন্দের প্রতি জ্ঞান-নেত্র নিক্ষেপ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে নিয়তই তাঁহার মঙ্গলময় আলয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। অতএব যাঁহারা বলেন বিশ্ব-নিয়ন্তার সকল অভিপ্রায় ও কার্য্য-কৌশল অবগত হইয়া মায়া-পিশাচীর মোহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করতঃ বিবেক আশ্রয় করা মনুষ্যের অসাধ্য, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রম-পরবশ; কেন-না সামান্য মনীষা দ্বারা ঈশ্বরের সমগ্র অভিপ্রায় ও কার্য্য-কৌশলের সহস্রাংশের একাংশ অবগত না হইতে পারিলেও, যে পরিমাণ জ্ঞাত হইতে পারি, তাহাই বিবেকাশ্রয়ার্থ যথেষ্ট।

দেবরাজ এই সকল বিষয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া গাত্রো-খানান্তর একটি বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক কতিপয় সুস্বাদু ফল সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ফলচয় বৃক্ষ মূলে রাখিয়া, সরোবর-স্থিত নির্ম্মল সলিলে অবগাহন পুরঃসর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিলেন। অনন্তর উক্ত ফল-গুলি ভক্ষণান্তর পদ্ম-পত্রের পাত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুশীতল বারিপান দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তি করিয়া এক বৃক্ষ-তলস্থ সম্পশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন অনুজের কথা স্মরণ হওয়াতে স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় তাঁহার অশ্রু-স্রোতঃ বহিতে লাগিল এবং "হা ভ্রাতঃ অরবিন্দ! তুমি

---

* Pleasures of Imagination.

কোথায় রহিলে" এই বলিয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। কনিষ্ঠের অকৃত্রিম ভক্তি, মৃদুল সম্ভাষণেত্যাদি স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তাঁহার শোকসিন্ধু আরো উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। "হা প্রাণাধিক অরবিন্দ! একবার তোমার সুমধুর বাক্য দ্বারা এই তাপিত হৃদয়কে শীতল কর, একবার এই হতভাগ্য ভ্রাতাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন কর, একবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আমার সন্তপ্ত কলেবরকে স্নিগ্ধ কর" এবম্প্রকারে বহুল বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ প্রযুক্ত অচিরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিবেচনা করিলেন, বিপদ-সময়ে অকারণ বিলাপ করা বুধ-গণ-নিষিদ্ধ। অতএব বিলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিকার চিন্তা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রাজ-কিশোর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় ভগবান্ আদিত্য নিয়মিত গতি সমাপনান্তে চরমক্ষমাভৃৎ-চূড়াবলম্বন করিলেন। চক্রবাক্-দম্পতী পরস্পরের নিকট বিদায় হইয়া বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে স্বীয় স্বীয় যামিনী-পাতোপযোগী স্থান আশ্রয় করিল। ক্রমে দ্বিজরাজ অসংখ্য-তারকা-পরিবেষ্টিত হইয়া সুনির্ম্মল গগনমণ্ডলে বিরাজিত হওয়াতে কুকুভমণ্ডল কৌমুদী-ময় হইল। দেবরাজ রজনী সমাগত দেখিয়া নিয়মিত রূপে ঈশ্বরোপাসনানন্তর শ্বাপদ জন্তুর আশঙ্কায় নিকট স্থিত এক বৃহৎ শাখী আরোহণ পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ নিশাগত হইলে পূর্ব্বদিকে মনুষ্যের পদসঞ্চালনের ন্যায় ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; ক্রমে ঐ ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিঞ্চিৎপরেই দেখিলেন, চারিজন অদৃষ্টপূর্ব্বা, সুবেশী, পঙ্কজারত-লোচনা ললনা আগমন করিতেছেন। রমণী-

চতুষ্টয়ের রমণীয় রূপ-লাবণ্য ও কমনীয় ভ্রূভঙ্গীতে সরোবরের পার্শ্বস্থিত উদ্যান উজ্জ্বল হইল এবং অঙ্গস্থিত পুষ্প-পরিমলে চতুর্দ্দিক সুরভীকৃত হইল। নিকটবর্ত্তিনী হইলে রাজকুমার তরুণী-গণের বদন-কমলের অপরূপ সুষমা ও চন্দ্রিকা-সদৃশ অঙ্গ-দ্যুতি বিলোকনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা ব্যোমচারিণী অপ্সরী বা কিন্নরী হইবে, নতুবা এরূপ অলৌকিক রূপ-মাধুরী ও লাবণ্যছটা ভূলোকে সম্ভবে না। যাহা হউক ইহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকা শ্রেয়স্কর, এই বোধ করিয়া নিঃশব্দে এক গাঢ়-পল্লবাকীর্ণ শাখার অন্তরালে অপহ্নুত রহিলেন। প্রমদা-গণ শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে ঐ তরু-তলে অবতীর্ণা হইল, এবং সরোবর হইতে পঙ্কজ-কিশলয় আনয়ন করিয়া তথায় বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্টা হইয়া নানাপ্রকার সম্প্রবদন আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে এক জন সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল। "আস্তিকাগণ! আমরা প্রতি বৎসর যে প্রিয় সখীর পুনঃপ্রাপ্তাভিলাষে এই সুদূর দেশের কাননস্থিত তরুতলে আগমন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করি, সেই সুভ্রূ, রম্ভোরু, কুরঙ্গ-নয়নী, সুধাংশু-বদনী রাজনন্দিনী কি এত দিন জীবিতা আছেন? আর কি আমরা তাঁহার সেই পীযূষ-পূর্ণ বদন-পুণ্ডরীক অবলোকন করিয়া চরিতার্থ হইব? সেই দুরাত্মা দস্যু কি তাঁহাকে অপহরণ করিয়া জীবিতা রাখিয়াছে?" ইহাতে অপর কামিনীগণ উত্তর করিল "আমাদের নৃপ-বালা যে রূপ ঈশ্বর-পরায়ণা, সরল-হৃদয়া ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা তাহাতে কখন তাঁহার অনিষ্ট সম্ভবিতে পারে না; কেবল তাঁহার অলৌকিক রূপরাশি ও অঙ্গ-সৌকুমার্য্য মনে করিলে নানাপ্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কা হয়। যাহা হউক আমাদের যদি ঈশ্বরের প্রতি অবি-

চলিত ভক্তি থাকে, তবে অবশ্যই অচিরাৎ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।" এবম্প্রকার কথোপকথনানন্তর ঈশ্বরোপাসনা করিয়া যুবতী-চতুষ্টয় রজনী প্রভাতোন্মুখ হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজকুমার এই সকল কথোপকথন শ্রবণ করিলেন বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত অবগত না থাকাতে সবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রজনী প্রভাতা হইলে দেবরাজ বৃক্ষ হইতে অবতরণ পুরঃসর প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে যথোচিত ঈশ্বরোপাসনা করিলেন। এদিকে অরুণোদয়ে বিহগ-কুল পুলকে পূর্ণিত হইয়া স্ব স্ব কূজিতে নিকটস্থ উদ্যান নিনাদিত করিল; বিটপী-পল্লব-সমূহ নিশির শিশির-ভারে ভারাক্রান্ত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন পতি-রূপ দিনকর সহিত প্রথম সন্দর্শনে লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়া রহিয়াছে; স্থানে স্থানে মাধবীলতা সহকার-পল্লবে সংযুক্ত হওয়াতে বন-দেবীর বিশ্রাম স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কুমুদিনী যেন প্রিয়তম শশধরের বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া মুদ্রিতাক্ষী হইল, এবং কমলিনী তদ্বিপরীতে প্রিয়-নায়ক ভাস্কর সমাগমে প্রফুল্ল-চিত্তা হইয়া দলরূপ দশন-বিকাশ-পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। ব্যোমাম্বু-সিক্ত শষ্প-শয্যা বালার্কাংশু-সংযোগে অসংখ্য মুক্তা-ফল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রাজকুমার এই সকল স্বভাব-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এমন রমণীয় স্থানত কখন দেখি নাই; কি আশ্চর্য্য! এই মনোহর শোভা দর্শনে কখন চক্ষুর গ্লানি বোধ হয় না! যিনি এরূপ অভিরাম স্থান নয়নগোচর করেন নাই, তিনি নয়ন সত্ত্বেও অন্ধ। যাঁহারা

বৃহৎ বৃহৎ ধবলবর্ণ সৌধ-শিখরে বাস-জনিত অহঙ্কারে গর্ব্বিত হয়েন, বোধ হয়, এই সামান্য লতা-মণ্ডপের মাধুরী দর্শন করিলে তাঁহাদের সে গর্ব্ব খর্ব্ব হয়।

এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে রাজকুমার মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক কতিপয় সুস্বাদফল ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর লোকালয় প্রাপ্ত হইবার আশয়ে ঐ স্থানের দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে হরি-বৃকাদি-পরিসেবিত এক বৃহৎ নিবিড় অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইল। রাজকুমার মানবালয়ের পরিবর্ত্তে ঐ ভীষণ কানন দর্শনে জীবনাশায় নৈরাশ হইয়া অকুতোভয়ে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন উহা অতি ভয়ানক যত দূর দৃষ্টিগোচর সম্ভব্য তন্মধ্যে গাঢ় বন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। উহা কেবল সাল, তমাল, গোল, পিয়াল, উড়ুম্বর, নিম্ব, জম্বু, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, হরীতক, বিভীতক প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল, এবং ঐ বৃক্ষগুচ্ছ অবিরল-পল্লব-বিশিষ্ট হওয়াতে সূর্য্যরশ্মি প্রায়ই তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। রাজকুমার ঐ সম্বন্ধ-বর্জিত ভৈরবারণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময় কিঞ্চিদ্দূরে একটা বৃহৎ শব্দ হইল; অবিলম্বে পুনরায় ঐ রূপ শব্দ হইল; দ্বিতীয় শব্দ শ্রবণমাত্র নৃপাত্মজ যে দিকে ঐ শব্দ হইতেছিল সেই দিকে দ্রুত পাদচারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিঞ্চিদগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটী সিংহশাবক এক বৃহৎ কূপে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। রাজকুমার কারুণ্য রসের প্রাদুর্ভাবে তৎক্ষণাৎ কৌশল ক্রমে সিংহ-শিশুটিকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন; তাহাতে

ঐ বিপদ-মুক্ত পশুটি নানা প্রকার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজকিশোর এইরূপে সিংহ-শাবকটির প্রাণ রক্ষা করণানন্তর বহুক্ষণ ভ্রমণ বশতঃ ধ্রুপায়িত্ত হইয়া সমীপবর্ত্তী এক তরুচ্ছায়ায় সুকোমল শ্যামল দুর্ব্বাদলোপরি শয়ন করিলেন। শরীরের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত শয়ন মাত্রেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, গগনমণ্ডল হইতে এক দেব-পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"বৎস! অদ্য তুমি করুণার্দ্র-চিত্ত হইয়া অতি সুকার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমাকে একটী বিষয় অবগত করাইয়া দিতেছি,—উদয়পুর নামে বহুরত্ন-সম্পন্না এক নগরী আছে, উহা সুধা-ধৌত প্রাসাদ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী ও যক্ষরাজ কুবেরের অলকাকে উপহাস করিতেছে। ইন্দিরা স্বীয় পতি পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণের প্রতি শিথিল-স্নেহ হইয়া সর্ব্বদা সেই নগরীতে বিরাজমানা আছেন। সর্ব্বভূপতি-শ্রেষ্ঠ বীরসিংহ নামে মহাবল-পরাক্রান্ত, অতি বদান্য, হসোমভূপতি-সিংহ তথায় বসতি করেন। রাজার চিত্রানী নাম্নী পরম রূপ-গুণবতী একমাত্র প্রিয়তমা মহিষী আছে। কাল ক্রমে রাজা বীরসিংহের এক রূপ-নিধান কুমারী হয়। ভূপাল আত্মজার অসাধারণ রূপ-লাবণ্য দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়া তাঁহার নাম চন্দ্রকলা রাখিলেন। চন্দ্রকলা নিষ্কলঙ্ক কলা-নিধির ন্যায় পিতৃগৃহে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তনয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-প্রাপ্ত হইলে বীরসিংহ তাঁহার বিবাহার্থ উদ্যোগী হইয়া নানা দেশে উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধানে দূত প্রেরণ করি-

লেন। একদা সায়াহ্নকালে রাজ-পুত্রী কতিপয় সহচরী সমভি-ব্যাহারে শৈত্যবান সমীরণ সেবনার্থে কুসুম-কাননে গমন করিয়াছিলেন, এমত সময় এক দস্যু তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। পরিচারিকাগণ স্ত্রী-স্বভাব বশতঃ ভয়-পরতন্ত্রা হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থা হইল না। রাজ-নন্দিনী অকস্মাৎ ঈদৃশ বিপদ-গ্রস্ত হওয়াতে ভয়ে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হই-লেন। অনন্তর দস্যু তাঁহাকে এই জন-শূন্য অরণ্যানীর প্রতীচী-দিকস্থ এক বৃহৎ বাটীতে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট-শুশ্রূষা করাতে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আপনাকে দুরাত্মা দস্যুর হস্ত-গত দেখিয়া শোক ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূতা হইতে লাগিলেন। ইহাতে দস্যু সহাস্যাস্যে বলিল, "অয়ি ভীরু! ভয় কি? আমি তোমাকে নষ্ট করিতে আনি নাই, তোমার অসাধারণ রূপ-রাশি বিলোকনে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবার বাসনায় এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি।" এত-চ্ছ্রবণে রাজ-কুমারী কহিলেন, "হে মহাশয়! আপনি বনেচর আমি রাজ-নন্দিনী, অতএব কি রূপে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভাবিতে পারে? বিশেষতঃ আমি পিতার একমাত্র জীবন-সর্ব্বস্ব তনয়া, আমার অদর্শনে জনক-জননী কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। মিনতি করিতেছি, আমাকে ত্বরায় পিতৃগৃহে রাখিয়া আসুন। আমি পিতাকে বলিয়া আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়াইব।" দুরাত্মা দস্যু সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, "কি, তুই এখনো রাজনন্দিনী বলিয়া অভিমান করিতেছিস্? আমাকে বুঝি দস্যু বলিয়া হেয়

জ্ঞান করিলি? আর কি তুচ্ছ পুরস্কারের প্রলোভন দেখা-ইতেছিস্? এই বৃহৎ বাটী মধ্যে আমার বিপুল অর্থ সঞ্চিত আছে, তদ্দ্বারা আমি তোর পিতার সমুদায় রাজ্য ক্রয় করিতে পারি। যদি মঙ্গল চাহিস্, অবিলম্বে আমার সহিত পরিণয়ে অনুমোদন প্রকাশ কর্, নচেৎ এই দণ্ডেই সমুচিত দণ্ড দিব।" রাজকুমারী ঐ নৃশংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন প্রকার উপায় না দেখিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি প্রযুক্ত বলিলেন, "তবে আমার আর কোন আপত্তি নাই, কিন্তু একটী বিষয়ে আপনার প্রতিশ্রুত হইতে হইবে।" তখন দস্যু প্রীতি-প্রফুল্লাননে উত্তর করিল, "প্রিয়ে! তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? যাহা ইচ্ছা কর তাহাতেই অভ্যুপগত আছি।" নৃপাল-তনয়া কহিলেন, "আমি কিছু চাহি না, কেবল আমার এই একটী প্রার্থনা যে এক বৎসর অতীত না হইলে আমাকে স্পর্শ করিবেন না, যদি করেন তবে নিশ্চয় তনুত্যাগ করিব।" দস্যু কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিল, ভাল, এক বৎসরমাত্র মনোরথ পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে, ক্ষতি কি? বিশেষ এস্থান হইতে প্রস্থানের উপায় নাই, এবং কেহ যে এ স্থানে আগমন করিয়া ইহাকে লইয়া যাইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। এই রূপ চিন্তা করিয়া নৃপাত্মজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "অয়ি কুসুমসুকুমারি! তোমার বাক্যে অঙ্গীকৃত হইলাম।" রাজেন্দ্র বালা চন্দ্রকলা এইরূপ কৌশল-ক্রমে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করিতেছেন। তুমিই তাঁহার অনুরূপ পাত্র, অতএব অচিরে তুমি তথায় যাইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ কর। আর ঐ দুরাচার দস্যুর মস্তক-

চ্ছেদন করিয়া তাহার এই বিটপাচরণের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।”

এই বলিয়া দেবযোনি পরোক্ষ হইলে, রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, রজনী সমাগতা হইয়াছে, মৃগাঙ্কমণ্ডল-নিঃসৃত চন্দ্রিকা-রাশি-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে এবং তারকাচয় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সুধাকরের সুধাময় চন্দ্রিকাদর্শনে চন্দ্রিকা-পায়ি-দম্পতী আনন্দে বিহার করিতেছে। রাজকুমার গাত্রোত্থান করিয়া বাম করে বাম গণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ আশ্চর্য্য স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার বিবেচনা করিলেন, সুপ্ত-জ্ঞান-সকল নিতান্ত অলিক ও অমূলক, বাতিকের বিচিত্র গতি-বশতঃ নিদ্রা--কালীন মনোমধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত ঘটনার উদ্রেক হয়, অতএব উহা কোন প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য নহে; আবার বিবেচনা করিলেন, এরূপ অশ্রুত-পূর্ব্ব, অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অভাবিত স্বপ্ন কখন বাতিকের কর্ম্ম নহে, কারণ সেই সময়ে যেন ঈশ্বরানুগৃহীত দৈব-শক্তি-সম্পন্ন কোন মহাপুরুষকে স্থির ভাবে চাক্ষুস করিয়াছি, বিশেষ গত যামিনীতে অপরিজ্ঞাতা তরুণী-চতুষ্টয়ের যে সম্প্রবদন স্বকর্ণে আকর্ণন করিয়াছি, তাহাও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে; অতএব ঈশ্বরানুকম্পায় এ স্বপ্ন সফল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল।

*বস্তুত স্বপ্ন-সকল কোন কোন সময়ে সত্য হইয়া থাকে, ইহার

* Abercrombie's Philiosophy.

অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আর এমত অনেক স্বপ্ন আছে যে তদ্বিষয় শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় উৎকৃষ্ট রচনা করিয়া থাকেন। ডাক্তর গ্রেগরী মহোদয় বলিয়াছেন কোন কোন সময় স্বপ্নাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ও ন্যায়-সঙ্গত চিন্তা-সকল এরূপ সুভাষায় তাঁহার মনোমধ্যে উদ্রিক্ত হইত, যে তিনি উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশ ও তাঁহার রাত্রি-কালীন-লিখিত রচনার মধ্যে সন্নিবেসিত করিতেন। কণ্ডর-সেট সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কোন দুর্জ্জেয় অঙ্ক-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, প্রায়ই তৎকাঠিন্য প্রযুক্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উহা অসম্পন্নাবস্থায় রাখিয়া শয়ন করিতেন; নিদ্রিত হইলে স্বপ্নাবস্থায় উহার বক্রি ক্রম-গুলি ও সমাপ্তি-ভাগ স্পষ্ট রূপে তাঁহার মানস-পটে চিত্রিত হইত। ডাক্তর ফ্রাংক্লিন কহিয়াছেন, কাব্য সম্বন্ধীয় যে সকল মীমাংসায় জাগ্রতাবস্থায় তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইত, স্বপ্ন-কালীন উহা সরল রূপে তাঁহার নিকট প্রকটিত হইত। এডিনবরানগর-নিবাসী কোন সাহিত্য-বিৎ মহোদয় একদা ফরাসীসদেশস্থ চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে একটী রস-ঘটিত হ্রস্ব কবিতা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; পরে রাত্রিযোগে স্বপ্নাবস্থায় তিনি অবিকল সেই রূপ একটী রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রাতে তাহা সকলের নিকট আম্রেড়িত করিলেন। ঐ নগর-নিবাসী জনৈক ভদ্র ব্যক্তির রক্ত-প্রবাহক শিরা অতিশয় স্ফীত হওয়াতে দুই জন ভিষক্ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, চিকিৎসকেরা তাঁহার ঐ স্ফীত ধমনী ছেদনার্থ এক দিন অবধারিত করিলেন; নিরূপিত দিবসের দুই দিন পূর্ব্বে ঐ রোগার দয়িতা স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীর রোগের

এমত কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে শিরা ছেদনের আর প্রয়োজন নাই; তদনুসারে পরদিন ঐ রোগীকে পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, বাস্তবিক তাঁহার পীড়ার এমত রূপান্তর হইয়াছে যে ধমনী কর্ত্তনের আর আবশ্যক নাই। স্কট্‌লাণ্ড প্রদেশস্থ একজন দেশহিতৈষী সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মোপদেশক সাধারণের উপকারী কোন বিষয়ের জন্য মাথটার্থে স্বীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে বহুসংখ্যক আঢ্য লোককে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও সাধ্যানুসারে অর্থদানে প্রতিজ্ঞাত হইল; পরে সভ্যগণ-প্রদত্ত মুদ্রা সকল গৃহীত হইলে, ধর্ম্মোপদেশক উহা গণনা করিবা সাতিশয় ক্ষুণ্নমনাঃ হইলেন, কারণ তিনি যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা উহা অনেক ন্যূন হইয়াছিল; অনন্তর শর্ব্বরী সমাগতা হইলে পুরোহিত ক্ষিণ্ণান্তঃকরণে শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন,—যে সকল পাত্রে মুদ্রা আনীত হয়, তাহার এক পাত্র হইতে ভ্রমবশতঃ ত্রিংশৎ মুদ্রার নোট লওয়া হয় নাই; পুরোহিত প্রত্যূষে ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করিয়া স্বপ্ন-দৃষ্ট পাত্রের এক পার্শ্বে ঐ ত্রিংশৎ মুদ্রার নোট প্রাপ্ত হইলেন।

রাজকিশোর প্রাতঃক্রিয়া-কলাপ (ঈশ্বরোপাসনাদি) সমাপনান্তে স্বপ্নকল্পিত কন্যার উদ্দেশে ঐ মহাটবির পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমনানন্তর এক উদগ্র প্রাকার দেখিতে পাইলেন। ক্রমাগত দুই দিবস উহার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন দিকে দ্বার দৃষ্ট হইল না। অবশেষে প্রাচীর-সংলগ্ন এক উচ্চ সাল বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক আবেষ্টকের উপরে উঠিয়া তন্মধ্যস্থিত এক প্রাসাদোপরি অবতরণ করিলেন, এবং সোপান দ্বারা নিম্নে নামিয়া দেখিলেন, রাজকুমারীর মনোরঞ্জনার্থ দস্যু

স্থানটী নানা প্রকার শোভায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে হিরণ্ময় প্রাসাদ শোভা পাইতেছে ও তাহার গবাক্ষ-নিচয় শাণোল্লীঢ় লোহজিৎ-খণ্ডে শোভিত রহিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে একটী সুনির্ম্মল বারি-গর্ভ সরোবরে বৃহদাকার মৎস্যগণ সন্তরণ করিতেছে এবং কমল, কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ প্রভৃতি বারিজপুষ্প সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। তৎপার্শ্বস্থ চিত্তহর কুসুমোদ্যানে বিবিধ প্রকার স্থলজ প্রসূন-চয় প্রস্ফুটিত হওয়াতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, মধুপকুল মকরন্দ লোভে মুগ্ধ হইয়া ঝঙ্কার করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক হেম কুট্টিমের দ্বারাবরণ বহির্দ্দিকে কুঞ্চী দ্বারা অবরুদ্ধ রহিয়াছে ও তন্নিকটে উহার চাবী রহিয়াছে। রাজকিশোর ঐ চাবী দ্বারা দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বেশ্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানরের ন্যায়, কাদম্বিনী মধ্যবর্ত্তী সৌদামিনীর ন্যায়, মেঘাচ্ছাদিত তপনের ন্যায় মলিন-বসনাবৃত উত্তপ্তজাতরূপাকৃতি, চিত্তাকর্ষিণী রাজনন্দিনীকে অবলোকন করিলেন। অংশুধরোদয় হইলে প্রিয়-বিচ্ছেদ-বিদগ্ধ-হৃদয় চক্রবাকের যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়, সুনির্ম্মল দীধিতি-প্রদ শশাঙ্ক-মণ্ডল দর্শনে চন্দ্রিকাপায়ীর যেরূপ বর্ণনাতীত প্রীতি-লাভ হয়, চাতকানন্দ অবলোকনে মণ্ডূকবৃন্দের যেরূপ আহ্লাদ হয়, রাজকুমারীকে অবলোকন করিয়া ভূপাল-তনয় সেইরূপ হর্ষলাভ করিলেন।

কুমারী তৎকালে এক খান ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ রাজকুমারকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিতা হইলেন, এবং ভূপাল-তনয়ের অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব ও

মনোহর বপু-কান্তি অবলোকনে মোহিতা হইয়া চিত্রপুত্তলী-প্রায় নির্নিমেষে তদীয় বদনারবিন্দ প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। আহা! যেন রতিপতি আসিয়া রতির সহিত মিলিত হইলেন! কিয়ৎকাল পরে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি কে? এবং কি নিমিত্ত ঈদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে আগমন করিয়াছেন"? রাজকিশোর ঈষৎ-হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "আমি গুজরাটদেশাধিপতি শৈলরাজাত্মজ, আমার নাম দেবরাজ, অদ্য তোমার এই স্থানে যামিনী-যাপন করিব।" এতচ্ছ্রবণে রাজপুত্রী লোমাঞ্চিত-কলেবরা ও হরিষে বিষাদিত হইয়া বলিলেন, "রাজকুমার! কি নিমিত্ত জীবনবিনাশার্থ এই কদর্য্য স্থানে আগমন করিয়াছেন? এখানে এক দুরাত্মা দস্যু বাস করে, সে এখনি আসিবে, আপনাকে এখানে দর্শন করিলে অবিলম্বে প্রাণ-সংহার করিবে; অতএব সত্বর পলায়ন করুন।" নৃপনন্দন প্রফুল্লাননে কহিলেন, "অয়ি ভীরু! ভীতি পরিত্যাগ কর, সেই দুরাত্মা বিটপাচারীকে বধ করিয়া তোমার উদ্ধার করিব"—এই বলিয়া একখানি শাণিত করবাল ধারণ করতঃ গৃহ মধ্যে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রকলা হর্ষ ও শঙ্কার মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া অতি সাবধানে কার্য্য-সাধনার্থ নৃপনন্দনকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই দস্যু দৈবসিক কার্য্য সমাপনানন্তর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নৃপনন্দিনীর গৃহদ্বার উন্মোচিত ও রাজকিশোরকে তথায় দর্শনে জ্বলদগ্নি প্রায় হইয়া আরক্তিম নয়নে রাজকুমারের প্রতি কহিতে লাগিল, "রে তস্কর! তুই কোন্ সাহসে আমার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস? জানিস্ না যে এস্থানে আসিলে তৎক্ষণাৎ শমন-ভবনে গমন

করিতে হইবে?” রাজকুমার দস্যুর কুবচনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “অরে অরিষ্টদুষ্টধীমূর্খ! তুই স্তেয়াবলম্বন করিয়াছিস বলিয়া কি সকলকেই তস্কর বোধ করিস্? আমি তোর সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইয়াছি এবং তৎ প্রতিফল প্রদানে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া অত্রস্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব সাবধান হইয়া গৃহে প্রবেশ কর।” দস্যু রাজকুমারের এতাদৃশ তিরস্কার শ্রবণে ক্রোধে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া যেমন বেশ্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল, অমনি রাজকুমার করস্থিত নিশিত করবাল দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

নৃপাত্মজা দুরাত্মা দস্যুকে গতাসু দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে রাজকুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক সুবর্ণ-ময় পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহাবাহো! আপনি কি প্রকারে এই অগম্য স্থানে আগমন করিলেন; বিশেষ করিয়া তদ্বর্ণন দ্বারা অধীনীর কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।” দেবরাজ মৃদুভাষিণী চন্দ্রকলার এই বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন “অয়ি কৌতূহলাক্রান্তে! সে বিস্তর কথা, যদি নিতান্তই শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, শ্রবণ কর”—এই বলিয়া পিতা-কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হওয়াতে দেশত্যাগ, তদনন্তর ভ্রাতার সহিত বিচ্ছেদ, ইত্যাদি, আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণনা করিলেন। নৃপাল-তনয়া দেবরাজপ্রমুখাৎ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, “যদি এ অভাগিনীর দুঃখবিমোচনার্থই এস্থলে আগমন করিয়া থাকেন, তবে অচিরে অধীনীকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হউন।” দেবরাজ নৃপনন্দিনীর ঈদৃশ পীযূষবর্ষুক বাক্য-পরম্পরা আকর্ণন করতঃ আনন্দরসে

পরিপ্লুত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিয়দ্দিবস ঐ ঘোর অটবিস্থিত বাটীতে বাস করিয়া রাজকুমার চন্দ্রকলাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! আর কত দিন এই জনশূন্য অরণ্যে বাস করিব? চল আমরা লোক-সমাজে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করি।" রাজকুমারী কহিলেন, "নাথ! এ দাসীর নিকট অভিপ্রায় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? যেখানে যাইবেন ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইব।" অনন্তর দেবরাজ বলিলেন, "অয়ি সুমধ্যমে! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, কল্যই এই বিজন স্থান হইতে প্রস্থান করা যাউক।"

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে দেবরাজ ও চন্দ্রকলা মানবালয় উদ্দেশে ঐ বিপিনের দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় প্রহর-চতুষ্টয় অবিশ্রান্ত গমনান্তে দেবরাজ দেখিলেন, শিরীষ-কুসুম-সম কোমলাঙ্গী প্রিয়তমার পদ-দ্বয় কুশ-ক্ষত হইয়া শোণিতাক্ত হইয়াছে, তথাচ পতি মনোদুঃখ পাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন না। এতদ্দর্শনে নরেন্দ্র-কুমার আপনাকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি কি নিষ্ঠুর! যিনি কখন পথ-ভ্রমণ-ক্লেশ কাহাকে বলে, জানেন না, যিনি জন্মাবধি কখনো রবিরশ্মি অনুভব করেন নাই, সেই মন্মজ-পুত্তলীর ন্যায় সুকুমারাঙ্গী রাজকুমারীকে অনায়াসে এই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম স্থান দিয়া লইয়া যাইতেছি। আমার ন্যায় পাষাণ-হৃদয় কে আছে? একবার প্রিয়তমার বদন-সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার পাষাণ-

চিত্তে করুণোদয় হইল না! এইরূপ মনে মনে নানা প্রকার নির্ব্বেদ ও খেদোক্তি করিয়া, রাজপুত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “অয়ি অনিন্দিতে! অদ্য আর গমনের প্রয়োজন নাই, চল ঐ সরোবরতীরে উপবেশন করি”। এই বলিয়া সমীপবর্ত্তী এক মনোহর সরসী-তীরে অবতীর্ণ হইলেন। এমন সময় দিবাশেষ হইয়া আসিল। দিনমণি নিয়মিত গতি সমাপনান্তে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামাভিলাষে অস্তাচলের শিখর-দেশ অবলম্বন করিলেন। সরোবর-স্থিত কমলিনী মুদ্রিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন উপযুক্ত কাল উপস্থিত হওয়াতে মুদ্রিতাক্ষি হইয়া সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছে। বিহঙ্গ কুল আনন্দকর দিনকরের অদর্শনে আকুল হইয়া কলরবচ্ছলে বিলাপ করিয়া, ব্যাকুলিত মনে নির্জ্জন কাননে প্রস্থান করিল। প্রিয়তমার বিচ্ছেদ-বেদনায় চক্রবাককে কাতর করণার্থ সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র-পরিধান করিয়া পৃথিবীতে শনৈঃ শনৈঃ পাদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া যেন পূর্ব্বদিগ্বধূ উদিত-প্রায় মৃগাঙ্কের শুক্ল চন্দ্রিকা ব্যপদেশে দশন-কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাচংযম উলুক বর্গের মৌন-ব্রত ভঙ্গ করণার্থ কুমুদিনীর বিরহা-নল-শীতলকারী নিশা-নাথ আসিয়া গগন-মণ্ডলে উদিত হইলেন। কুমুদিনী প্রিয়তম-সমাগমে প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া অলীকুলের গুন্ গুন্ রব ব্যপদেশে যেন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল। দেবরাজ ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া প্রণয়িনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, “অয়ি সুধাংশু-নিভাননে! দেখ দেখ, কানন-সমূহ কৌমুদীময় অম্বরে ভূষিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব-

শ্রীধারণ করিয়াছে! বোধ হইতেছে, দিঙ্মণ্ডল যেন সমস্ত দিন দিনকরের প্রখর কর-নিকরে তাপিত হইয়া এইক্ষণে হিমাংশুর হিমকরে শীতল হওতঃ তুষারাবগাহন করিল। বসুধা বুঝি স্বভাবের এই সকল আশ্চর্য্য ও রমণীয় সুষমা দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া তূষ্ণীম্ভূতা হইলেন। এই সকল মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয়! প্রিয়ে! আমরা জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা লাভ করিয়াও বিশ্বাধিপতির অপার মহিমার এক কণামাত্র সুচারুরূপে জানিতে পারি না। সেই মহিমসাগরের মহিমা অনন্ত ও অসীম। আপাততঃ এই পৃথিবী আমাদের নিকট এত বৃহৎ বোধ হয়, যে ইহার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান লাভ করা দূরে থাকুক, এক সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানের সমগ্র পদার্থের সম্যক জ্ঞান লাভার্থে আমরা চির-জীবন ব্যয়িত করিলেও কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হই না। কিন্তু এই পৃথিবী-মণ্ডল সূর্য্য-মণ্ডলের সহিত তুলনা করিলে, একটী বালুকা-কণিকা অপেক্ষা বৃহত্তর বোধ হইবে না। সূর্য্যকে অতিশয় দূরতা-প্রযুক্ত এখান হইতে ক্ষুদ্র দেখায়, বাস্তবিক উহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড। সূর্য্য অধিক প্রকাণ্ড হইলেও একটী সৌর-জগতের পক্ষে অতি ক্ষুদ্র। এইরূপ কত সৌর-জগৎ আছে, তাহার ইয়ত্তা করা মানব-সাধ্যায়ত্ত নহে। আবার সকল সৌর-জগৎ একত্র করিলেও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি-ক্ষুদ্রাংশের সহিত তুলনা হয় না। সেই অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন মহিমার্ণবের মহিমা বর্ণনে রসনা ও লেখনী উভয়ই অক্ষম। তিনি যে কত অদ্ভুত সৃষ্টি করিয়াছেন, বর্ণনা করিয়া শেষ করা

কাহার সাধ্য? অমাবস্যার তিমিরাবৃত যামিনীতে সুনির্ম্মল নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে কি আশ্চর্য্য ব্যাপারই অবলোকিত হয়! মস্তকোপরি ঐ যে নীলচন্দ্রাতপ-স্বরূপ আকাশ-প্রদেশে হীরক-মালা-স্বরূপ সাগর-তীরস্থ অসংখ্য সিকতা-বিন্দু-সদৃশ নক্ষত্র-পুঞ্জ অবলোকন করিতেছ, উহার এক একটী কত বৃহৎ, স্থির করা সুকঠিন। ইহার মধ্যে আবার সপ্তর্ষি, অভিজিৎ প্রভৃতি কতকগুলি তারকা কেমন সুদৃশ্য প্রণালীতে অবস্থিত আছে! মহাসাগরের তরঙ্গাবলীর ন্যায় আমরা যে অগণ্য নক্ষত্র নেত্র-গোচর করি, তাহা অপেক্ষা কত নিখর্ব্ব-গুণ অধিক তারক আমাদের চক্ষুর অগোচর রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? ঐ যে নভঃ-প্রদেশে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিত ঈষদ্ধবল বর্ণ হরিতালী দেখিতেছ, যাহাকে লোকে স্বর্ণদীও কহে, উহা কেবল নক্ষত্র-পুঞ্জ বৈ আর কিছুই নয়। এতদ্ব্যতীত সর্ব্ব-শক্তিমান বিশ্ব-নিয়ামকের অনতিক্রমণীয়-নিয়মানুসারে কত কত ধূমকেতু, উল্কা-পিণ্ড ইত্যাদি নিরন্তর অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাই বা কে সংখ্যা করিবে? আমরা একটী সূর্য্য ও একটী চন্দ্র অবলোকন করিয়া কতই বিস্মিত ও চমৎকৃত হই! বিশ্ব-পতির অখিল ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারে এতাদৃশ কত কোটি চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করিয়া পর্য্যবসান করা যায় না। অপর এই সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির আয়তন, দূরস্থতা, গতি ও বেগের বিষয় অনুধাবনপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। আমরা সহস্র মনোযোগ সহকারে আজীবন যত্ন করিলেও মহা-মাহাত্ম্যাধার জগৎ-পতির মহিমার পার দর্শন করিতে পারিব না।”

ইত্থম্ভূত ঐশালাপন করিতে করিতে প্রেয়সীর কর ধারণ পূর্ব্বক সরসীর কিঞ্চিদ্দূর-স্থিত মনোহর লতাকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক শিলাতলে উপবেশন করিলেন। ইরেশাঙ্গজা পথ-শ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, একারণ উপবেশনে অসমর্থ হইয়া ঐ শিলাতলেই শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রেই তাঁহার ঘোরতর নিদ্রাকর্ষণ হইল। ইলিকা-পালাত্মজ প্রণয়িণীকে সুপ্তা দর্শনে সুশীতল সমীরণ সেবনার্থে মঞ্জুল হইতে বহির্গত হইয়া প্রোক্ত সরোবরের তীরে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে দূর-দেশ-গামী কোন অর্ণবযানে পানীয় বারি না থাকাতে পোত-স্বামী কতিপয় বাহক সমভিব্যাহারে মিষ্টজলান্বেষণে ঐ সরো-বরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ পোতাধ্যক্ষ দাস বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; অতএব ঈদৃশ নির্জ্জন স্থানে রাজকিশোরকে সহচর-শূন্য দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। নৃপ-নন্দন অপরিজ্ঞাত যান-স্বামীকে সমীপাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? যান-স্বামী উত্তর করিল, "আমি যে হই সে হই, এইক্ষণে তোমার প্রভু, তুমি আমার দাস; অতএব ত্বরায় আসিয়া আমার সাগর-যানে আরোহণ কর।" দেবরাজ ঐ দুরাত্মার এতাদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং উহার ভাব-গতিক দর্শন করিয়া নিতান্ত ভীত হওত অনুনয় সহকারে কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষমা করুন, বিনা অপরাধে আমাকে দুঃসহ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন না।" কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার বিনয়-বচনে কর্ণ-পাত না করিয়া তাঁহাকে বন্ধ-নার্থ বাহকদিগকে অনুমতি করিল। নির্দ্দয় বাহকগণ প্রভুর আদেশমাত্র দৃঢ় রজ্জুদ্বারা রাজকুমারের সুকোমল কর-কমল-

যুগল কঠিন রূপে বন্ধন করিল। অনন্তর পানীয় বারি আহরণানন্তর বলপূর্ব্বক নরেন্দ্রকুমারকে পোতারোহণ করাইয়া চলিয়া গেল। দেবরাজ অকস্মাৎ ঈদৃশ বিপদ্-গ্রস্ত হওয়াতে হত-চৈতন্য-প্রায় হইয়া চারিদিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় কি হইল! এসময় একবার প্রিয়তমা প্রণয়িনীকে দেখিতে পাইলাম না! কি জন্য তাদৃশ স্বপ্ন দেখিয়া তৎসফলার্থ যত্ন করিয়াছিলাম? কেনই বা দস্যুর প্রাণ বধ পূর্ব্বক নরেন্দ্র-বালার উদ্ধার করিয়া তদীয় প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছিলাম? হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল? মহারাজ-পুত্র হইয়া এত ক্লেশ সহ্য করতঃ অবশেষে কি দাস হইতে হইল! রাজকিশোর পোত মধ্যে বিষণ্ণবদনে নিষণ্ণ হইয়া মনে মনে এবম্বিধ নানা প্রকার খেদ করিতে করিতে অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অশ্রু-বর্ষণ কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র হইল, কোন ফল-প্রদ হইল না।

নিশাবসান হইলে চন্দ্রকলার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন পুরঃসর রাজকুমারকে তথায় না দেখিয়া অরণ্য-চকিতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লতাকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া সরসীর চতুষ্পার্শ্ব পর্য্যবলোকন করিলেন, কিন্তু কোথাও নৃপনন্দনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তখন হিংস্র জন্তু কর্তৃক প্রাণেশ্বরের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, এই আশঙ্কায় রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ছিন্নমূলতরুর ন্যায় ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনেক ক্ষণের পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সহস্র ধারা-

বিগলিত-নয়নে ভূতলে বিলুণ্ঠিতা ও রেণুরুষিতা হইতে লাগিলেন। উরঃস্থলে করাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে পাষাণ হৃদয়! তুই এখনো বিদীর্ণ হইলি না! যে রাজরাজেশ্বর ভূরি ভূরি ক্লেশ সহ্য করিয়া, অশেষ বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে উদ্ধার করিলেন, সেই জীবিতেশ্বর বিরহে তুই বিদীর্ণ হইতে কুণ্ঠিত হইতেছিস? হায় কি হইল? কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? হা প্রাণেশ্বর! হা মঙ্গলালয়! হা গুজরাট-রাজকুলতিলক! এ অভাগিনীকে অনাথা করিয়া কোথায় গমন করিলে? আমি যে তোমাতেই একান্ত অনুরক্ত, তুমি ত্যাগ করিলে আর কাহার বদনারবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃসহ দেহ ভার বহন করিব! নাথ! কি অপরাধে এই চির-দুঃখিনী হত-ভাগিনীকে ঈদৃশ গহন কাননে চির-দুঃখানলে আহুতি দিয়া পলায়ন করিলে? অরে কৃতঘ্ন প্রাণ! তুই আর কেন এই প্লুষ্টাপিশিকে পুন-র্দগ্ধ করিস? আ—এখনো জীবিতা আছি! এ হতভাগিনীর মৃত্যু নাই! সর্ব্বভুক কৃতান্তও এ পাপিয়সীকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন! বিধাতা বুঝি আমায় চির-দুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, প্রাণ বিয়োগ হইলে তাঁহার সে সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয় না, এই জন্যেই জীবিত রহিয়াছি; অথবা আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কুকর্ম্মের ফল ভোগ; নচেৎ ঈদৃশ শোচনীয় ব্যাপারের পরেও জীবিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব। অয়ি বসুধে! একবার বিদীর্ণ হইয়া বাহুযুগল প্রসারণ পূর্ব্বক এই শোক-বিদগ্ধ-হৃদয়া অভাগিনীকে গ্রহণ কর।" রাজনন্দিনী এবম্প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস

সহকারে বাতাহত কদলীর ন্যায় পুনরায় ধরাতলে পতিতা ও মূর্চ্ছাক্রান্তা হইলেন। তাঁহার বিলাপ শ্রবণে জ্ঞানশূন্য পশু পক্ষিগণও কলরব ব্যাপদেশে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং অরণ্যস্থিত তরুগণও পত্রস্থিত শিশির-বিন্দু-বর্ষণ-চ্ছলে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর মৃপাল-তনয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ দ্বারা একেবারে সকল দুঃখের উপশম করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন। পরে বৈদ্যুতাগ্নি-শুষ্ক মলয়জ বৃক্ষ-সমূহ হইতে কাষ্ঠা-হরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া জীবন বিনাশে উদ্যুক্তা হই-লেন। এমত সময় কাননের এক নিবিড়প্রদেশে অমানুষাকৃতি গম্ভীর-প্রকৃতি এক স্থবির পুরুষকে অবলোকন করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে স্বর্গীয় কৌমুদী নিঃসৃত হওয়াতে, এবং পলিত কেশপাশ অগ্নিকণা-পরিবৃত থাকাতে রাজকুমারী তাঁহাকে দৈব-প্রভাব-সম্পন্ন বলিয়া অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারি-লেন; কিন্তু কি নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারাতে সাতিশয় বিস্মিতা হইয়া নিমেষ-শূন্য নয়নে তদভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন। বর্ষীয়ান্ ক্রমে ক্রমে রাজপুত্রীর নিকটবর্ত্তী হইয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "বৎস চন্দ্র-কলে! তুমি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপারে উদ্যুক্ত হইয়াছ, উহা হইতে নিবৃত্তা হও। তোমার জীবিতেশ্বর জীবিত আছেন, সময় বিশেষে তোমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন।" এই মাত্র বলিয়া উপ-র্য্যুক্ত দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেত অন্তর্হিত হইলেন।

রাজনন্দিনী বিবেচনা করিলেন, ঐ বর্ষীয়ান্ কখন মানুষ নহেন, বোধ হয় আমার বিলাপ শ্রবণে কোন মহাপুরুষ

প্রসন্ন হইয়া এ স্থলে আগমন করিয়াছিলেন, আর যাহা বলিয়া গেলেন তাহাও মিথ্যা হইবে না। অতএব আত্মহত্যা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রাণেশ্বরের পুনর্ম্মিলন পর্য্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছে। এই রূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধের উপদেশ ক্রমে নৃপাত্মজা স্বীয় প্রাণ সংহারে বিরত হইলেন এবং ঐ স্থানে এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বৈতরণী-সদৃশী আশালতার মূল অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে অরবিন্দ অগ্রজের বিরহে ব্যাকুল ও অধীর হইয়া অনেক দিন তদীয় আগমন-প্রতীক্ষায় সিন্ধু-নদী-তীরে অবস্থানানন্তর পরিশেষে তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। একদা এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ অগ্রজের বিচ্ছেদে নিতান্ত বিধুর হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় কি সর্ব্বনাশ হইল! যাঁহাকে নিমেষমাত্র নেত্র-বহির্ভূত করিতে পারি নাই, যাঁহার বিপ্রয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইলাম, সেই অভিন্ন-হৃদয় সহোদর এখন কোথায় রহিলেন? আমি কেমন করিয়া তাঁহার বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করিব? হা দগ্ধ বিধাত! তুমি কি এই প্লুষ্টাদৃষ্টে এত দুঃখ লিখিয়াছিলে? এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে অরবিন্দ অবনত বদনে, ব্যাকুলিত মনে অবিরল ধারায় নেত্রাম্বু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনেক প্রয়াসে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন, অপ্রতি-বিধেয় বিষয়ে শোকাভিভূত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বিপদকালে যাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল ও ইতিকর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য না হইয়া অবিচলিত চিত্তে প্রতিকার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন।

অনন্তর সিন্ধুনদী-তীরে উপস্থিত হইয়া নির্ম্মল সলিলে

অবগাহন পুরঃসর কিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলেন। এমত সময়ে অনতিদূরে একখানি অর্ণব-পোত দৃষ্ট হইল। কিঞ্চিৎকাল মধ্যেই ঐ অর্ণব-যান আসিয়া ঘাটে উত্তীর্ণ হইল। নাবিকেরা যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক কূলে আগমন করতঃ রাজকুমারকে তথায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, এস্থান হইতে বন্দর কতদূর হইবে?" রাজকুমার তর্জ্জনী-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, "ঐ বাজার দেখা যাইতেছে।" নাবিকেরা বিপণি হইতে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য আনয়নানন্তর একত্রে কূলে বসিয়া আহারাদি করিল। পরে পোতাধ্যক্ষ রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার আকৃতি, প্রকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে আপনি এদেশ-বাসী নহেন, কোন কার্য্যোপলক্ষে এস্থানে আগমন করিয়া থাকিবেন।" রাজকুমার কহিলেন, "আপনি যথার্থ অনুমান করিয়াছেন, আমার বাটী গুজরাট দেশে, কোন কারণ বশতঃ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" পোতাধ্যক্ষ নৃপনন্দনের অসদৃশ অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং মুখ-মণ্ডলের অলৌকিক মাধুরী ও সৌকুমার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল, অতএব মনে মনে বিবেচনা করিল, এব্যক্তি সামান্য ব্যক্তি নহে, বোধ হয় কোন রাজপুত্র ছদ্ম-বেশে ভ্রমণ করিতেছেন। পরে অরবিন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! যদি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের দেশে চলুন। বিজয়পুর নাম্নী নগরীতে আমাদের বাসস্থান; তথায় নানাবিধ মনোরঞ্জক দ্রব্য আছে। ইচ্ছা হইলে পুনরায় আমাদের সহিত এস্থানে আগমন করিতে পারিবেন।" রাজকুমার বিবেচনা

করিলেন, ক্ষতি কি, বহুবিধ দেশ দর্শন হইবে; অপিচ সেই উপলক্ষে অগ্রজের পর্য্যেষণাও করিতে পারিব। অতএব পোতস্বামীর বাক্যে অনুমোদনপূর্ব্বক গমনাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার পোতাধ্যক্ষের সহিত যানারোহণ করিয়া বিজয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে সিন্ধুনদী ত্যাগ করিয়া অর্ণবযান আরব্য সাগরে উপস্থিত হইল। রাজকুমার প্রচেতাঃ-আলয়ের অপূর্ব্বশোভা সন্দর্শন করিয়া বারম্বার সেই অসীম ধীশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বরচয়িতার ভূয়ো ভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানে স্থানে তুঙ্গতর শুক্লবর্ণ সৌধরাজীর ন্যায় তরঙ্গমালা অপূর্ব্ব ভ্রূকুটি বিস্তার করিতেছে; তিমি মকর প্রভৃতি বৃহদাকার জলজন্তুগণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদের প্রবহণাভিমুখে আগমন করিতেছে, এবং উহাদের ক্রীড়া দ্বারা অর্ণব-বারি বিলোড়িত ও ফেনিল হইয়া অতি বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে।

কিয়দ্দিবস বরুণালয়ের এইরূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে বহু দূর গমন করিলে, সাগরগর্ভোত্থিত উচ্ছলিত বিচী-কলাপের মধ্য দিয়া বিজয়পুর সন্নিকটস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী হইলে ভূরি ভূরি রমণীয় গ্রাম ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর নেত্রগোচর হইল। যান-পাত্র কূল-সংলগ্ন হইলে রাজকুমার পোতাধ্যক্ষের সহিত কূলে অবতরণ করিয়া দেখি-লেন, তথায় ক্ষেত্র সকল কৃষাণগণের শ্রম-সূচক চিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে—হিরণ্য-কণা-দাম-সদৃশ সুপরিণত মঞ্জরী-ভারাবনম্র শালি বৃক্ষে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মধ্যস্থিত নগমালা নগরীর

কাঞ্চীদাম-স্বরূপ বিরাজমান রহিয়াছে। অধিত্যকা প্রদেশে পশুযূথ প্রফুল্লচিত্তে বিহার করিতেছে। কুসুম-বিনম্র কদম্ব, তাম্রবর্ণ পল্লবাকীর্ণ আম্রবৃক্ষ, ফল-ভরাবনত দ্রাক্ষালতা ইত্যাদি উপত্যকা ভূমির সুষমা সম্পাদন করিতেছে। অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈবলিনী শৈলাঙ্ক হইতে নিঃসৃত হইয়া কল কল স্বরে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বিবিধ পণ্য-পূর্ণ আপণরাজি রাজ-রথ্যার পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাজকুমার এই সকল শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে উৎফুল্ল হৃদয়ে পোতাধ্যক্ষের সহিত রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। ভূপাল অরবিন্দকে অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট ও রাজলক্ষণাক্রান্ত দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া পোত-স্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে! তোমার সহিত এই যে অপরিজ্ঞাত যুবকটী দেখিতেছি, ইনি কে? বোধ করি কোন মহৎকুলোদ্ভব হইবেন।" পোতাধ্যক্ষ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! সংপ্রতি আমরা বাণিজ্যার্থ উত্তরাঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম, প্রত্যাগমনকালীন ইনি আমাদের দেশ-দর্শনার্থী হইয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন।" বিজয়পুরাধিপ পোতাধ্যক্ষের বাক্যে সাতিশয় অনুমোদিত হইয়া রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর করিলেন এবং বলিলেন, "মহাশয়! আপনি সর্ব্বদা আমার সভায় উপস্থিত থাকিবেন।" আর তাঁহার বাসার্থে এক বৃহৎ বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অরবিন্দ বিজয়পুরাধিপতি-কর্ত্তৃক এইরূপে সমাদৃত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আবাস-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা বিজয়পুরাধিপতি সহামাত্যে সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমত সময় জনৈক

দূত আসিয়া শিরোনমন-পুরঃসর নিবেদন করিল, "মহারাজ! মহীশূরাধিপতি সসৈন্য আসিয়া আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন, ত্বরায় প্রতিকার চেষ্টা করুন।" ভূপাল বার্ত্তাবহ-প্রমুখাৎ এই অশনি-পাত-তুল্য ভয়ানক বার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি বিপক্ষ-পক্ষের সৈন্য চাক্ষুষ করিয়াছ? তাহাদের সংখ্যা কত হইবে? সেই দুর্জ্জয় শত্রু সমূহকে কি আমার সৈন্য-দলে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে? সন্দেশহারক প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ! মহীশূরাধিপতি অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে আগত হইয়াছেন, দৈববল ভিন্ন ঐ চতুরঙ্গ সেনার নিরাকরণ করার কোন সম্ভব দেখি না; ঈশ্বরানুকূল হইলে মহারাজ অবশ্যই ঐ পতঙ্গ-পাল-সদৃশ অগণ্য শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।" এতচ্ছ্রবণে ভূপাল নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গও অকস্মাৎ ঈদৃশ ভয়াবহ বার্ত্তা শ্রবণে উপায়ান্তর না দেখিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ রাজা ও মন্ত্রিমণ্ডলকে এতাদৃশ বিপদ্‌কালে একান্ত নিরুদ্যমী ও ভীতাভি-ভূত দেখিয়া নরেন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! বিপদ্‌কালে নিরুদ্যোগ ও উৎসাহ-রহিত হইয়া কার্য্যে অক্ষম হওয়া ভূপতিদিগের কোন প্রকারে বিধেয় নহে। যাঁহাদের হস্তে দেশের স্বাধীনতা এবং প্রজা-মণ্ডলের কুশলাকুশলের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, ঈদৃশ সঙ্কট-কালে কি তাঁহাদের একেবারে হতবীর্য্য ও নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত?" নরেশ অরবিন্দের এইরূপ সদুক্তি-সন্দর্ভ আকর্ণন করিয়া কাতর

স্বরে কহিলেন, “অরবিন্দ! মহীশূরাধিপতি যে রণ-পটু চতুরঙ্গ-বাহিনী-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন, তৎসম্মুখীন হইয়া মদীয় অকিঞ্চিৎকর সৈন্যদল কোন প্রকারে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না। পরন্তু আমার প্রজাগণ রণ-কুশল নহে, কেবল কৃষিকার্য্যদ্বারা দেশোজ্জ্বল করিতেই সমর্থ; দ্বিষদ্বর্গ তদ্বিপরীতে জন্মাবধি সংগ্রাম বিষয়ে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য প্রাণি-পুঞ্জের শোণিত-পাত-দ্বারা ভূরি-ভূরি দেশ জয় করতঃ তদীয় যুদ্ধ-সংক্রান্ত রীতি নীতি অভ্যাস-পূর্ব্বক বিপক্ষ-দলনে সুনিপুণ হইয়াছে; অতএব ঐ বিজিগীষু শত্রু হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা কি? সুতরাং স্বাধীনতার মূলচ্ছেদ করিয়া দ্বৈধ অবলম্বন-পূর্ব্বক উহাদের প্রভুত্ব-স্বীকার করিতে হইয়াছে।”

অরবিন্দ বিজয়পুরাধিপতির ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “প্রজেশ্বর! শঙ্কা করিবেন না, সহিষ্ণুতাবলম্বন করুন। এ প্রদেশাধিপতি হইয়া আপনি যতদূর নিরাপদে থাকিতে পারেন, সামর্থ্যানুসারে তদ্‌যত্নে আমরা কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না। কিন্তু দুর্জ্জেয় বৈরী যখন আগতপ্রায় হইয়াছে, তখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত নহে; যাহাতে প্রজা-মণ্ডলী এই ভয়ানক শঙ্কটোত্তীর্ণ হইয়া নিরুদ্বেগ হইতে পারে তাহার বিধান করা এখন নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব দেশস্থ সমুদায় ব্যক্তিকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক, যে, স্বাধীনতা এবং জীবন এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি তাহারা শ্রেষ্ঠ বোধ করে।”

অরবিন্দ ভূপতিকে এইরূপ কর্ত্তব্যোপদেশ দিয়া সভা

হইতে বহির্গত হওনানন্তর এক উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে বিজয়পুরবাসিগণ! যদি তোমা-দের স্বাধীনতা অমূল্য ধন বলিয়া বিবেচনা হয় ও তাহা রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ত্বরায় যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হও, বিপক্ষ-দল অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।” অরবিন্দের এই মহোক্তি শ্রবণ-মাত্র অঙ্গত্রাণধারণ পুরঃসর অস্ত্র শস্ত্রে কৃত-সজ্জ হইয়া স্বদেশ রক্ষা করণার্থ বহুসংখ্যক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অত্যুজ্জ্বল বদনমণ্ডলে স্বদেশানুরাগ-সূচক বিবিধ চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রিয়-প্রীতি-পরায়ণতা ও আলস্য-জনিত তাহারা কখন কোন উৎকট ব্যাধি-গ্রস্ত হয় নাই; পরিমিতাহার ও নিয়মিত পরিশ্রমের গুণে তাহারা সকলেই উত্তম হৃষ্টপুষ্ট ও বলযুক্ত ছিল। তাহাদের বাহ্য-দৃষ্টি এবং অস্ত্রশস্ত্রের ভাবভঙ্গি দর্শনে অনুভূত হইল, যেন তাহারা দুর্জ্জয় বৈরীদিগকে পরাজয় করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

অনন্তর অরবিন্দ লৌহসন্নাহ ধারণ পূর্ব্বক রাজসেনানীর সহিত রঙ্গভূমিতে যাত্রা করিলেন; ইহাতে বোধ হইল যেন মৎস্য-দেশাধিপতি বিরাটের গোধন-ত্রাণার্থে বৃহন্নলাখ্যাত ছদ্মবেশী ধনঞ্জয় উত্তরের সহিত কৌরব-চমূর বিরুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন; অথবা দম্ভোলিক্ষেপী অসুরারির পক্ষ হইয়া তারকারি শিখিধ্বজ দুর্দম্য দনুজদল দমনে গমন করিলেন। এমত সময় বহুসংখ্যক বৈজয়ন্তিক অরাতি তাহাদের নয়নগোচর হইল, এবং দেখিতে দেখিতে অসংখ্য রিপু-সেনা কর্ত্তৃক রণক্ষেত্র ও উপত্যকা ভূমি সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অরবিন্দ ইতিপূর্ব্বেই গন্ধক এবং যবক্ষার সহকারে এক প্রকাণ্ড বারুদস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বৃহৎ

বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড রাশীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সুযোগ না পাইয়া তাহা সংপ্রতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

ব্যাঘ্রবৎ দ্বিষৎ-সেনা সমূহ বিজয় পুরবাসিগণকে আক্রমণ করিলে, অরবিন্দ এক বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎসম্মুখীন হইলেন এবং বিপর্য্যয় বীর্য্য সহকারে একেবারে সহস্র সহস্র শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। পরে বিপক্ষসেনাপতি এক অত্যুচ্চ-কায় বাজী পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তুরঙ্গ হইতে অবরোহণ করিয়া খরতর উদ্যমে তাঁহার সহিত মল্ল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিল। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ অশ্ববেগ সংবরণ পূর্ব্বক ভূতলে অবতরণ করিয়া উহার সহিত বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং ব্যায়াম-বিশারদ প্রযুক্ত অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই পরাজিত করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ দ্বারা উহার শিরশ্ছেদন করিলেন। মহীশূরাধিপতি স্বীয় সেনানীকে ধরাশায়ী দর্শনে সাতিশয় আক্রোশ-সহকারে নিশিত অসিধারণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া অরবিন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অরবিন্দ ক্রোধ-কম্পান্বিত-কলেবর স্বয়ং মহীশূরাধিশ্বরকে ধৃতাসি দেখিয়া পবন-বৎ বেগে তাঁহার অপসব্য স্কন্ধে স্বীয় খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। ঐ আঘাতে মহীশূর-রাজের স্কন্ধদেশ হইতে শতধারে রুধির-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মহীশূর-রাজ অরবিন্দ কর্তৃক এইরূপে আহত হওয়াতে ক্রোধ ও যাতনায় জ্বলদগ্নি-কল্প হইলেন, বোধ হইতে লাগিল, যেন মুহুর্মুহু তাঁহার কোপ-লোহিত ঘূর্ণায়মান নয়ন-যুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতেছে। পরে বিক্রান্ত-ভুজবল-সহকারে করস্থিত তীক্ষ্ণধার অসিখণ্ড প্রচণ্ডবেগে পরিচালিত করতঃ অরবিন্দের

প্রতি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু রাজকুমার ফলকদ্বারা ঐ প্রচণ্ডা-ঘাত নিবারণ করিয়া খরতর বেগে পুনরায় মহীশূর-রাজের প্রতি অসি প্রয়োগ করিলেন এবং মহীশূর-রাজও সেই অব্যর্থা-ঘাতে ছিন্ন-শীর্ষ হইয়া ভূতল-শায়ী হইলেন।

বিপক্ষ সেনাগণ এইরূপে তাহাদের সেনানী ও ভূপতিকে রণ-শায়ী দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন-পর হইল। তদ্দর্শনে অরবিন্দ স্বীয় সৈন্য-দল সমভিব্যাহারে অশ্ববেগে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। যেমন অত্যুগ্র কেশরী বুভুক্ষা সময়ে সমধিক ভীষণাকার ধারণ পূর্ব্বক মেষপাল আক্রমণ করিয়া অবাধে তাহাদিগকে বধ করে, সেই রূপ অরবিন্দ সমর ক্ষেত্রে অতি-বিভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রমেয় বল-সহকারে অরাতিগণকে নিরঙ্কুশে নিহত করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিবাবসান হইল; দিঙ্‌মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন-বশতঃ বিপক্ষদল আর প্রত্যক্ষীভূত না হওয়াতে অরবিন্দ স্বীয় বাহিনী সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিজয়পুরাধিপতি রাজকুমারকে দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে বারম্বার আশ্লেষ করতঃ কহিলেন, "হে দুরাধর্ষ পুমান্! আজি তুমি আমার জন্য মনুষ্যাসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছ; এজন্য আমি চিরকাল তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব, এবং অদ্যাবধি তুমি এই রাজ্যের এক প্রকার অধিকারী হইলে।" মহা আনন্দের সহিত তাঁহাদের সে যামিনীপাত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে বিজয়পুরাধীশ্বর অমাত্যগণ ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমত সময় নগর-পাল

ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহারাজ! দ্বিষদ্বর্গ গত কল্য পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হওনানন্তর সকলে পুনর্মিলিত হইয়া অদ্য সমধিক ক্রোধ সহকারে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, যাহা কর্ত্তব্য ত্বরায় করুন।" নরেন্দ্র পুনরায় এই ভয়াবহ বার্ত্তা শ্রবণে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। তখন অরবিন্দ গাত্রোত্থান পুরঃসর কহিলেন, "আমাদের সকল সৈন্যই জয়োল্লাসে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, কেহই উপস্থিত নাই, বিশেষত বিপক্ষগণ গত কল্য পরাজিত ও অপমানিত হওয়াতে অদ্য মৃত্যু সংকল্প করিয়া সমর-ভূমিতে আগমন করিয়াছে। অতএব অদ্য জয়লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক সাধ্যানুসারে দেখা যাউক।"

অনন্তর স্বল্পকাল মধ্যে যাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তৎসমভিব্যাহারেই অরবিন্দ বদ্ধ-পরিকর ও নৈস্ত্রিংশিক হইয়া ঈশ্বর-স্মরণ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে রণ-ভূমিতে অভ্যাসাদন করিলেন। তাঁহাকে দর্শনমাত্র বিপক্ষেরা প্রজ্বলিত হুতাশন-বৎ হইয়া অতি প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। কিন্তু রাজকুমার অসাধারণ বীর্য্য ও অলৌকিক পরাক্রম সহকারে তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে পরাজিত-কল্প করিলেন। অরবিন্দের এইরূপ অপ্রতিম শৌর্য্য অবলোকন করিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত অথবা দৈব-বলোপপন্ন বলিয়া অবধারিত করিল। অবশেষে বিপক্ষদল একেবারে মরণসঙ্কল্প করিয়া খরতর উদ্যমে পুনরায় আক্রমণ করিল। তখন রাজকুমার বিবেচনা করিলেন, এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া আর উহাদিগকে বাধা

দিয়া কৃতকার্য্য হওয়া কোন প্রকারে সম্ভব নহে; অতএব এইক্ষণে কৌশল ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

সুচতুর অরবিন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া অবিলম্বে স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব-নির্ম্মিত বারুদ স্তম্ভের নিকট ধাবিত হইলেন। বিপক্ষেরাও তৎপশ্চাদ্গামী হইয়া ঐ স্তম্ভ সমীপে উপস্থিত হইল। তখন রাজকুমার অভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত সময় দেখিয়া ঐ স্তম্ভে অগ্নি সংযোগ করতঃ স্বীয় সেনাগণ সহিত প্রচ্ছন্নভাবে এক তিমিরাচ্ছন্ন সংকীর্ণ পদবী দিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন। বিপক্ষগণ হঠাৎ তাঁহাকে না দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধের সহিত ঐ স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। এমন সময় ঐ স্তম্ভ অগ্ন্যুৎপাতকালীন আগ্নেয় গিরির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত শত অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। ধাতু-নিঃস্রববৎ প্রস্তর খণ্ড সকল প্রচণ্ডবেগে ছুটিতে লাগিল, তদাঘাতে বিপক্ষগণ একে একে সকলেই ভূতল-শায়ী হইয়া গতাসু হইল।

অরবিন্দ এইরূপে লব্ধ-বিজয় হইয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র, নরেন্দ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে গদগদ বচনে তাঁহাকে 'ভ্রাতঃ' সম্বোধন করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পরে তাঁহাকে প্রধানামাত্য-পদাভিষিক্ত করিয়া প্রায় সকল রাজকার্য্যের ভারই তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। অরবিন্দও বিচক্ষণ রূপে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলোক-সামান্য সুমন্ত্রণা প্রভাবে বিজয়পুর নগরী উত্তরোত্তর সর্ব্বপ্রকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং নানা প্রকার সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে প্রজাব্রজ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নিরুদ্বেগে কালহরণ করিতে লাগিল। তখন রাজা প্রজা সক-

লেই বুঝিতে পারিলেন, যে, সুনিয়ম ও সদ্ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের যত দূর উন্নতি সাধন হইতে পারে, অন্য কোন উপায়দ্বারা কখন ততদূর হইতে পারে না।

বিজয়পুরাধিপতির নরসিংহ নামে এক পুত্র ছিল। বৃদ্ধ ভূপতি যেমন গুণ-গ্রাহী ও মহানুভব ছিলেন, নরসিংহ তেমনই দুরাচার ও কৃতঘ্ন ছিল। কাল-সহকারে জনকের পঞ্চত্ব হইলে নরসিংহই তৎসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। যুবরাজ বাল্যকালাবধি কতকগুলি চাটুকারের সহবাসে থাকাতে তাহাদের চাটুবাদ দ্বারা তাঁহার স্বভাব বিকৃত হইয়াছিল, এবং যৎপরোনাস্তি অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, মানবমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়-গণ পরিতৃপ্ত করাই মনুজবর্গের সমীচীনধর্ম্ম। তিনি সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই কতকগুলি নিরপত্রপ স্তাবক পারিষদের কুপরামর্শানুসারে নানা কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতিশয় স্ত্রৈণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে অল্পকাল মধ্যেই বিজয়পুর নগরী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। অপব্যয়ের আতিশয্যে রাজকোষ নিঃশেষিত হইতে লাগিল; এবং দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রজাগণ আর্ত্তনাদ সহকারে দেশত্যাগ করিতে লাগিল।

অরবিন্দ যুবরাজকে স্বীয় সমবয়স্ক দেখিয়া প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে, সমধিক পরিপাটী রূপে মন্ত্রিত্ব কার্য্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু যুবরাজের উপর্য্যুক্ত কদাচার সকল দর্শন করিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ-চিত্ত হইলেন। একদা অরবিন্দ যুবরাজকে একাকী মন্ত্রগৃহে পাইয়া তাঁহার চরিত্র শোধন করি-

বার মানসে কহিতে লাগিলেন, "যুবরাজ! রাজশব্দের যোগ্য হওয়া মনুষ্যদিগের সুখকর বটে; কিন্তু যাঁহারা ঐ পদ-বাচ্য হইতে চাহেন তাঁহাদের প্রজাদিগকে আত্মবৎ প্রেম ও অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন, অনাবশ্যক ও অনুপযোগী বিষয়ে অশ্রদ্ধা প্রকাশ, অনধিকার-চর্চ্চায় বিমুখ হওয়া, দীর্ঘসূত্রতা ও অহমিকাকে পরম শত্রুজ্ঞান, গুণবান্ লোকের গুণ-গ্রহণ, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কাম ক্রোধাদি ষড়্-রিপু ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতায় বিদ্বেষ, 'পরিশ্রমশীলতা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে জিগীষা,' সর্ব্ব প্রযত্নের সহিত সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি গুণাল-ঙ্কারে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত থাকিতে হয়। 'প্রজাদিগের উপর রাজপ্রভুত্বের পরিচ্ছেদ নাই বটে, কিন্তু সেই প্রভুত্ব কোন-ক্রমেই বিধিমার্গ অতিক্রম করিতে পারে না।' দেশের মঙ্গল-কর কার্য্যানুষ্ঠানে রাজাদের ক্ষমতা অসীম, কিন্তু প্রজাপীড়ন অথবা অন্য কোন অন্যায়াচরণে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। বিধি শাস্ত্রানুসারে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ 'মহামূল্য-ন্যাসস্বরূপ' রাজাদের হস্তে এই নিয়মে ন্যস্ত হইয়াছে যে তাঁহারা তাহা-দিগকে পুত্রবৎ পালন করিবেন। 'এক ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও ন্যায়-পরতা দ্বারা বহুসংখ্যক লোক সচ্ছন্দে কালযাপন করিবে, ইহাই বিধিশাস্ত্রের এক মাত্র উদ্দেশ্য।' অতএব রাজাদের স্পৃহা-য়ালুতার বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ব হরণ-দ্বারা ঐশ্বর্য্য-সুখাসক্তিতে রত থাকা, প্রজা-ব্রজকে দুর্দ্দশাপন্ন ও দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করা এবং স্বীয় স্বীয় ঐন্দ্রাভিলাষ চরিতার্থ করতঃ অভিমান-মদে মত্ত হওয়া কোন প্রকারে বিধেয় নহে। তবে যাঁহারা এতদ্বি-পরীতাচরণ করিয়া যদৃচ্ছাব্যবহার করেন তাঁহারা নররূপধারী

নৃশংস রাক্ষস বিশেষ। এতাদৃশ ব্যক্তিরাই নরভুক্ সংজ্ঞা-বাচ্য।

ঐকান্তিক সুখাশক্তি পরিহারপূর্ব্বক প্রজা-পুঞ্জের কল্যাণ চিন্তা করা এবং সাধারণের মঙ্গল সাধন করাই ভূপতিদিগের একমাত্র প্রিয় কার্য্য হওয়া উচিত। অতএব যে নৃশংসেরা সহস্র সহস্র লোকের হিতাহিতের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় চিত্ত বিনোদনার্থ অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রজাপীড়ন, ব্যর্থ ব্যসন, পরদার প্রভৃতি কদর্য্য কার্য্যে রত হয়, তাহারা কি সিংহাসনের যোগ্য হইতে পারে? রাজারা প্রজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন বটে, কিন্তু সুখ-সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য দ্বারা সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না, সমধিক প্রজ্ঞা, 'অবদান পরম্পরা' এবং মহতী কীর্ত্তি দ্বারাই সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন। নানা-দিগেদশাগত শান্তিগুণ-সম্পন্ন বিচক্ষণ বুধগণের গুণ-গ্রহণ, কীর্ত্তিশালী পূর্ব্ব পুরুষ-স্থাপিত সুনিয়মানুসারে রাজ্য শাসন, প্রাজ্ঞ লোকদিগের আদর করা প্রভৃতি গুণ-গ্রাম-সম্পন্ন হই-লেই রাজারা যশস্বী হইতে পারেন। পারদার্য্য, ঐকান্তিক ইন্দ্রিয় সেবা, ধূর্ত্ততা ও অপব্যয় দ্বারা শরীর ও মনকে হীন-বীর্য্য করিয়া ফেলিলে অবিলম্বেই নিঃস্ব হইয়া রাজ্য-চ্যুত হইতে হয়। ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক অনর্থকারী অর্থ-লালসার মূলচ্ছেদ করতঃ মানব-মণ্ডলীতে যশঃ লাভ করাও ভূপ-তিদিগের নিতান্তাবশ্যক। অপর মন্ত্রী-নিয়োগকালে ভূপতি-গণের অতিশয় সাবধান হইতে হয়; কেন না মন্ত্রণার দোষ-গুণানুসারে অপকৃষ্টোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। সাধা-রণতঃ মনুষ্যের মানসিক গতি সকল অতিশয় চঞ্চল ও পরিবর্ত্তন-

শীল এবং অন্তঃকরণ দুর্ব্বল। রাজারা স্বয়ং যত কেন ন্যায়-বান্ ও রাজ-নীতিজ্ঞ হউন না, সময় সময় তাঁহাদের মানসিক-গতি বিপরীত বিষয়ে ধাবিত হয় এবং ভ্রম কুজ্ঝটিকা তাঁহাদের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; সুতরাং তৎসাময়িক উদ্যোগ সকল নিরঙ্কুশে অপকর্ষে পরিণত হয়। এমত স্থলে যদি প্রাজ্ঞ মন্ত্রির সুমন্ত্রণা-রূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা তাঁহাদের মন-মুকুর পরিস্কৃত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রমকুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে জ্ঞান-ভানুর উদয় হয়, সুতরাং অপকর্ম্ম হইতে বিরত হন। কিন্তু তদ্বিপরীতে যদি এমত স্থলে কুমন্ত্রণার পোষকতা প্রাপ্ত হন তবে আর অনিষ্ট ঘটনার পরিসীমা থাকে না। এজন্য রাজাদিগের সাতিশয় অনুধাবনপূর্ব্বক মন্ত্রী নিয়োজন করা উচিত। অপিচ মনুষ্যের যৌবন কাল অতি বিষম কাল। এই কালে শরীরস্থিত রিপুচয় প্রবল হইয়া মদ-কল মাতঙ্গের ন্যায় মানসোদ্যানে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং মনো-রূপ পুষ্প বৃক্ষস্থ দয়া ধর্ম্মাদি-রূপ কোমল কলিকা সকল ভগ্ন করিবার উদ্যোগ করে। অতএব ঈদৃশ ভয়ঙ্কর সময়ে রাজত্ব গ্রহণ করিলে সমধিক সাবধান থাকিতে হয়”।

অরবিন্দ আরো বলিলেন, “যে অনাদ্যন্ত-পুরুষ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার করুণা-বারি অহর্নিশি সকলের প্রতি অপর্য্যাপ্ত-রূপে বর্ষণ হইতেছে, যিনি অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞান স্বরূপ, যিনি সর্ব্বক্ষণ অখণ্ড-রূপে সর্ব্বস্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি অন্তর্যামী রূপে সকল জীবাত্মায় অধিষ্ঠান করিতেছেন, উপর্য্যুক্ত কার্য্য-কলাপ সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বধ্যেয় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত”।

দুৰ্দ্ধর্ষ নরসিংহ এই সকল মহীয়সী নীতি-গর্ভ উপদেশ শ্রবণে অতিশয় বিরক্ত হইল, ও মনে মনে বিবেচনা করিল, অরবিন্দ আমার প্রিয়কার্য্য সাধনের প্রতিবন্ধক হইয়াছে, অতএব ছলে বলে কৌশলে, যে প্রকারে হয় ইহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিতে হইবে। বোধ হয় এই জন্যই বুধগণ "মূর্খের হিত করিলে বিপরীত হয়" এই মহাকথাটি আম্রেড়িত করিয়াছেন। হায়! অরবিন্দ মনে করিয়াছিলেন, এই সকল হিতোপদেশ দ্বারা দুরাত্মার চরিত্র শোধন পুরঃসর উঁহাকে নৃপাসনের উপযুক্ত করিবেন; কিন্তু তাঁহার গ্রহবৈগুণ্যে বিপরীত হইল।

একদা ঐ নৃশংস বাহ্য সৌহার্দ্দ প্রকাশপূর্ব্বক অরবিন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মন্ত্রিবর! বহুকাল যাবত আমার বন-বিহার করা হয় নাই, অতএব আগত কল্য বন-বিহারে যাত্রা করিব; আমার নিতান্ত বাসনা যে তুমি আমার সমভিব্যাহারী হও; কারণ সে স্থানে বিবিধ বিস্ময়কর ও অভিনব বস্তু দেখা যাইবে, তুমি ও আমি একত্রে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিব, নতুবা অন্য কেহই উক্ত ব্যাপারে সমর্থ হইবে না। শুদ্ধাত্মা অরবিন্দের অন্তঃকরণে অবিশ্বাস মাত্র ছিল না, সুতরাং মনের সারল্য-প্রযুক্ত কোন প্রকার বিশ্বাস-ঘাতকতা বা কপটতা বিষয়ে সন্দিহান না হইয়া, ঐ নৃশংসের কথাক্রমে জিগমিষা প্রকাশ করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাচার নরসিংহ ত্বরায় যাত্রা করিতে উদ্যোগ করিল; এবং কিঞ্চিৎকাল মধ্যেই সকল প্রস্তুত হওয়াতে উপযুক্ত পাত্রের সমভিব্যাহারে অরবিন্দকে লইয়া মহা সমারোহে বন-বিহারে যাত্রা করিল।

ইতি-পূর্ব্বে ঐ নরাধম স্বীয় সেনা-গণকে শিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে, নিশীথ সময়ে যখন অরবিন্দ নিদ্রিত থাকিবেন, তখন তাঁহাকে প্রাণ-সংহার-পূর্ব্বক এক জনশূন্য প্রদেশে রাখিয়া আইসে। দিবসে নানা প্রকার অদ্ভুত বস্তু ও কৌতুক দর্শন করিয়া রজনী আগতা হইলে, ভক্ষ্য পেয় ভোজন পান সমাপনানন্তর সকলে বিহার-শ্রান্ত প্রযুক্ত ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। ইত্যবসরে রাজ-শিক্ষিত সৈন্যগণ অরবিন্দের শয্যা সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বীয় অস্ত্রদ্বারা তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত করিল এবং প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তাঁহার মৃতকল্প-দেহ রাজানুমতি ক্রমে বেগ-গামী অশ্ব-যোগে বহু দূরস্থিত এক বিজন কাননে রাখিয়া আসিল। পরদিন প্রাতঃকালে নরাধম দুরাচার নরসিংহ গুপ্তঘাতীগণকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, আজ্ঞা পালন করিয়াছ"? উহারা নত-শিরঃ হইয়া উত্তর করিল, "মহারাজ! গত রজনীতেই আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়াছি।" এতচ্ছ্রবণে দুরাত্মা সাতিশয় প্রীত হইয়া সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল।

রাজ-সৈন্য-গণ প্রাণত্যাগ হইয়াছে বোধে অরবিন্দের মৃত-প্রায় দেহ অটবিমধ্যে রাখিয়া গিয়াছিল বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল না। তথাচ তাঁহার জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। করুণাময় পরমেশ্বরের কি অপার করুণা! অল্পবুদ্ধি নশ্বর মনুষ্য কি কখন [illegible]ই সর্ব্ব-নিয়ন্তা অবিনশ্বর অবনীশ্বরের অভিপ্রায়ের বৈপরীত্যাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? অরবিন্দ হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া

দেখিলেন, যে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ ইন্দিরা সদৃশী এক কামিনী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া করস্থিত বারি-পূর্ণ পদ্ম-পর্ণাধার হইতে বিন্দু বিন্দু বারি তাঁহার বদনে প্রদান করিতেছেন ও নিকটস্থিত এক প্রকার বল্লী দ্বারা তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিয়া দিতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে নলিনী-দল সঞ্চালন পূর্ব্বক শ্বৎসরা-কুল অপসারণ করিতেছেন। এতদ্দৃষ্টে রাজকুমার বিস্মিত ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হইয়া ঐ দয়াবতী বরারোহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আপনি কে, এবং আমারইবা এতাদৃশ দুরবস্থা হইল কেন?" অপূর্ব্বদৃষ্টা কামিনী উত্তর করিলেন, "আমি বনদেবী, তুমি যে নরাধমের মন্ত্রিত্ব করিতে ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত যাহার মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিলে সেই দুরাত্মারই আদেশক্রমে তৎসেনাগণ কর্ত্তৃক তোমার আধুনিক দুরবস্থা ঘটিয়াছে।" এতচ্ছ্রবণে অরবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর স্বরে কহিলেন, "মাতঃ! হিত চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারই উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলাম। আমি যেরূপ আহত হইয়াছি, তাহাতে কোন ক্রমেই মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভবদীয় সুকোমল কর-কমল-স্পর্শে সমুদায় যাতনা হইতে মুক্ত হইয়াছি।" তখন দেবী অরবিন্দের প্রতি করুণার্দ্রচিত্তা হইয়া কহিলেন, "বৎস! সেই নরাধম ত্বরায় সমুচিত প্রতিফল পাইবে। আর তুমি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বল্লীসমূহ ভক্ষণ করিও।" এই বলিয়া সমীপবর্ত্তী এক ব্রততীক্ষেত্রের প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করতঃ অন্তর্হিতা হইলেন।

অরবিন্দ দেবী-কথিত লতা-সমূহ ভক্ষণ করাতে, কতিপয় দিবসের মধ্যেই সম্যক নিরাময় লাভ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ বল

প্রাপ্ত হইয়া ঐ কাননের চতুর্দ্দিক পর্য্যবলোকন করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমদিন যাম্যাভিমুখে গমন করিয়া বৈজয়ন্ত সদৃশ এক পুরী দর্শন করিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, উহার মধ্য-ভাগ বিবিধ মৃণ্ময় পারিণাহ্যে সুসজ্জিত রহিয়াছে; কোন স্থানে মহানীল, পদ্মরাগ, মরকত, চন্দ্রকান্ত, অয়স্কান্ত প্রভৃতি মহামূল্য মণিসমূহ শোভা পাইতেছে। সম্মুখস্থিত সরোবরে মরালকুল প্রফুল্লচিত্তে কলালাপ করিতেছে এবং তৎপার্শ্বস্থিত পাদপোপরে পিক-কুল সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। কোন স্থানে বা নবপ্রসূতা পীনোধ্নী হরিণীগণ স্বীয় স্বীয় শাবকগণকে পয়ঃপান করাইতেছে।

অনন্তর রাজকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বিস্ময়কর বস্তুনিচয় দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে মনুষ্য দৃষ্টি-গোচর হইল না। ইহাতে নৃপতনয় সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া এক স্থূলোপলোপরি উপবেশন পূর্ব্বক নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অনতিদূরে রোদনধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমার অমনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সত্বর পদ-নিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিঞ্চি-দ্দূরেই এক ক্ষুদ্র বেশ্ম দৃষ্ট হইল। উহার সম্মুখস্থিত ভিত্তিতে একটিমাত্র দ্বার ও অপর কুড্যে একটি বাতায়ন ছিল। দ্বার রুদ্ধ থাকাতে নৃপনন্দন গবাক্ষের নিটক যাইয়া দেখিলেন, কতিপয় হতভাগ্য মনুষ্য তন্মধ্যে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। রাজকুমার উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতৃ-গণ! তোমরা কে এবং কি প্রকারে এ প্রকার দুস্থ হইয়াছে?" মনুষ্য-কণ্ঠ-বিনিঃ-সৃত স্বর শ্রবণে তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিল, " হে মহাভাগ! আপনার আকৃতি প্রকৃতি অবলোকনে

বোধ হইতেছে, আপনি জন্ম-গ্রহণ করিয়া কোন মহৎকুল উজ্জ্বল করিয়া থাকিবেন, অতএব অগ্রে আপনার পরিচয় প্রদান করুন, পশ্চাৎ আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিব। রাজকুমার কহিলেন, “আমি গুজরাটাধিপতি শৈলরাজের কনিষ্ঠপুত্র, কোন কারণ-বশতঃ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে আগমন করিয়াছি।” এতচ্ছ্রবণে বন্দি-গণ দশনাগ্রে রসনাগ্র দংশন পূর্ব্বক কহিল, “হে ধরেন্দ্র-কুমার! আপনি এ কদর্য্য স্থানে আগমন করিয়াছেন কেন? এখানে এক মায়াবিনী পিশিতাশনা বাস করে। সেই নিশাচরী কর্ত্তৃকই আমরা এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। সে প্রতিদিন সূর্য্যাস্তকালে আমাদের এক এক জনকে ভক্ষণ করে। অতএব আপনি ত্বরায় পলায়ন করুন, নচেৎ ঐ মায়াবিনী দেখিবামাত্র উদরসাৎ করিবে, সন্দেহ নাই।” এই ভয়ঙ্কর বিষয় অবগত হইয়া রাজকুমার সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে এক অতিকায় চলদলের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গগণমণ্ডলে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। রাজকুমার উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিলেন, নভোভ্রষ্ট কুলিশ সদৃশ কিম্ভূত-কিমাকার ঐ নিশাচরী আসিতেছে। গৃহ সমীপে আসিয়া উক্ত পিশিতাশনা এক দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিল এবং উপর্য্যুক্ত বেশ্ম হইতে একটি মনুষ্য আনয়ন করিয়া করস্থিত নিষ্পুষ্কর খড়্গ দ্বারা তদ্বধে উদ্রেকী হইল। এতদ্দর্শনে অরবিন্দ কোপে প্রজ্বলিত হওত পশ্চাৎ দিক হইতে শ্যেনবৎ বেগে আসিয়া, বলপূর্ব্বক ঐ নিশাচরীর হস্ত হইতে অসি-খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক দৃঢ়াঘাতে উহারই মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর রাজকুমার পূর্ব্বোক্ত গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বন্দীগণকে বন্ধন-মোচন করিয়া দিলেন।

করমরীগণ কারা-মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। রাজ-তনয় এই রূপে নরভুক্ পিশাচীকে সংহার এবং বন্দীগণকে স্বাধীনতাপ্রদান করিয়া একাকী ঐ জনশূন্য পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অরবিন্দ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ সৃষ্টির শোভা সন্দর্শনার্থী হইয়া নিকটস্থিত এক উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে বিবিধ প্রকার পুষ্প বিকশিত হইয়া মন্দ মন্দ মারুত সহকারে সুগন্ধবিস্তার পূর্ব্বক নাসারন্ধ্র শীতল করিতেছে। শরভকুল বিচিত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া বায়ু মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে, মুহূর্ত্তকাল এক পুষ্পে মধুপান করিয়া অন্য পুষ্পে উড়িয়া যাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে যেন স্বীয় স্বীয় রূপ-গরিমা প্রদর্শন পূর্ব্বক চম্পক কলিকাকে লজ্জিত করিবার জন্য তাহার উপর বসিতেছে। বিহঙ্গ-কুল চলদল, তমাল, সহকার, পনস প্রভৃতি শাখীশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সুস্বন দ্বারা উদ্যান-কুলাকুলিত করিতেছে। সম্মুখ-স্থিত নির্ঝরিণীর জল নিরন্তর কল কল স্বরে পতিত হইতেছে। শব্দবহ সমীরণ সুমধুর কাকলী বহন-পূর্ব্বক কর্ণ-কুহরে সুধাবর্ষণ করিতেছে। তিগ্মাংশুর ভয়ে শীতাংশু ম্লান-বদন হইয়া তারা-দল সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়াছেন। গ্রহনেমি-বিরহে কুমুদবন নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান অংশুমালী নৈত্যিক গতি সম্পাদনার্থে শনৈঃ শনৈঃ দৃষ্টি-পথারূঢ় হওয়াতে পূর্ব্বদিক লোহিতবর্ণ দেখাইতে লাগিল। ব্যোমাম্বু-ভারাক্রান্ত তরু-পল্লব-সমূহ বালাতপ সংযোগে সুবর্ণ-রঞ্জিত সদৃশ হইয়া পরমরমণীয় শোভা ধারণ করিল। শিশির-সিক্ত তৃণ-ক্ষেত্র মুক্তা-ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে

লাগিল। ক্রমে সূর্য্য-রশ্মি চতুর্দ্দিকে সম্যক-রূপে বিকীর্ণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বসুমতী দিব্যোদকে স্নান করিয়া মলিন বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্ণ-বর্ণ পীতাম্বর পরিধান করিলেন।

এই সকল স্বভাব-সৌন্দর্য্য দর্শনে রাজকুমার আনন্দরসে সিক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, সৃষ্টির শোভা যে পর্য্যবলোকন করে নাই তাহার নয়নই বিফল। ইহা অপেক্ষা আর কি উৎ-কৃষ্টতর শোভা আছে? আহা এই স্নিগ্ধ অনিলস্পর্শে আপাদ-মস্তক শীতল হইতেছে। হায়! লোকে সামান্য সৌধ-শিখর দেখিয়া বিবেচনা করে, তদপেক্ষা বুঝি অধিকতর শোভনীয় আর কোন বস্তু নাই; কিন্তু এমন প্রসারিত ব্যোমমণ্ডল ও তাহার অনু-পম সৌন্দর্য্য কিছুই দর্শন করে না। কেবল মনুষ্যের করাঙ্কিত চিত্র বিচিত্রাবলোকনেই মুগ্ধ থাকে! এই তুষারার্দ্র রবি-কর-সংযুক্ত লূতা-তন্তু-বিতান মানব-রচিত মণিময় চন্দ্রাতপ অপেক্ষা কত সুশ্রী! এখানে স্বয়ং জগদীশ্বর স্বভাবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। যে দিকে নেত্রপাত করি, তাঁহারই অচিন্ত্য ও অনন্ত রচনা লক্ষিত হয়! বোধ হয়, এই জন্যই পরিণামদর্শী দেবিল ঋষিগণ নগর ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বিরল প্রদেশে অথবা বিবিক্ত কাননে বাস করেন এবং সৃষ্টির অদ্ভুত কার্য্যকলাপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরিদর্শন করতঃ সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত কালযাপন করেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুখকর আর কি আছে? এই সৃষ্টির সমস্ত কার্য্যেতে সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-রচয়িতার অনন্ত রচনা-কৌশল ও অপার মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। হীন মনুষ্য স্বীয় চক্ষুদ্বারা এই অসীম জগতের এক সর্ষপ পরিমাণও সুচারুরূপে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না, তথাচ সামান্য পার্থিব সুখ উপভোগ-

জনিত অহঙ্কার-মদে মত্ত হইয়া অনায়ত্ত বিষয়ের আলোচনা, সেই অনাথ-শরণ ভাবিত্র—নাথের কৃপাবিন্দু প্রার্থনা না করিয়া কেবল স্বীয় স্বীয় দুর্ব্বল শক্তি ও অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাকে সার জ্ঞান করা, আপনাদের সামর্থ্য না বুঝিয়া বুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রেমদ্বারা সুখ-সম্ভোগের উপায় নির্দ্ধারণ না করিয়া অতর্কিত ঘটনা বিশেষে সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করা প্রভৃতি নানা অযৌক্তিক কার্য্যে রত হইয়া এই অনুপম বিমলানন্দ ভোগে বিরত হয়!!!

বস্তুতঃ আমরা ইন্দ্রিয়-সুখের মোহন-শক্তিতে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা উপাস্য দেবদেবকে বিস্মৃত হইয়া যাই। হায়, যে মহান অনাদ্যনন্ত করুণাময় বিশ্বপিতা চিরকালই আমাদিগকে স্বীয় মঙ্গলময় ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, যিনি সাক্ষাৎ চিদানন্দরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন, যিনি ভূমা অপার প্রেম-সমুদ্র স্বরূপ, যাঁহার করুণা প্রভাবে আমরা অসংখ্য বিঘ্নবিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে কাল-পাত করিতেছি, জঘন্য পার্থিব প্রলোভনে লোলুপ হইয়া আমরা সেই মহৈশ্বর্য্য-শালী, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক, জগতের অধিপতি প্রণয়ীতব্য ইন্দ্রকে অবমাননা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত বা ত্রপান্বিত হই না !!! এটি সাধারণ খেদের বিষয় নয়, যে এই অনিত্য জগতে আমরা এরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকি, যে আমাদের আত্মার আর চৈতন্য থাকে না, এবং আমরা ভ্রমেও একবার আমাদের নিত্য-সুখবর্ত্ম স্মরণ করি না। আমাদের হৃদয়াকাশ মোহরূপ মেঘ-মালায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যেমন তন্তুকীট দ্বিতীয় অবস্থায় গুটি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে আপনি বদ্ধ করিয়া ফেলে এবং অচেতনপ্রায় করিয়া রাখে, আমরাও তদ্রূপ ধন, মান, পুত্র, কলত্র প্রভৃতির মায়া-জালে

আপনাকে অবরুদ্ধ করিয়াফেলি এবং গৃধ্নুতারূপ পিশাচীর মোহ-শৃঙ্খলে কীলিত করতঃ সংজ্ঞা-হীন করিয়া রাখি। এই বিষয়ে এক প্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় কবি অতি মনোহররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

" কেমন আমার চিত্ত সংসার-মোহিত ;
অন্ধ আত্মা আপনার বাঁধিল আপনি
তন্তুকীট মত, কীট-কল্পনা নির্ম্মিত
সুখসূত্রে সুজড়িত হইনু কেমন !
অবশেষে বুদ্ধি আঁধারিল—দম্ভভরে
ভাবিলাম এই খানে পাব চিরসুখ,
অনন্ত আকাশে পক্ষ না করি বিস্তার।"

কিন্তু যে সংযত-মনোবৃত্তি, আমোষিণ মহাপুরুষগণ সকল বাধা, বিঘ্ন, আবরণ, প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ ধর্ম্ম তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া সেই প্রেমময় অখিলেশ্বরের সন্নিকর্ষ-লাভের জন্য সংসারবন্ধন ছেদন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-বীজ বপিত হইয়াছে তাঁহারাই সেই করুণাধার সর্ব্ব-ভৌমরাজের আনন্দময় স্বর্গ-রাজ্যে পরম সুখে বিচরণ করিতে পারেন এবং আনন্দের পর আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

ক্রমে মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইলে, রাজকিশোর উদ্যান হইতে ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্নান ভোজনাদি মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া-কলাপ সমাপনানন্তর এক হিরণ্ময় পর্য্যঙ্কে শয়িত হইলেন। আসঙ্গ-লিপ্সা সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রের স্বতঃ-সিদ্ধ বস্তু। অতএব রাজকুমার দীর্ঘকাল ঐ জন-শূন্য পুরীতে বাস করিয়া মানবালয় প্রাপ্ত হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন। বিশেষতঃ তৎকালে

অগ্রজের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে নানা প্রকার বিলাপ করিয়া ভাবিলেন, এই বিজন বনে আর কালক্ষয় করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে, বরং অগ্রজের অনুসন্ধানার্থ অন্য কোন দেশে গমন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনা স্থির করিয়া সে দিন-যামিনী তথায় অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া রাজকুমার তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদিবস গমনান্তে এক পার্ব্বতীয় দেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উহাতে কোন মানবালয় দৃষ্ট হইল না। একদা দিবাবসানে রাজকুমার কোন সরোবর পার্শ্বস্থিত তমালতরুর মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ক্রমে দিনমণি বহুক্ষণ গগণ পর্য্যটনজনিত শ্রান্তি বিদূরিত করণার্থ লোহিত বর্ণ অম্বর পরিহিত হইয়া চরমাচল আশ্রয় করিলেন। মন্দ মন্দ সমীরণে পাদপ-পত্র সমূহ প্রকম্পিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন মহীরুহগণ শাখা রূপ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক পত্র-রূপ অঙ্গুলীর সঙ্কেত দ্বারা বিহঙ্গকুলকে স্বীয় স্বীয় নীড়ে আহ্বান করিতেছে। এমত সময় ধূসরাম্বরে অবগুণ্ঠিতা হইয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে পিতামহ-দুহিতা আগমন করিলেন। মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের হিল্লোলে কুমুদিনী দোলিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন প্রিয়তম নিশানাথের আগমন-প্রতীক্ষা-ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া বিচলিত চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রদিক্ সুধাংশুর অংশু সহকারে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং কিঞ্চিৎ পরেই তারকাচয়-রূপ পারিষদ-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বিজরাজ গগণ-রূপ সভা-মণ্ডপে আসিয়া সমাসীন হইলেন।

রাজকুমার পথপর্য্যটন-শ্রম বশতঃ ঐ তমাল মূলেই নিদ্রিত হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে পক্ষিগণের কলরবে রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাপনানন্তর কতিপয় সুস্বাদুফল মূল যোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পর্য্যটনান্তে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ভ্রমণে ক্ষান্ত দিলেন, এবং নিকট স্থিত এক গিরি-কন্দরে বিভাবরী-যাপন করিবার মানস করিলেন। পরে অনতিদূর-বর্ত্তী নির্ঝরের সুশীতল সলিলে হস্ত-পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিগত-ক্লম হইয়া এক গিরি-গহ্বরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পার্শ্বস্থিত অন্য এক ভূধরকন্দরে স্ত্রীলোকের কথোপকথনের ন্যায় অস্ফুট মধুর শব্দ তাঁহার কর্ণ-গত হইল। এই নিভৃত স্থানে কোথায় কামিনীগণ সম্প্রবদন করিতেছে, জানিবার জন্য রাজকিশোর সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া, যে গুহায় ঐ ধ্বনি হইতে ছিল সেই গুহাভিমুখে দ্রুতপাদচারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গহ্বর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একজন প্রৌঢ়া ও দুই জন যুবতী বসিয়া নানা প্রকার আলাপন করিতেছে। এতদ্দ-র্শনে রাজকুমার বিবেচনা করিলেন, বোধ হয় ইহারা অভিসারিকা হইবে। পরে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রমণী-ত্রয় রাজকুমারের প্রশস্তললাট, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন যুগল, শুক-চঞ্চু-তুল্য মনোহর নাসিকা, সুপরিণত বিম্ব সদৃশ ওষ্ঠাধর, বিশাল বক্ষঃস্থল, অজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, সুচারু কৃশ কটিদেশ, কদলি-

কাণ্ড-প্রায় উরুযুগ্ম প্রভৃতি অসদৃশ অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকনে চমৎকৃতা হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিল। অনন্তর রাজকুমার প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অয়ি প্রমদা-গণ! তোমরা কে, এবং কি কারণ এই জনশূন্য স্থানে বাস কর?" রমণীত্রয়ের মধ্যে প্রৌঢ়াকামিনী মৃদুস্বরে কহিল, "হে পুরুষ-প্রবর! আপনাকে হঠাৎ দর্শন করিয়া আমরা সাতিশয় বিস্মিতা ও ভীতা হইয়াছি, অতএব অগ্রে স্বীয় পরিচয় দ্বারা অভয় দান না করিলে, আমরা কোন ক্রমে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থিনী হইব না।" ইহাতে রাজকুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত স্বীয় বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তখন কামিনীগণ যার পর নাই আহ্লাদিতা হইল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রৌঢ়া কহিতে লাগিল, "রাজকুমার! শুনিয়া থাকিবেন, এই পর্ব্বতের নাম বিন্ধ্যগিরি (যাহা ভারত-বর্ষের কাঞ্চীদাম রূপে বিরাজিত রহিয়াছে) ইহার উত্তরে উজ্জ-য়িনী নাম্নী নগরী আছে। ভীমসেন নামক দিগন্ত-বিশ্রুত-নাম রাজর্ষি তথায় বাস করেন। রাজা স্বীয় ভুজবলে ভূরি ভূরি দেশ জয় করতঃ শুনাশীর তুল্য রাজ্যশাসন ও প্রজা-পালন দ্বারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়াছেন। কালক্রমে রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া এক অদৃষ্ট-পূর্ব্বা কন্যারত্ন প্রসব করেন। রাজনন্দিনীর এরূপ অপরূপ রূপমাধুরী, যে অনেকানেক ঋষিগণ তাঁহাকে সপ্তদেবী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ তদ্রূপ অলোকসামান্য লাবণ্য-ছটা ও রূপ-রাশি কোন ক্রমে ভূলোকে সম্ভবে না। সর্ব্বথা তত্তুল্য রূপ বর্ণনে রসনা অক্ষম। মহারাজ স্বীয় তনয়ার অলৌকিক রূপ দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা রাখিলেন। অনন্তর শৈশবাবস্থা গত হইলে, মহারজ প্রিয়তমা

দুহিতার শিক্ষার নিমিত্ত শিল্প নীতি ইত্যাদি বিবিধ বিদ্যা সম্পনা আচার্য্যাণীগণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শিক্ষয়িত্রীরা চন্দ্রপ্রভার অতুল্য মেধা ও স্মৃতি-শক্তি দর্শন করিয়া, সমধিক যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। নৃপাত্মজাও অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রে সমীচীন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া রূপানুরূপ গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইলেন। এইক্ষণে ভূপাল-তনয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাকোষ-নিঃসৃত ভারাশি সংযোগে তোয়-রাশির যেরূপ শোভা হয়, পিকানন্দ সমাগমে ন্যগ্রোধদ্রুম মুঞ্জরিত হইয়া যে রূপ শোভমান হয়, নৃপসুতা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক শোভমানা হইয়াছেন। আমরা তাঁহারই পরিচারিকা। গতকল্য রাজকুমারী প্রদোষকালে এই পর্ব্বতের শোভা সন্দর্শনার্থ আগমন করিয়া কোন তমাল তরুর মূল-দেশে অনঙ্গ সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এক পরম রূপবান পুরুষ-পুঙ্গবকে অবলোকন করিয়াছেন। ঐ কন্দর্পতুল্য পুরুষ-রত্নকে দর্শনাবধি নৃপনন্দিনী পুষ্প-শর-পীড়িতা হইয়া অতিশয় চঞ্চলচিত্তা হইয়াছেন এবং অদ্য তদুদ্দেশে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এইমাত্র এ স্থানে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করণার্থ এই গিরিগুহায় বসিয়া পরামর্শ করিতেছি।"

রাজকিশোর অপরিচিতা বরারোহাগণের পরিচয় প্রাপ্তে ও তৎপ্রমুখাৎ চন্দ্রপ্রভার অলোক-সামান্য রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চঞ্চলচিত্ত হইলেন। পরন্তু তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গত কল্য প্রদোষকালে এই ভূভৃৎ-স্থিত এক তমাল তরুর মূল-দেশে তো আমিই শয়ন করিয়াছিলাম; রাজকুমারী যদি আমাকেই দর্শন করিয়া থাকেন, তবে

অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভব। যাহা হউক এবিষয় আর অধিককাল সন্দেহস্থল করিয়া রাখা উচিত নয়। পরে রমণী-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা তোমাদের নরেন্দ্র-বালার যেরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য বর্ণন করিলে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছে; যদি তোমরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একবার সেই অনুপম রূপ-রাশি দর্শন করাও তবে নয়ন-যুগলের সার্থকতা সম্পাদন করি, এবং তোমাদের নিকটও চির-বাধিত থাকিব।" কামিনীগণ বলিল, "হে প্রিয়-দর্শন মহাভাগ! এত অনুনয়ের প্রয়োজন কি? রাজকুমারীর সহিত আপনকার সাক্ষাৎ করান কিছুই আয়াস-সাধ্য নহে; আপনি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের সহিত গমন করিলেই নৃপ-নন্দিনীর সহিত সন্দর্শন হইবে; বিশেষ প্রজেশ-দুহিতা আপনার পরিচয় অবগত হইলে যথোচিত সমাদর করিবেন।" নৃপসুত পরিচারিকাগণের এতাদৃশ সুধা-সদৃশ অভীষ্ট-সাধক বাক্য-পরম্পরা শ্রবণে যার পর নাই প্রীত হইয়া কহিলেন, "তবে আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চল, আমি তোমাদের সমভিব্যাহারে গমন করিতেছি।" অনন্তর তরুণী-ত্রয় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

ধরা-পালাত্মজ নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নগরীর পুরোভাগে নবীন জলদ-পটল সদৃশ সুদীর্ঘ শৈল-রাজী বিরা-জিত হইয়া উহার অলঙ্ঘ্য প্রাকার স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে। এবং তন্নিম্নে শিখণ্ডী-প্রচয় শিখণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করি-তেছে। ভূধর-উপর-স্থিত বিহগ-কূজনাকুল, প্রকাণ্ড-শাখ ভূরুহ-সমূহের মূল-দেশে পশু-যূথ প্রফুল্ল মনে সুকোমল দূর্ব্বাদল

ভক্ষণ করিতেছে। পঙ্ক-গর্ভ-বিনির্গত প্রস্রবণগণ মৃদুমধুর কুল কুল ধ্বনিতে শ্রবণেন্দ্রিয় যুড়াইতেছে। মধ্যস্থলে পরম রুচির রাজ-রথ্যা ও তৎপার্শ্ব-দ্বয়-স্থিত গাঢ়পল্লবাকীর্ণ প্রাংশু পাদপ-শ্রেণী নগরীর সুষমা সম্পাদন করিতেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ প্রভঞ্জন-বেগ-জিৎ-হয়-ময় বাজী-গৃহ ও অতিকায় করিপূর্ণ বারী যথা-স্থানে শোভা পাইতেছে। রাজ-বাটীর সম্মুখে শীর্ষক-শির, কেতন-কর রাজ-কিঙ্করগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে অতীব কমনীয় হর্ম্ম্য ও শুক্লবর্ণ সৌধ-শিখর নয়ন রঞ্জন করিতেছে। কোন স্থানে গুণাকর বিপ্রবরগণ উচ্চৈঃ-স্বরে বেদপাঠ ও কম্বুনাদ করিতেছে, এবং কেহ বা রাজ-গৃহে শান্ত্যোদক নিক্ষেপ করিতেছে। কোন স্থানে পদার্থ-বিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলী বিশ্ব-ভাণ্ডারের বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ সমূহের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। কোন স্থানে প্রবীণ প্রবীণ জ্যোতির্ব্বিৎ বুধ-নিচয় একত্র হইয়া নভঃ-প্রদেশস্থ গ্রহ উপ-গ্রহাদির আকৃতি প্রকৃতি ও গতিবিধি নিরূপণ করিতেছেন। কোন স্থানে চিকিৎসা-বিৎ ভিষগ্গণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় ও সমগ্র রোগের বিবিধপ্রকার নব নব ভেষজ আবিষ্কারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোন স্থানে ধর্ম্ম-নীতি-বিশারদ ব্যক্তি-ব্যূহ সাত্ত্বিক বিষয়ের সমালোচনা করিতেছেন। কোন স্থানে আন্বী-ক্ষিকী-পটু ব্যাকরণবেত্তারা স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বলবৎ করণার্থ পরস্পর বাক্-বিতণ্ডা করিতেছেন এবং তন্নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইতেছে। কোন স্থানে বা নানা দেশাগত শিল্পীবৃন্দ পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠা লাভাশয়ে আপনাপন শিক্ষা ও সাধ্যানুসারে বহুবিধ কারুকর্ম্ম ও

শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কোথাও বা ভীম-কায় বদ্ধ-পরিকর মল্লগণ ব্যায়াম-ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়াছে। বেণু, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, তুরী, ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদিত্র-যন্ত্রের সুশ্রাব্য আতোদ্যে সর্ব্বস্থান প্রস্তীত হইতেছে। অরবিন্দ এই সকল রাজ-বিভব দর্শন করিতে করিতে চন্দ্রপ্রভার উদ্যান সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কল্পদ্রুম সকল নব-পল্লবোদ্গমে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যূথী, জাতী, মালতী, সেবতী, নবমল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পচয় প্রস্ফুটিত হইয়া পবনযোগে পরিমল প্রক্ষেপ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত করিতেছে। মধ্যস্থিত পরম শোভা-সম্পন্ন, সরোরুহ-সমাকীর্ণ সুদীর্ঘ সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সারস, মরাল, কারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিগণ প্রফুল্ল চিত্তে কেলি করিতেছে। কমল সমূহ মন্দ মারুত ভরে ঈষৎ কম্পান্বিত হইয়া কমলাকরের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। পদ্ম-পরাগ-রঞ্জিত ষট্পদকুল পুষ্পাসব-লোলুপ হইয়া গুন্ গুন ধ্বনি করতঃ প্রসূন সমূহে নিষণ্ণ হইতেছে। মুকুলিত চুত-শাখী-শাখায় উপবিষ্ট হইয়া পরভৃত-গণ মকরন্দ পানে প্রমত্ত রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে শ্রবণ-পুট-তৃপ্তিকর মনোহর স্বর দ্বারা মনোহরণ করিতেছে।

ক্রমে নৃপাত্মজ চন্দ্রপ্রভার মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকা-ত্রয় কহিল, "রাজকুমার! এই স্থলে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, রাজনন্দিনী কোন্ গৃহে আছেন জানিয়া আসি," এই বলিয়া তাহারা নৃপনন্দিনীর নিকট গমন করিল। ক্ষণকাল মধ্যেই উহারা প্রত্যাগমনানন্তর রাজকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া চন্দ্রপ্রভার ভবনে গমন করিল। রাজ-

কিশোর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন চন্দ্রচতুষ্টয়-পরিবেষ্টিত বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায় নীলবর্ণ কৌষেয়বসন-পরিহিতা, সুজাতাঙ্গী, শুভাপাঙ্গী, চন্দ্ররূপিণী-চন্দ্রপ্রভা সখীচতুষ্টয়-পরিবেষ্টিতা হইয়া এক দ্বিরদ-রদ-রচিত রুচিরাসনে সমাসীন আছেন। প্রাবৃটা-গমনে কপিঞ্জল যেরূপ উল্লাসিত হয়, চন্দ্রপ্রভাকে দর্শন করিয়া অরবিন্দ ততোধিক প্রমনাঃ হইলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা, এরূপ মনোমোহিনী মূর্ত্তি তো কখন নয়ন-পথের অতিথি হয় নাই। এই অমল রূপাতিশয় অবলোকনে চক্ষু কখন পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, যতবার নিরীক্ষণ করা যায় ততবারই অভিনব বোধ হয়। ইহাঁর বদন-পদ্ম অবলোকন করিলে কাহার না মন-মধুকর মধুলোভে মুগ্ধ হয়? অদ্য আমার নেত্রযুগল চরিতার্থ হইল। বোধ হয়, প্রজাপতি হর্য্যক্ষ, মাতঙ্গ ও কুরঙ্গের স্বীয় স্বীয় কটিদেশ, গমন ও নেত্র জনিত গর্ব্ব খর্ব্ব করণাভিপ্রায়ে এই কুমারী-রত্ন সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, নচেৎ একাধারে সর্ব্বোৎকর্ষ কখনই সম্ভবিতে পারে না। বুঝি ইহাঁরই অঙ্গ-সৌকুমার্য্য দর্শনে কমলিনী লজ্জিতা হইয়া নিমীলিতাক্ষী হইয়াছে। পরে রাজকুমার প্রফুল্লহৃদয়ে ভূপাল-তনয়া-প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রপ্রভাও রাজকুমারের তপ্ত-কাঞ্চন-সদৃশ বপুঃকান্তি, তড়িৎ-সদৃশ বিশাল-নয়ন-হিল্লোল, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণকলা-নিধি-সদৃশ মুখশ্রী, গম্ভীরাকৃতি, উদার-প্রকৃতি প্রভৃতি মনোহর রূপ লাবণ্য ও গুণ-গ্রাম অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, গত-কল্য তো এই পুরুষরত্নকেই তমাল তরুমূলে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম। বিধাতা বুঝি করুণার্দ্র-চিত্ত হইয়া অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধি করেন। এরূপ সর্ব্ব-রূপ-

গুণ-সম্পন্ন পুরুষ যে দর্শন করে নাই, তাহার নেত্রই বিফল। লোকে যে বলিয়া থাকে এক-স্থানে সমুদায় সৌন্দর্য্যের সুন্দররূপ সমাবেশ হয় না, সে কথা অদ্য হইতে অলীক হইল। এই-রূপে উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয় আকৃষ্ট হইয়া নিমেষ-শূন্য লোচনে পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন।

প্রণয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! রাজকুমার ও রাজকুমারী প্রথম সন্দর্শনেই প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের হস্তে পর-স্পর মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিলেন, চিত্ত-বৃত্তি বা অভি-প্রায় কিছুই পরীক্ষার অপেক্ষা করিলেন না। চন্দ্রপ্রভা রাজ-কুমারকে দর্শনাবধি বারম্বার ঈষৎ-হাস্য, কটাক্ষপাত ও অনুরাগ সঞ্চারের চিহ্নস্বরূপ বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাজকুমার সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বিবেচনা করিলেন, মকরকেতু বুঝি আমার প্রতি সদয় হইয়া নৃপনন্দিনীদ্বারা এই সকল বিলাস প্রকাশ করাইতেছেন। ফলতঃ মন্মথের উপদেশ ব্যতিরেকে কামিনীগণ কর্ত্তৃক এরূপ বিলাস কখন প্রকটিত হয় না। অনন্তর রাজকুমার চন্দ্রপ্রভাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অয়ি আয়ত-লোচনে! তোমার পরিচারিকা প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি, গতকল্য কোন তমাল-মূলে এক পুরুষকে অবলোকন করিয়া না কি তুমি অতিশয় বিকল-চিত্তা হইয়াছ। ইহা কি সত্য? যদি যথার্থ হয় তবে ঐ পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিঞ্চিৎ বর্ণনা কর; আমি সাধ্যানুসারে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক তোমার মনোরথ পূর্ণ করি-তেছি।" রাজকুমারী লজ্জায় মুখাবনত করিয়া মুকুলিতাক্ষী হইয়া রহিলেন। কিন্তু নৃপনন্দন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ

জিজ্ঞাসু হওয়াতে, অবশেষে রাজকুমারী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি গত কল্য যাঁহাকে দর্শন করিয়া তদীয় প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তাঁহার একখানি চিত্রপট আছে, যদি দর্শন করিবার ইচ্ছা হয় তবে আনাইতে পারি।" রাজকুমার কহিলেন, "কৈ সে আলেখ্য কোথায়? ত্বরায় আনাও।" তখন চন্দ্রপ্রভা পার্শ্ব-স্থিতা এক সহচরীকে ইঙ্গিত পূর্ব্বক একখানি দর্পণ আনিতে আদেশ করিলেন। সহচরী তৎক্ষণাৎ একখান বৃহৎ দর্পণ আনয়ন করিল। অনন্তর রাজনন্দিনী সখীর হস্ত হইতে ঐ মুকুর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ-কুমার সম্মুখে ধারণ করিয়া কহিলেন, "এই দেখুন সেই চিত্তচোরের প্রতিমূর্ত্তি ইহার মধ্যে অঙ্কিত রহিয়াছে।" রাজকুমার মুকুর মধ্যে স্বীয় আকৃতি অবলোকন পূর্ব্বক নৃপনন্দিনীর চাতুর্য্যের যথার্থ অর্থ অবধারণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রহৃষ্টমনা হইলেন এবং বলিলেন, "অয়ি চতুরে! এরূপ চাতুরী কোথায় শিক্ষা করিলে? চাতুর্বেদ্য মহোদয়গণ যে বলিয়া থাকেন 'অবলা প্রবলা,' অদ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত করিলাম। বুঝি এইরূপ চতুরতায় প্রতারিত হইয়া স্বয়ং ভগবান নারীর চরণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং দেবদেব মহাদেব সহধর্ম্মিণীর পদযুগল স্বীয় হৃদয়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন।" ঈদৃশ প্রণয়-তিরস্কারে রাজনন্দিনী লজ্জিতা হইয়া অবনতমুখী হইয়া থাকিলেন।

এবম্বিধ সুখদ মধুরালাপনে রাত্রি অধিক হইল। ক্রমে অম্লান-কিরণ রোহিণী-রমণ গগণ-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুবিমল দীধিতিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল করিল। ভোজন সময় উপস্থিত দেখিয়া রাজকুমারী সখীগণকে আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সখীরা আজ্ঞামাত্র বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী-

পরিপূর্ণ-সুবর্ণ-রচিত ভোজন-পাত্র আনিয়া রাজকুমারের সম্মুখে রাখিল। রাজনন্দন চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন, "অয়ি শরদিন্দুনিভাননে! আইস একত্রে ভোজন করি।" সহচরীগণ রাজনন্দিনীকে লজ্জিতা দেখিয়া পানীয় ও আচমনীয় বারি, তাম্বূল প্রভৃতি প্রস্তুতানন্তর গৃহ হইতে অন্তর হইল। তখন অরবিন্দ চন্দ্রপ্রভার করধারণ-পূর্ব্বক একাসনে আসীন হইয়া অশন করিতে বসিলেন। ভোজনান্তে আচমনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া উভয়ে এক মনিময় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। পরে বহুসংখ্যক চারু-বৃত্ত-স্তনী, আয়ত-লোচনা, সুবেশী গায়ত্রী ও নর্ত্তকী একত্রিতা হইয়া নরেন্দ্র-বালার ইঙ্গিত ক্রমে সঙ্গীত ও অভিনয় আরম্ভ করিল। মধুরভাষিণী ললনাগণের তান-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে নৃপাত্মজ পরিতুষ্ট হইয়া চন্দ্রপ্রভাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি শোভনে! আমার নিকট এমত কিছুই নাই যদ্দ্বারা এই সঙ্গীত-কারিণীদিগের পুরস্কার করি; অতএব তুমি আমার হইয়া ইহাদের যথোচিত পুরস্কার কর।" চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, "রাজকুমার! আপনার চিত্তবিনোদনার্থই ইহারা সঙ্গীত করিতেছে, যদি তদ্দ্বারা আপনার হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষোদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলেই উহারা যথেষ্ট রূপে পুরস্কৃতা হইয়াছে। আর যদি উহাদের পারিতোষিক স্বরূপ কোন বস্ত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই গৃহস্থিত যে বস্তু বাঞ্ছা হয় তাহাই দিতে পারেন। দর্শনাবধি মন প্রাণ সমুদায় সমর্পণ করিয়া আপনার অধীনী হইয়াছি; জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন।" অরবিন্দ রাজকুমারীর এতাদৃশ প্রণয়-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বর্ণনাতীত হর্ষলাভ করিলেন এবং গৃহ হইতে

কতিপয় বহুমূল্য রত্ন লইয়া ঐ গায়ত্রীদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

অনন্তর সঙ্গীত ভঙ্গ হইলে রাজকুমার ও রাজকুমারী এক হেম-রচিত পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। তখন চন্দ্রপ্রভা স্বীয় কণ্ঠ-স্থিত পুষ্প গ্রন্থিত এক ছড়া প্রালম্ব লইয়া রাজকুমারের কণ্ঠে পরাইতে উদ্যত হইলেন। সুবিজ্ঞ নৃপনন্দন স্বীয় কর দ্বারা তাঁহার করধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজকুমারি! ক্ষান্ত হও, পরিণয়াদি গুরুতর কার্য্যে গুরুজনের অভিপ্রায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নচেৎ পরিণামে কোন ক্রমে সুখকর হয় না; ইতিহাস পুরাবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর 'যে কামিনী অনূঢ়া-বস্থায় পিতামাতার অসম্মান করে, তিনি যে গৃহিণী হইয়া যাবজ্জী-বন স্বামীর বশীভূতা ও সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইবেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।' অতএব অগ্রে তোমার পূজ্য পিতা ও পূজনীয়া মাতার অনুমতি গ্রহণ কর তাহা হইলেই সকল সুফলদ হইবে।" চন্দ্রপ্রভা এই সদুপদেশ শ্রবণে মাল্যদানে বিরত হইয়া পরম সন্তোষে বিভাবরী যাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নৃপনন্দিনী মাতার নিকট গমন করিলেন। মহিষী প্রিয়তমা কন্যাকে দেখিয়া "মা এস" বলিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় উৎসঙ্গ-দেশে বসাইলেন এবং তদীয় আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করাতে চন্দ্রপ্রভা সলজ্জিত বদনে আপনার গমনের কারণ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। রাজ্ঞী প্রথমতঃ অরবিন্দের কুলশীল অনবগত থাকাতে অতিশয় বিষণ্ণা হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন চন্দ্রপ্রভা রাজকুমারের উন্নত কুল-শীল ও উৎকৃষ্ট গুণগ্রামের পরিচয় দিলেন, তখন উঁহার

বদন-পুণ্ডরীক আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ হইল, এবং তনয়াকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিয়া ভূপতি-সমক্ষে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রপ্রভার প্রণয় বৃত্তান্ত ও রাজকুমারের কুল-শীলের বিষয় সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভূপাল উপযুক্ত পাত্রে প্রিয়তমা দুহিতার প্রণয় সঞ্চার বার্ত্তা শ্রবণে প্রফুল্লচিত্তে রাজ্ঞীর সহিত কন্যার মন্দিরে গমন করিলেন এবং অলৌকিক রূপ-লাবণ্য–বিশিষ্ট সর্ব্ব-গুণাস্পদ রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া প্রীতিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অরবিন্দ স্বয়ং রাজা ও রাজ্ঞীকে উপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রো-খানপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও আয়ুষ্মান্ হও বলিয়া প্রণত রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজনন্দনের ভ্রমণবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভূপাল বিবেচনা করিলেন, এই উপলক্ষে দ্বারকাধিপতিকেও সৌখ্য-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারিব।

কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া রাজকুমারের সহিত নানাপ্রকার কথোপকথনানন্তর মহী-পতি সভায় উপস্থিত হইয়া প্রধানামাত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অমাত্য! দ্বারকাধিপতি শৈলরাজা-ত্মজের সহিত মদীয় প্রিয়তমা অঙ্গজা চন্দ্রপ্রভার শুভ পরিণয় সংপ্রতি উপস্থিত, অতএব শুভ সময়াবধারিত করিয়া দেশ দেশা-ন্তরীয় ভূপতি ও বুধগণের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ কর, এবং আর আর সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।" নরপাল এই আজ্ঞা করিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিবর নরপতির অনুমতি ক্রমে আনুক্রমিক সকল কার্য্যের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিরূপিত দিবস আগত হইলে নানা দিগ্দেশ হইতে আম-

ন্ত্রিত নৃপতি ও বুধগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত নগরী আনন্দময়, রাজবাটী কোলাহলময় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক তুরী, ভেরি, দুন্দুভি, পটহ, প্রতিপত্তূর্য্য, সপ্তস্বরা প্রভৃতির শব্দে শব্দায়মান হইতে লাগিল। অনন্তর সকলে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইলে, নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় বহুসখী-পরিবেষ্টিতা পদ্মপলাশাক্ষী চন্দ্রপ্রভা রক্তবর্ণ কৌশবস্ত্রাবৃত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ লোক-সমূহ মরালগামিনী রাজনন্দনীর অনুপম রূপমাধুরী, বিদ্যুল্লতা সদৃশ অঙ্গপ্রভা ও মুখমণ্ডলের চটুল শ্রী দর্শনে চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা স্বয়ম্ভুর কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল! একাধারে এই অলৌকিক রূপ রাশি কেমন নৈপুণ্য সহকারে সমবেত করিয়াছেন! আবার অরবিন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, লোকে যে বলিয়া থাকে মাধবীলতা রসাল তরুকেই আলিঙ্গন করে এবং দিতিজারি দেবেন্দ্র মন্দার-দামকেই কণ্ঠে ধারণ করেন, অথবা ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ কৌস্তভকেই বক্ষে স্থাপিত করেন ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণসিদ্ধ। রাজা ভীমসেন পর্য্যায়ক্রমে কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাপনানন্তর দেশীয় প্রথানুসারে অরবিন্দকে কন্যা-রত্ন সম্প্রদান করিলেন।

ভূপাল এইরূপে প্রিয়তমা দুহিতা চন্দ্রপ্রভার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জামাতার বাসার্থ রাজবাটীর পার্শ্বে এক মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অরবিন্দ ও চন্দ্রপ্রভা মিলিত-জীবন হইয়া তথায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা প্রথম হইতে সুশিক্ষিতা ও স্বভাবতই কোমল-হৃদয়া ছিলেন, তাহাতে আবার কৃতবিদ্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বামীর সদুপদেশ

প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সুতরাং পতিব্রতা ধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষ-পাতিনী হইয়া নব নব অকপট প্রণয়-ভাব প্রকাশ দ্বারা পতির মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। যে সাত্বিক মহোদয়গণ ঈশ্বর-নিষ্ঠা বিদুষী সহবাসে কালযাপন করেন, তাঁহারাই অরবিন্দ ও চন্দ্র-প্রভার তাৎকালিক সন্তোষ উত্তম রূপে অনুভব করিতে পারিবেন।

একদা প্রদোষকালে অরবিন্দ ও চন্দ্রপ্রভা সুশীতল সমীরণ সেবনার্থ এক পুষ্পোদ্যানে গমন করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অশোক, কিংশুক, বহ্নিদীপক, বহুলগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম-সমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, মন্দ মন্দ গন্ধবহ তদ্গন্ধ বহন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। সন্তোষ-প্রদ হরিদ্বর্ণ-গাঢ়-পল্লবাকীর্ণ, নির্জ্জন, শান্ত-রসাস্পদ লতাকুঞ্জস্থিত পত্রচয় চর্ম্মচটিকা, উলূকাদি নিশাচর পক্ষি কর্ত্তৃক বিকম্পিত হইয়া যেন ভাবুক কবিগণকে আহ্বান করিতেছে। ক্রমে বিধু-মণ্ডল ব্যোমমণ্ডলে অভ্যুদিত হইয়া সুনির্ম্মল দ্যুতিনিকর দ্বারা তমিস্র বিনাশ করিল। মারুতহিল্লোলে সরোবরের তোয়রাশি হিল্লোলিত হওয়াতে প্রতিবিম্বিত সুধাংশুর অংশু সহস্রাংশে অংশিত হইয়া সরোজিনীর সুচিত্রিত শয্যা স্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নক্ষত্রাদি গ্রহগণ নভোমণ্ডলে স্বপ্রকাশ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বকর্ত্তার অচিন্ত্য রচনা ও অনন্ত মহিমার পরি-চয় দিতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা স্বভাবের এই সকল রুচিরত্ব দর্শন করিয়া রাজকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! প্রকৃতিদেবীর কি মনোহর ভাব! দেখুন সৃষ্ট বস্তু সমূহই তন্নি-র্ম্মাতার আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কৌশল এবং অনন্ত শক্তি প্রকাশ করি-

তেছে। আমি জননীপ্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে চির-জীবন প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিবেন, এবং স্বামী বিশ্বপতির অদ্ভুত কার্য্যকৌশল ও অপার করুণার বর্ণনা ও বিবিধ সদুপদেশ দ্বারা স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মাদি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিবেন। অতএব আমার নিতান্ত বাসনা যে উপর্যুক্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা দ্বারা এ দাসীকে চরিতার্থ করুন।"

রাজকুমার প্রণয়িনীর ধর্ম্মপ্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং ঈশ্বর-প্রতি অটল ও অবিচলিত একান্ত আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! এই নশ্বর জগতে ধর্ম্ম আমাদের এক মাত্র বন্ধু ও অবলম্বনীয়। লোকে কেবল ধর্ম্ম-তরণি যোগেই অবলীলাক্রমে এই অপার জগদার্ণবের বিপদ রূপ উর্ম্মি-নিচয় উত্তীর্ণ হইয়া সেই অনন্ত ও অবিনাশী অমৃতপুরুষের আনন্দ-নিকেতনে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। অন্তর্যামী সার্ব্ব-ভৌম ঈশ্বর 'মহাম্বুধি স্বরূপ, আমরা স্রোতস্বতী রূপে সেই মহাম্বুধি হইতেই অস্তিত্ব লাভ করিয়াছি, এবং অবশেষে সেই মহার্ণবে বিলীন হইব।' মনুষ্যের ত্রিবিধ মনোবৃত্তির মধ্যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; কিন্তু ইহার উন্নতি সাধনার্থে অনু-মতি, উপমিতি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি ও কাম, ক্রোধ, জিঘাংসা, আসঙ্গ-লিপ্সা, অর্জ্জনস্পৃহা, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরও সহকারিতা আবশ্যক করে। অতএব এককালীন কোন প্রবৃত্তি-বর্জ্জিত হওয়া অনুচিত। কিন্তু ইহার মধ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহকে প্রধান প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী রাখিয়া বিশ্বপতির শাসন-প্রণালীর যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপালন করিতে হইবে। করুণাময় পরমেশ্বর

বিবিধ বৃত্তি ও তাহাদের ফল প্রদান করিয়া আমাদিগকে গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে গৃহাশ্রমে থাকিয়া দেশের হিতসাধন, বন্ধুগণকে প্রাণপণে সাহায্য দান, দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্যপ্রকাশ করা প্রভৃতি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকা সেই বিশ্বনিয়ন্তারই অভিপ্রেত। অতএব যাঁহারা ইহা জানিয়াও সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপে বিরত হইয়া অরণ্যে বা নির্জন স্থানে একাকী কালযাপন করেন, তাঁহারা কোন ক্রমে পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না। তাঁহাদের কর্তৃক না দেশের উন্নতি সাধন, না জনসমাজের উপকার, না করুণাময় সর্ব্বেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাঁহারা কেবল স্বীয় স্বীয় অসঙ্গত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধকে সঙ্গত ও যুক্তি-সম্মত বিবেচনা করিয়া, ঈশ্বরাভীপ্সিত অভ্যুদয়কর নিয়মের বিপরীতাচরণ করতঃ সেই অসীম ও অপার প্রেমসমুদ্র স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণস্থিতব্য পরমেশ্বরের করুণা-স্রোতঃ হইতে অন্তর হন। ভ্রম-কুজ্ঝটিকা তাহাদের জ্ঞান-নেত্রকে আবৃত করিয়া আনন্দদায়ক নির্ম্মল ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ দর্শন করিতে দেয় না।

প্রিয়ে! এই জগৎ কেবল মনুজ-বর্গের পরীক্ষালয় মাত্র। বুদ্ধিশূন্য ব্যক্তিরা ইহা অবধারণ করিতে না পারিয়াই এই অনিত্য পৃথিবীকে নিত্যধাম জ্ঞান করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, ও মাৎসর্য্য পরতন্ত্র হওত চৌর্য্য, লাম্পট্য প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা এবং তৎসমভিব্যাহারে বুদ্ধি-শক্তি প্রদান করিয়াছেন; আমরা প্রাজ্ঞ ও সাধুশীল মহাত্মাগণের মত ও কার্য্যকলাপ দৃষ্ট-

শ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির পর্য্যালোচনা দ্বারা সেই স্বাধীনতাকে সৎকর্ম্মে পরিণত করিব, ইহাই তাঁহার বাঞ্ছনীয়। এই জন্যই আমাদের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক হয়। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধন ও জগতের বিবিধ অদ্ভুত বস্তুর গুণাগুণ জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বরচয়িতার প্রতি ভক্তি সঞ্চার করাই বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা বলেন অর্থোপার্জ্জন ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগই বিদ্যাভ্যাসের চরম ফল, তাঁহারা উহার প্রকৃত লক্ষ্য অবগত নহেন। কি বিজ্ঞানশাস্ত্র, কি নীতিশাস্ত্র, কি দর্শন-শাস্ত্র, কি সাহিত্যবিদ্যা, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি ভূগোলবিবরণ, কি খগোলবিবরণ, শিক্ষার সকল অঙ্গই সেই সর্ব্বব্যাপী অবিনশ্বর অবনীশ্বরের অপার করুণা ও অনন্ত মহিমার প্রমাণ দিতেছে। ধর্ম্মোপার্জ্জনই যদি বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য ফল হইল, তবে নরনারী উভয়েরই সমভাবে বিদ্যা শিক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। হায়! তাঁহারা একবার মনে করেন না, যে সেই ভূমানন্দ ভোগে উহারা কি চির-বঞ্চিতা থাকিবে! স্ত্রীলোকেরা কি সেই মহান্ আদিপুরুষের অংশভূতা নয়? ঐ অবলারা পুরুষের নিকটে অন্যান্য বিষয়ে হীনা বলিয়া কি ধর্ম্ম বিষয়েও হীনা হইবে?

উহারা কি কেবল পুরুষদিগের রিপুবিশেষের পরিতৃপ্ততা সাধনার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে? যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। দেখ, মহিলাগণের শিক্ষাভাবে সহস্র সহস্র পার্থিব দুর্ঘটনায় মানবমণ্ডলের অশেষ দুরবস্থা হইতেছে। ব্যভিচার, সম্ভো-

জাত শিশুর অকালমৃত্যু, দম্পতীর পরস্পর অপ্রণয় ও তজ্জনিত আত্মহত্যাদি ঘোরতর পাপ সকল কেবল স্ত্রীগণের অবিদ্যার ফল। যাঁহারা এই সকল উত্তম রূপে প্রত্যক্ষীভূত করিয়াও স্ত্রীগণের শিক্ষা বিধানে অনভিমত প্রকাশ করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহই পরম পিতার অপ্রীতি-ভাজন হয়েন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক নিকৃষ্ট-পদ-বাচ্য হওয়ার কারণই বিদ্যা-হীনতা, নচেৎ স্ত্রীলোকেরা কি পুরুষ অপেক্ষা বুদ্ধি শক্তিতে ন্যূন, না স্মৃতি-শক্তিতে ন্যূন? কোন বিষয়ে ন্যূন নহে। অতএব স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কৃত-বিদ্য হইয়া জ্ঞান ও বুদ্ধি পরিমার্জ্জন পুরঃসর ঈশ্বরানন্দ-রসে রসিক হইয়া অনুপম সুখে কালপাত করা অতি আবশ্যক।

ঈশ্বর আমাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট করিয়াছেন। আমাদের এই প্রকৃতি গুণত্রয়ই উপযুক্ত রূপে পরিচালিত করা উচিত। তবে যে শেষোক্ত গুণদ্বয় নানা অনর্থের মূল হইয়া উঠে, সে কেবল পরিচালনার দোষে। উক্ত ত্রিবিধ গুণই আমাদের মঙ্গলকর, কোনটী অপকারী নহে। দেখ, রজোগুণ-বর্জ্জিত হইলে আমরা শত্রুদমন বা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতাম না। তমোগুণ না থাকিলে কে স্বীয় জ্ঞান বিস্তার দ্বারা অন্যের মূর্খতা দূর করিত? কে বিবিধ জ্ঞান-প্রসূ গ্রন্থরচনা করিয়া ভূমণ্ডলের অশেষ মঙ্গল সাধন করিত? করুণাময় পরমেশ্বর সকল বস্তুই আমাদের কুশলার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা কেবল জ্ঞানাভাবে তৎসমুদায়কে ব্যবহার্য্য করিতে অক্ষম। এই রূপ নৈসর্গিক ঘটনা সকল ও আমাদের ভাবী মঙ্গলের আদর্শ। কোন ব্যক্তির প্রিয়তম পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, তিনি দুঃসহ পুত্রশোকে

পরিতাপিত হইতেছেন; এমত স্থলে এই বিবেচনা করিতে হইবে, যে সেই পুত্র জীবিত থাকিলে হয় ত তাঁহার অপত্য-শোকাপেক্ষা শত গুণ উৎকট শোক ভোগ করিতে হইত, অথবা ঐ তনয়ের জন্য তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল-চ্ছেদ করিয়া পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হইতে হইত, অতএব করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ ভাবী দুঃখদ সন্তানকে পৃথিবী হইতে অন্তর করিলেন। এইরূপে পরম পিতা পরমেশ্বর বিপদরূপ উপদেশ দ্বারা সাক্ষাৎ গুরুর ন্যায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এই সমস্ত চিন্তা করিলে কাহার না হৃদয়-কন্দর কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হয়?

প্রিয়ে! সেই মহান অনাদ্যনন্ত পতিত-পাবনই আমাদের এক মাত্র অবলম্ব্য ও উপাস্য। যেমন সূর্য্য নিয়তই পৃথিবীকে স্বীয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ করুণাপাংনিধি-স্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত মানব কুলকে চিরকালই আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি কি শিশু কি কিশোর কি যুবা কি প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ সকলের জনক জননী, সভ্যাসভ্য সকল সন্তানকেই সমভাবে প্রেম করেন; তাঁহার স্নেহময় বাহু-যুগল দ্বারা সকলেরই গ্রীবা-দেশ বেষ্টিত রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান্ পরমপদার্থ এবং অনন্ত প্রেম ও অসীম জ্ঞানের পবিত্রাধার। তাঁহার শিবকর কর দ্বারা সমস্ত জগত সর্ব্বক্ষণ রক্ষিত হইতেছে। তিনি তাঁহার প্রিয়সন্তানগণের শিরোদেশ অমৃতের ভাস্বর কিরীটে শোভমান করিয়া ভূমন্ আনন্দ দানে তাহাদিগকে চরিতার্থ করেন। সেই করুণাধার একটী ক্ষুদ্র কীটের কুশল জন্যেও নৈসর্গিক ঘটনা সমূহ সুনিয়মে শাসন

করেন। তিনি মধুজামণ্ডলে মনুজমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের আত্মার চির-আনন্দ-নিকেতন স্বরূপ এক পরম রমণীয় স্থান (স্বর্গ) নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি, ন্যায়পরতা ও প্রেমের কুসুম স্বরূপ সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমরা তাঁহা হইতেই লাভ করিয়াছি। তাঁহারই প্রসাদে কত কত মহাপুরুষ ও জ্ঞানবান শিক্ষক কবিপদ বাচ্য হইয়া যুগে যুগে মানব মণ্ডলকে নীতি-শিক্ষা দান করিতেছেন এবং তাঁহাদের মুকুর-সদৃশ স্বচ্ছ জ্ঞান-পটে সেই পরমাত্মার কমনীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি পতিত হইয়া সকলের নিকট প্রতিফলিত হইতেছে। আমরা নিদ্রিতই থাকি আর জাগ্রতই থাকি, পার্থিব দুর্ঘটনায় আমাদের মন নিস্তেজই থাকে আর অকৃত্রিম প্রেমের বিশুদ্ধানন্দে উত্তেজিতই থাকে, তিনি সকল অবস্থাতে সকল সময় আমাদিগকে তাঁহার মঙ্গলকর কর দ্বারা রক্ষা করিতেছেন এবং প্রীতি-পীযূষ পান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন। নশ্বর বাহ্যবস্তুর অপরূপ মাধুরী ও অদ্ভুত আকৃতি প্রদর্শন করিয়া আপনার অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। মহীরুহগণও শাখা বিস্তারব্যপদেশে হস্তোত্তলন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। কুসুম-কলিকা-কলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া, ও বিহঙ্গকুল বিহায়স-মার্গে বিচরণ করিয়া, কেহ বা গন্ধোপচারে, কেহবা সুমধুর তানে তাঁহারই পূজা করিতেছে। তিনিই আমাদিগকে অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন করিয়া সকল জীবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। তিনি অন্তর ও বাহ্য জগতে অবিনশ্বর ও পর-লোকে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দিবাকর, নিশাকর, চন্দ্রদ্বয় সহ নেপচিউন, চতুশ্চন্দ্রবিশিষ্ট বৃহস্পতি, ষট্‌চন্দ্র-বেষ্টিত হর্শেল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

চন্দ্রার্ষ্টক্র ও রমণীর জ্যোতিষ্মান্ অঙ্গুরীয়-ত্রয়-বলয়িত সৌরি প্রভৃতি গ্রহগণ যথাকালে পর্য্যায়ক্রমে গতিবিধি করিতেছে। যাহা যাহা আমাদের অত্যাবশ্যকীয়, করুণাময় পরমেশ্বর তাহা প্রচুর রূপে প্রদান করিয়াছেন। দেখ, জগজ্জীবন বায়ু, সর্ব্বজীবের জীবনাধার জীবন ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় পদার্থ সমূহ সর্ব্ব-স্থানে অপর্য্যাপ্ত রূপে রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণার অন্ত নাই, মহিমার পার নাই।” শুদ্ধমতি ওপরত্রভীরু রাজনন্দিনী প্রজ-কপোল-কল্পিত এই সকল সাত্বিক উপদেশ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি চিত্ত প্রসাদ লাভ করিয়া কহিলেন, “নাথ! অদ্য এ দাসীকে কৃতার্থ করিলেন।” এবম্প্রকার বিবিধপারমার্থিক কথোপকথনে রাত্রি অধিক হইলে, উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

মনুষ্যের সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল কখন সমান থাকে না। দেখ রামচন্দ্র রাজপুত্র হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেন। রাজা দশরথও তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কালিনী মহিষী কৈকেয়ীর পরচক্রে প্রতারিত হইয়া সেই প্রাণ-সম পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিলেন। হায়! কোথায় রাজ্যাভিষেক, কোথায় বনবাস! বনেই বা তাঁহার কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই অপার দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সিংহা-সনাধিরূঢ় হইয়া বহুকাল মহাসুখে কালযাপন করেন। অতএব মনুজবর্গের সুখ ও দুঃখ উভয়ই ক্ষণিক।

রাজমন্ত্রিগণ ক্রমে অরবিন্দকে সর্ব্ব-গুণাস্পদ এবং রাজা-ভীম-সেনকে তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ও আপনাদিগকে শিথিলা-দর দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ঈর্ষ্যান্বিত হইল, এবং রাজকুমারকে

স্থানান্তরিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা প্রত্যুষে রাজাকে নির্জ্জনে দেখিয়া উহারা কহিতে লাগিল, " অবনিপাল! আপনকার জামাতার বাহ্য ব্যবহারে যেরূপ বিচক্ষণতা, মহানুভবত্ব ও মন-সারল্য লক্ষিত হয়, বাস্তবিক তাহা সকলই অলিক; কেবল বাহিরে মধু অন্তরে গরল! আমরা বিস্তর আয়াসে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি, কোন কৌশল দ্বারা মহারাজকে সংহার করিয়া সিংহাসনাসীন হওয়াই তাঁহার অভিসন্ধি। অতএব অবিলম্বে তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনানুমতি করুন।" রাজা ভীমসেন স্বভাবতই অবিবেকী, শিথিল-বুদ্ধি ও অতিশয় সন্দিগ্ধ-চিত্ত ছিলেন; সুতরাং মন্ত্রিবর্গের শাঠ্য-জালের প্রতি বিশেষ প্রনিধান না করিয়া, এই অযৌক্তিক বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধে, তৎক্ষণাৎ অরবিন্দকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, " আমি তোমার দুরভিসন্ধির সম্পূর্ণ মর্ম্মাবধারণ করিয়াছি; অতএব তুমি অগৌণে আমার প্রদেশ হইতে প্রস্থান কর।" রাজকুমার শ্বশুরের এতাদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত খিন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বিদায় হইলেন এবং গমনকালীন একবার প্রিয়তমা প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাতাভিলাষে অবরোধ-দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

এদিকে মনস্বিনী চন্দ্রপ্রভা ঈশ্বরোপাসনা সমাপনান্তে কি প্রকারে পরমপ্রণয়িতব্য জীবন-সর্ব্বস্ব পতির পরিচর্য্যা দ্বারা পতিব্রতা ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের প্রেম-ভাজন হওয়া যায়, মনে মনে এই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলম করিতেছিলেন। এমত সময় এক সহচরী আসিয়া সজল নয়নে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইল। রাজকুমারী প্রিয় সহচরীকে ম্লান-বদনা ও সজল-লোচনা দেখিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, " সখি!

আজি তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমাকে কটূক্তি করিয়াছে? বল, তাহাহইলে এইক্ষণেই তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" সহচরী রাজকুমারীর এতাদৃশ স্নেহান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আর অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না এবং মুক্তকণ্ঠে "সখি সখি" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিল। নৃপনন্দিনী সহচরীর ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর নয়ন-গোচর করিয়া কোন গুরুতর অনিষ্টপাতের আশঙ্কা করিলেন এবং স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রুমোচন করিয়া দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়সখি! জীবিতেশ্বর রাজকুমারের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? অদ্য প্রত্যূষে দুইজন প্রতিহারী আসিয়া তাঁহাকে পিতার সভায় লইয়া গিয়াছে। পিতা ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি কখন তোমার প্রফুল্লবদন এরূপ মলিন দেখি নাই। যে নয়নযুগল হইতে সর্ব্বদা আনন্দ-জ্যোতিঃ নির্গত হইত, আজি কেন তাহা হইতে অনবরত সরিৎ-স্রোত সদৃশ অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে? বুঝি প্রাণাধিক প্রভুর কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই বুঝি স্নেহবশতঃ আমার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছ না, এবং তজ্জন্যই বুঝি বারম্বার আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছ। সখি! তোমার ভাঁবভঙ্গি অবলোকন করিয়া আমার মন ও প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে এবং অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে! যাহা ঘটিয়া থাকে শীঘ্র ব্যক্ত করিয়া আমার সংশয় অপনীত কর। তুমি কি আর্য্যপুত্রের কোন অশুভ ঘটন শুনিয়া আসিলে, না অন্য কোন প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে? কি হইয়াছে, আশু বল।" তখন সহচরী গলদশ্রু নয়নে গদগদ বচনে কহিতে লাগিল, "ভর্ত্তৃ-

দারিকে! বলিব কি, আমার বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না; তোমার সহচরী হইয়া আমি তোমাকে যে দুঃসংবাদ দিতে আসিয়াছি ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম না। তুমি যাহা ভাবিয়াছ, আজি তোমার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। অদ্য মহারাজ মন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণা-কুহকে মুগ্ধ হইয়া স্বীয়রাজ্য হইতে তোমার প্রাণেশ্বরকে নিষ্কাশিত হইতে আদেশ করিয়াছেন; রাজকুমারও শ্বশুরাজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক পারিষদগণের নিকট বিদায় লইয়া কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎকারণ শুদ্ধান্ত-দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।” এই মাত্র বলিয়া সহচরী অধোবদনে অবিরলধারায় বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। পতিপ্রাণা চন্দ্রপ্রভা কুলিশ-পাত তুল্য এই হৃদয়-বিদীর্ণকর অশিব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে, শিথিল-কেশে, বিশৃঙ্খলবেশে, উন্মত্তার ন্যায় হৃদয়বল্লভ সমীপে দৌড়িয়া গেলেন।

রাজকুমার প্রণয়িনীকে দেখিয়া আর শোক-বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার শোক-সিন্ধু একেবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তথায় কোন ক্রমে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! অদ্য আমাকে জন্মের মত বিদায় কর; তোমার সহবাস-জনিত আনন্দের মূল আজি হইতে উচ্ছেদ হইয়াছে; সকল পৌরজন হইতে বিদায় লইয়া বনযাত্রায় প্রস্তুত হইয়াছি। এইক্ষণে তুমি বিষাদ পরিহার পূর্ব্বক অনুমোদন সহকারে বিদায় দাও।” পতি-পরায়ণা চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া কহিলেন, “নাথ! এ অভাগিনীকে অনাথিনী করিয়া কোথায় গমন করিবেন? এ দাসী কাহার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে? যদি একান্তই প্রস্থান করেন, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন আমি গুরুজন ও পরিজনগণের নিকট বিদায় লইয়া ত্বরায় আসি-

তেছি।” অরবিন্দ নরেন্দ্র-সুতার এবম্প্রকার কাতরোক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, “কল্যাণি! তুমি রাজদারিকা, জন্মাবধি সুখ ভিন্ন দুঃখ কাহাকে বলে জাননা; বিশেষ বনপর্য্যটনের অশেষ ক্লেশ, বনবাসীগণের শস্পক্ষেত্রই সুকোমল কৌশ-শয্যা, পাদপ-পল্লবই বিচিত্র চন্দ্রাতপ, পত্রপুটই হেম-রচিত পানপাত্র, গিরিকন্দরই পরম রমণীয় প্রাসাদ, তরুমূলই মণিময় আসন, হিংস্র জন্তুই আসন্নগৃহী; তুমি অতি সুকুমারী, কোনক্রমেই বনভ্রমণের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব, হে সুমধ্যমা অনিন্দিতে! ক্ষান্ত হও, আমার সহিত সেই অপার দুঃখ সাগরে ঝাঁপ দিওনা; পিতৃ-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অনুপম সুখে কাল-হরণ কর।” পতি-পরিচর্য্যা-নিষ্ঠা নৃপনন্দিনী পতির ঈদৃশ প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আর্য্যপুত্র! প্রাণ-পক্ষী বনে উড়াইয়া দিয়া এই ভারাক্রান্ত শূন্য দেহ-পিঞ্জর লইয়া কিপ্রকারে গৃহে থাকিব, বলুন। পতিই সতীর প্রধান গুরু ও পরিচার্য্য, পতিসেবা দ্বারাই কামিনীগণ ইহলোকে ও পরলোকে ঈশ্বরের প্রেম-ভাজন হইতে পারে। দেখুন বৈদেহী, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী প্রভৃতি পরম পবিত্রা পতি-পরায়ণা সতীগণ স্বীয় স্বামী সমভিব্যাহারে বনগমন করিয়া তচ্চরণ সেবা দ্বারা আপনা-দিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এ সকল জানিয়াও কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুরাজ্ঞা করিতেছেন? কোন্ পাপীয়সী পরমারাধ্য, সেব্য ও জীবন-সর্ব্বস্ব পতিকে চির-বিদায় দিয়া অনার্য্যা হইয়া অপ্রতিহত চিত্তে কালযাপন করিতে পারে? প্রাণাধিনাথ! যদি এ দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া যান তবে নিশ্চয় স্ত্রীহত্যাজনিত দুরপনেয় পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে।”

রাজকুমার সহধর্ম্মিণীকে এতাদৃশ স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও চল-চিত্ত দর্শনে ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, "নাথ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি নমস্য ও বয়স্যগণের নিকট বিদায় লইয়া আসিতেছি" এই বলিয়া নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ স্বীয় জননী সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ! "মাতঃ তোমার অভাগিনী তনয়াকে অদ্য জন্মের মত বিদায় কর।"

মহিষী ইতিপূর্ব্বেই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, এই-ক্ষণে একমাত্র প্রাণাধিকা নন্দিনীকে চির-বিদায় দিতে হইবে, ভাবিয়া একান্ত অধীরা হইলেন. অনর্গল অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃ-স্থল ভাসিয়া গেল। চন্দ্রপ্রভা জনয়িত্রীকে নিতান্ত ক্ষিণ্ণা ও বিকল-চিত্তা দেখিয়া, স্বীয় দুকূলাঞ্চল দ্বারা তাঁহার অশ্রু মোচন করিতে করিতে কহিলেন, "জননি! স্ত্রীজনের পতিই সর্ব্বাপেক্ষা সেবনীয়। পরম পবিত্রা সতীরা পতির চরণ সেবা দ্বারাই ইহকালে সর্ব্ব দুঃখোত্তীর্ণ হইয়া পরকালে নির্ম্মলানন্দ ভোগ করিতে সমর্থা হন; অতএব বিষাদ পরিহার করতঃ প্রশস্ত চিত্তে অনুমোদন প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমোপাস্য পতির অনুগামিনী হইতে অনুমতি করুন।" রাজ্ঞী অপত্য-স্নেহের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! তুমি কি প্রকারে বনভ্রমণের বিষম ক্লেশ সহ্য করিবে? এই শিরীষ-কুসুম-সম সুকুমারাঙ্গে কি প্রকারে দিনকরের প্রখরাতপ-নিকর সহ্য হইবে? এবং কি রূপেই বা দিনান্তে যথাকথঞ্চিৎ ফলমূলাহার করিয়া জীবন ধারণ করিবে? মনে করিয়াছিলাম জামাতাকে সিংহাসনাধিরূঢ় করাইয়া তোমাকে পট্টমহিষী দেখিয়া নয়ন-যুগলের চরিতার্থতা সম্পাদন করিব।

হায় এখন কি তোমাকে বনগমনের অনুমতি দিতে হইল!!! হা দগ্ধ বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল! আমার অঙ্ক-ভূষণ চন্দ্রপ্রভা অধ্ব শ্রান্তে ক্লান্তা হইয়া পিপাসু হইলে, কে যথা কালে বারিদান করিবে? দিবাকরের খরতর কিরণে চন্দ্রমুখ স্বেদাক্ত হইলে কে তালবৃন্ত বীজন করিয়া বৎসকে শীতল করিবে? আ—কি হইল! প্রাণাধিকা চন্দ্রপ্রভা বিরহে আমি কেমন করিয়া এই দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিব! আর কে এ অভাগিনীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিবে!" ইত্যাকার নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মহিষী তনয়াকে ক্রোড়ে করিয়া বারিদবর্ষণের ন্যায় অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা প্রসবিত্রীকে এতাধিক কাতরা দেখিয়া, তাঁহার পদযুগল ধারণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "অম্বে! জগদীশ্বরের কৃপা থাকিলে, আপনার আশীর্ব্বাদ-বলে এদাসী পতি-সমভিব্যাহারিণী হইয়া অনায়াসে বন-পর্য্যটন ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে; সে জন্য চিন্তা করিতেছেন কেন? পরম গুরু পতির চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিলে কি কোন দৈহিক দুঃখ দুঃখ বলিয়া বোধ হয়?" রাজকুমারী এতদ্ভূত বহুল প্রবোধ বাক্যে জননীকে সান্ত্বনা করিয়া তচ্চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

চন্দ্রপ্রভা এইরূপে মাতার নিকট চির-বিদায় লইয়া সখীগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়ভগিনীগণ! অদ্য এই হতভাগিনী তোমাদের নিকট এ জন্মের মত বিদায় হইতে আসিয়াছে। শৈশবাবধি তোমাদের সহিত একত্র অবস্থান, একত্র শয়ন, একত্র ভোজন করিয়াছি এবং সময় সময় অমর্ষ-পরবশ হইয়া বিবিধ হৃদয়-বিদীর্ণ-কর পরুষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তোমাদের উপেক্ষা করিয়াছি,

এক্ষণে সে সমস্ত স্মৃতিবর্ত্মাপনীত করিয়া অমক্তচিত্তে প্রীতি সহকারে বিদায় কর।” সখীরা রাজকুমারীর ইত্থম্ভূত স্নেহোক্তি শ্রবণ করিয়া, “সখি! কোথায় যাও, যাইতে পাইবে না” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, এবং প্রেমভরে তাঁহার কণ্ঠ-দেশ ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “আমরা আর কাহাকে সখি সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইব?—আর কাহার পীযূষ-পূর্ণ বদন-কমল নিরীক্ষণ করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব?—আর কাহার সুধাবর্ষণ সদৃশ মৃদুমধুর বাক্য-পরম্পরা আকর্ণন করিয়া কর্ণ-কুহর শীতল করিব?—আর কাহার সহিত একত্র হইয়া প্রফুল্লিত চিত্তে কুসুমোদ্যানস্থিত পাদপ-সমূহের আলবালে বারি সেচন করিব? আমরা কখন তোমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করিতে পারিব না।” চন্দ্রপ্রভা অশ্রুধারা-বিগলিত নয়নে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়-সখীগণ! বৃথা অনুতাপ করিয়া আর শোকাবেগ উচ্ছলিত করিওনা, এ অনুতাপের সময় নয়; হৃদয়-বল্লভ অন্তঃপুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমার কারণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক স্নেহালিঙ্গন দ্বারা পতির অনুগমনার্থে ত্বরায় বিদায় কর। সখীগণ! তোমাদিগকে আর কয়েকটী কথা বলিয়া যাই, অবশ্য প্রতিপালন করিও।—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিল, সেজন্য তোমরা আর বিলাপ করিও না। আমার ভাবনা ত্যাগ করিয়া তোমরা সত্বর মাতার নিকট গমন কর। আমার বিচ্ছেদে তিনি নিতান্ত শোকার্ত্ত ও অস্থির হইবেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের হ্রাস ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, প্রাণপণে তাহা করিও; যাহাতে আমার বিরহ-বেদনা তাঁহার চিত্তবৃত্তি হইতে অচিরে অপসারিত

হয় তদ্বিষয়ে একান্ত যত্নবতী হইও। তাঁহাকে আমার কোটি কোটি অনুরোধ জানাইয়া বলিবা, তিনি যেন শোক ও ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্তচিত্তে গৃহকার্য্যে মনঃ সংযোগ করেন। আর মদারোপিত পুষ্পপাদপ গুলিতে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে বারি সেচন করিও। এবং আমার পালিত প্রিয় শশক সাবকটীকে প্রযত্নাশয়-সহকারে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবা, দেখিও যেন কোন প্রকারে উহার কষ্ট না হয়; ঐ দেখ আমাকে গমনোন্মুখিনী দেখিয়া আস্যদ্বারা আমার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে।” এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা বস্ত্রান্তরাললুক্কায়িত শশক-সাবকটীকে স্নেহ-ভরে কিয়ৎক্ষণ বক্ষঃস্থলে ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে এক সখীর করে সমর্পণ করিলেন। পরে একে একে সকল সখীর সহিত শেষ স্নেহাশ্লেষ পূর্ব্বক জন্মের মত বিদায় হইয়া পতির নিকট গমন করিলেন।

এ দিকে অরবিন্দ বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবেচনা করিতে-ছিলেন, প্রিয়া বুঝি আসিলেন না, অথবা আর্য্যজন ও সহচরীগণের নিকট বিদায় লইতে বিলম্ব হইতেছে। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, রাজনন্দিনী দ্রুতবেগে আগমন করিতেছেন, এবং তাঁহার সখীগণ নয়ন-জলে ভূতলস্থিত রেণু-নিকর সিক্ত করিতে করিতে আসি-তেছে। পরে চন্দ্রপ্রভা ও রাজকুমার একত্রিত হইয়া গমনোদ্যত হইলে, সহচরীরা শোকে ব্যাকুল হইয়া রাজকুমারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, “হা প্রিয়সখি! এ রাজপুরী অন্ধকার করিয়া কোথায় চলিলে? আজি হইতে যে উজ্জয়িনীর চন্দ্র অস্তমিত হইল! যখন তোমার জননী আমাদিগকে জিজ্ঞাসিবেন ‘আমার অমূল্য রত্নটী কোথায় রাখিয়া আসিলে’ তখন কি সান্ত্বনা ছলে

আমরা তাঁহাকে প্রবোধ দিব? হায়! তোমাকে বনে বিদায় দিয়া আমরা কেমন করিয়া শূন্যগৃহে ফিরিয়া যাইব?—ফিরিয়া যাইয়াই বা কেমন করিয়া তোমার নিবাস-মন্দির ও কেলিকুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব? হায়! এই ত্রিদিব-বিভব-শালী রাজ-পুরীতে একটীমাত্র দীপ জ্বলিত, আজ্জি হইতে বিধাতা তাহাও নির্ব্বাণ করিলেন!!" চন্দ্রপ্রভা নয়ন-আঁসারে আর্দ্র হইয়া শোকা-কুল কণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয়সখীগণ! এ সময় আর বৃথা প্রলাপ করিয়া বিলাপ বৃদ্ধি করিও না। এ অভাগীর ভাগ্যে বিধাতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল সে জন্য আর খেদ করিও না। তোমরা এক্ষণে সকলে গৃহে ফিরিয়া যাও। আর পিতার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইয়া কহিও, 'যাঁহার পদরা-জীবে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইলাম, পতি ভিন্ন অবলার আর কি গতি আছে।' প্রিয়সখীগণ! এ দুরদৃষ্টা সখীকে ভুলিও না, তোমাদের কাছে আজি অভাগিনী চন্দ্রপ্রভার এই ভিক্ষা।" এই বলিয়া রাজকুমারী বিরত হইলে, অরবিন্দ সজল-নয়নে সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সহচরীগণ! আমরা এক্ষণে বিদায় হই, আমার দুঃপ্রাক্তন বশতঃই তোমাদের সহবাস জনিত অনুপম সুখে বঞ্চিত হইলাম। শ্বশ্রূদেবীকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইও—আর কি কহিব?" এইমাত্র বলিয়া রাজকুমার প্রিয়তমার হস্তধারণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সখীরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের গমনদিশাভিমুখে চাহিয়া থাকিল এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা নেত্র-পথের বহির্ভূত না হইলেন, ততক্ষণ নির্নিমেষে সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল; নয়ন-পথের অগোচর হইলে, হাহাকার করিয়া বিজয়া

দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন-কারীগণের ন্যায় গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

রাজকুমার প্রণয়িনীর সহিত ক্রমে নগরীর সীমা অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ অটবি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রকৃতির অতিশয় কমনীয়তা দর্শন করিয়া রাজকুমার চারুনেত্রা চন্দ্রপ্রভার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, " অয়ি চন্দ্রনিভাননে! ঐ দেখ তোমার নয়ন-যুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, এণকুল লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতেছে, এবং তোমার মনোহর কুন্তল-কলাপ অবলোকন করিয়া নবীন জলধর ভ্রমে শিখীবৃন্দ পুচ্ছবিস্তার পূর্ব্বক পুলকিত চিত্তে নৃত্য করিতেছে, বুঝি তোমারই সুচারু কৃশ কটিদেশ নয়নগোচর করিয়া মৃগরাজ অদৃশ্য ভাবে বিরাজ করিতেছে। দেখ দেখ প্রকৃতিদেবীর কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! ঐ দেখ সহদেবীলতা সমীপবর্ত্তী পতিরূপ পুন্নাগ পাদপকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে; খরতর সৌরকরে সন্তাপিত হইয়া শশকীগণ স্বীয় সাবক সমভিব্যাহারে সুশীতল তরুচ্ছায়ায় শয়ন পূর্ব্বক সুষুপ্তি সুখানুভব করিতেছে; ধবলবর্ণ সিকতাময় স্তম্ভে রবি-রশ্মি সংযোগ হওয়াতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। আইস, অদ্য আমরা এই লোচনাভিরাম স্থানে অবস্থান করি" এই বলিয়া নৃপনন্দন সীমন্তিনীর সহিত এক ঘন পল্লবাবৃত তরুমূলে উপবেশন করিলেন। ইহাতে প্রতীতি হইল যেন দুর্জ্জয় দিতিজ সুন্দোপসুন্দের ভয়ে ত্রিদিবপতি সহস্রাক্ষ পৌলোমীর সহিত অমরাবতী হইতে পলায়ন করিয়া পিতামহের উদ্যানে আশ্রয় লইলেন; অথবা শ্রীমতী আয়ান ভয়ে ভীতা হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঞ্জুকেশীর সহিত কুঞ্জমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

এমন সময় দিবাবসান হইয়া আসিল, ভগবান্ কমলিনী-নায়ক অস্তাদ্রির শিখর দেশে অবরোহণ করিলেন। রাজকুমার ক্রমে ক্রমে বিভাবরী আগতা দেখিয়া, নিকটস্থিত এক গিরি-চাত্বালে প্রবেশ পূর্ব্বক শুষ্ক পত্র দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন এবং প্রণয়িনীর বসনাঞ্চল দ্বারা উপধান প্রস্তুত করিয়া উভয়ে শয়ন পূর্ব্বক রজনী পাত করিলেন।

প্রত্যুষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া দম্পতী পুনরায় গমনোদ্যত হইলেন। অপরিজ্ঞাত বিপিনমধ্যে বিবিধ অসমভূমি ও উৎকট পদবী উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাদের সমধিক ক্লেশ হইতে লাগিল। ক্রমে ত্বিষাম্পতি গগণমণ্ডলের সম্যক মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঋজুভাবে সুতীক্ষ্ণ-করমালা বিস্তার পূর্ব্বক ধরাতল উত্তপ্ত করিল। চন্দ্রপ্রভা একে রাজনন্দিনী, তাহাতে আবার বন-ভ্রমণ-জনিত দুঃসহ কষ্ট ও পূর্ব্বদিবসাবধি সম্পূর্ণ অনশন প্রযুক্ত নিতান্ত কাতরা হওয়াতে, পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাচ পতি বিরক্ত হইবেন বলিয়া সেই প্রকার জীবন্মৃতাবস্থায় গমন করিতে লাগিলেন! রাজকুমার সীমন্তিনীর বিধুবদন ম্লান ও চরণদ্বয় কণ্টক-ক্ষত দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "প্রিয়ে! এই জন্যই আমি তোমাকে আসিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম; দেখ সবিতা-করে চন্দ্রমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, খরধার দর্ভাগ্রে সুকোমল পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোনিতার্দ্র হইয়াছে।" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজকুমার প্রণয়িনীর কর-ধারণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। নৃপনন্দিনী অধ্বশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসাঙ্গী হইয়া তথায়ই শয়ন করিলেন। কিঞ্চিৎ-কাল মধ্যে বলবতী উদন্যা তাঁহার কণ্ঠশোষ করিল। তখন ধৈর্য্যাব-

লম্বনে অসমর্থা হইয়া মৃদুস্বরে রাজকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নাথ! আমি অতিশয় পিপাসিতা হইয়াছি, যদি পারেন, কিঞ্চিৎ জীবনদান করিয়া এ দাসীর জীবন রক্ষা করুন।" রাজকুমার অমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বারি অন্বেষণে গমন করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ কিয়দ্দূর গমনান্তেই এক সুনির্ম্মল বারি-গর্ভ সরিৎ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর দ্রুত পাদচারে তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া পদ্মপত্রের পাত্র নির্ম্মাণ করতঃ জলাহরণ পূর্ব্বক তীরে উঠিলেন। প্রত্যাগমন কালে অজ্ঞাতসারে এক বিষধর অহির গাত্রে পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে উষ্ণাতপের প্রখরাতপে তাপিত হইয়া ভুজঙ্গগণ স্বভাবতই সমধিক ভীষণ হয়, ঈদৃশ সময়ে ঐ তীক্ষ্ণ-বিষপন্নগ রাজকুমার কর্ত্তৃক দলিত হওয়াতে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিয়া বিবরে প্রবেশ করিল। নৃপনন্দন আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; কেবল "হা প্রিয়ে, কোথায় রহিলে" এইমাত্র বলিয়া অসহ্য বিষের জ্বালায় হত-চৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল, সুপরিণত বিম্ব সদৃশ সুবর্ণ ওষ্ঠাধর অঞ্জনের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল, মুহুর্মুহু মুখ হইতে লাল-বিম্ব নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে রাজকুমার দারুণ কালকূট-প্রভাবে তৃণ-তল্পোপরি মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

এদিকে রাজকুমারী বহুক্ষণ পতির প্রত্যাগমনাপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তিনি প্রত্যাগত না হওয়াতে যূথ-ভ্রষ্টা করেণুর ন্যায় সোৎকণ্ঠিত লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পতি-আগমন-তৃষ্ণা অতি প্রবল হওয়াতে বারিতৃষ্ণা অপনীত হইল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বুঝি নাথের

কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নতুবা এতক্ষণ আসিতেন, সন্দেহ নাই। পরিশেষে পতির অদর্শনে একান্ত অধীরা হইয়া, যে দিকে রাজকুমার উদাম্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, অলিহারা ফণীর ন্যায় সেই দিকে ধাবিতা হইলেন। আহা! পতিপ্রাণাসতীর কি অনির্ব্বচনীয় মানসিক ভাব! শারীরিক নিতান্ত অসুস্থা থাকিলেও প্রাণাধিক পতির অমঙ্গল অনুভূত হইলে কি আর স্থির থাকিতে পারেন? দেখ, চন্দ্রপ্রভা পথভ্রমণাবসাদে নিতান্ত ক্লান্ত ও উপর্য্যুপরি দুই দিবস সম্পূর্ণ উপবাস জনিত ক্ষুৎ-পিপাসায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া উত্থানশক্তিরহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রাণ-প্রিয়তম পতির অনিষ্ট উপলক্ষিত হওয়াতে পবমানবেগে তদাম্বেষণে ধাবিতা হইলেন। কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়াই দীপশূন্য গৃহের ন্যায় প্রাণেশ্বরের প্রাণশূন্য নিষ্প্রভ দেহ দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনা দর্শনে চন্দ্রপ্রভার অন্তঃকরণে যে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচনা-সাপেক্ষ। তিনি অমনি প্রচণ্ড বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা হইয়া মূর্চ্ছাক্রান্তা হইলেন। অনেক ক্ষণের পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সস্পৃহ নয়নে রাজকুমারের বিষাক্রুষ্ট অসিতবর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে প্রাণেশ্বর! হে জীবিতেশ্বর! হে পরমারাধ্যতম! হে মহাদ্যুতে! হে মঙ্গলাস্পদ! এ হতভাগিনীকে ঈদৃশ বিজন বিপিনে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? না পিতার আজ্ঞা পালন করিলাম, না মাতার স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইলাম, না সখীগণের প্রণয়ের অপেক্ষা করিলাম, না পরিজনের বাক্যে কর্ণপাত করিলাম, নাথ! সমুদয়

ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি; এইক্ষণে কি অপরাধে এ দাসীকে চরণ-চ্যুত করিলে? একবার নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক প্রতিবচন দ্বারা এ অভাগিনীর তাপিত হৃদয়কে শীতল কর, একবার বদন-সুধাকর বিকাশ পূর্ব্বক আমার নয়ন-চকোর পরিতৃপ্ত কর। হায়! আমি কোথায় যাইব? কাহার আশ্রয় লইব? প্রাণাধিনাথ! সদয় হও, একবার এই অনাথিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তোমার হৃদয় যে কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ জানি, তবে আজি কেন এ হতভাগিনীর এত বিলাপ শ্রবণ করিয়াও তূষ্ণীভূত হইয়া রহিলে? অয়ি অম্বে বসুধে! তুমি দ্বিভাগ হইয়া তোমার এই অভাগা তনয়াকে অঙ্কে ধারণ কর।" এবম্বিধ বিলাপ করিতে করিতে চন্দ্রপ্রভা মৃত পতির চরণ ধারণ পূর্ব্বক পাংশুশয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকুমারী শোক সংবরণ করিয়া জীবিতেশ্বরের অনুগামিনী হওয়াই শ্রেয় বোধ করিলেন। এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী হ্রদিনীর তীরে উত্তীর্ণা হইলেন। এমন সময় অম্বরমণ্ডলে এক অশ্রুতপূর্ব্ব দৈব-বাণী হইল, যথা—"বৎস চন্দ্রপ্রভে! আত্ম-হত্যা মহাপাপ, ইহা কি তুমি জান না? ত্বরায় উহা হইতে বিরত হও। ঐ ধুনী হইতে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া তোমার পতির বদনে প্রদান কর, তাহা হইলেই তিনি পুনর্জ্জীবিত হইবেন।" এতচ্ছ্রবণে মৃপাল-তনয়া কিয়ৎকাল স্তব্ধপ্রায় হইয়া ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরে আকাশ-বাণী অনুসারে নলিনী-দল-পুট সহকারে তটিনী হইতে বারি আনয়ন পূর্ব্বক বিন্দু বিন্দু পরিমাণে রাজকুমারের বদনে প্রদান করিতে লাগিলেন। বিষহর নীর তাঁহার উদরস্থ

হইবা মাত্র সুষুপ্তোত্থিতের ন্যায় নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন। তখন রাজকুমারী দৈব-বাণী প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, “আর্য্যপুত্র! অদ্য আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছিল, করুণাময় পরমেশ্বর সদয় হইয়া রক্ষা করিলেন, নচেৎ এ জন্মে আর ভবদীয় পাদারবিন্দ দর্শন করিব, এমত ভরসা ছিল না।” রাজকুমার আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া দ্বিতীয়ার সহিত কিয়ৎকাল সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। তদনন্তর চন্দ্রপ্রভা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন “নাথ! বুধগণ কহিয়া থাকেন, অপরিজ্ঞাত বিজন স্থানে অবস্থান করা অবিধেয়; অতএব চলুন আমরা কল্যই এই হিংস্র জন্তু-বাসিত ভয়াবহ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন পত্রোদ্দেশে যাত্রা করি।” রাজকুমার উত্তর করিলেন, “প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, তাহা অতীব যুক্তিযুক্ত ও জ্ঞানার্হ; কিন্তু এই কান্তারের কোন্ দিকে গমন করিলে লোকালয় প্রাপ্ত হইব, তাহার কিছু নিশ্চয় নাই, আর যে দিক হইতে আসিয়াছি সে দিকে গমন করিলে পুনরায় তোমার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইতে হইবে, আমরা কখন সে স্থানে স্থান পাইব না; তবে এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি, যদি কতিপয় শুষ্ক বৃক্ষ সংগ্রহ পূর্ব্বক ভেলক রচনা করিয়া ঐ স্রোতস্বতীর স্রোতে ভাসমান হই, তাহা হইলে কিয়দ্দিনের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন মনুজালয় প্রাপ্ত হইতে পারিব।” রাজনন্দিনী সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন, “নাথ! এই কল্পই অতি সমঞ্জস, অতএব অচিরে উহা সুসিদ্ধ করা যাউক।” এইরূপে উভয়ে গমনোপায় স্থিরীকৃত করিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় দিবা শেষ হইয়া আসিল,

ভগবান্ বিভাবসু ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া অম্বর মার্গের বহির্ভূত হইলেন। সিংহ, শার্দ্দূল, করভ, বরাহ, মহিষ, শল্লী প্রভৃতি ভীষণাকার বন্য পশ্বাদি স্বীয় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়া জীমূত-স্বানের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহাদের সুগভীর রৌদ্রমন্দ্রে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৃহদোদর কাকোদর-গণ বিবর-কোটর পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ আহারান্বেষণে ধাবিত হইল। হর্য্যক্ষ, তরক্ষু, জেগুয়র, হায়েনা, লিঙ্কস, গ্লটন প্রভৃতি পলাদন শ্বাপদ জন্তুগণ মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, শশকাদি শস্য-ভোজী পশুর প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সকল অবলোকন করিয়া রাজকুমার প্রণয়িনীর সহিত এক শৃঙ্গীকন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে, রাজকুমার ঈশ্বরোপাসনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বদ্ধপরিকর হইয়া কতিপয় শুষ্ক শাখী সংগ্রহ করিলেন, এবং সুদৃঢ় ব্রততী সহকারে উহা দৃঢ় রূপে একত্রে বন্ধন করিয়া জনদ্বয় গমনোপযোগী এক খানি ক্ষুদ্র ভেলক নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর রাজকুমারীর সহিত ঐ তারকারোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তটিনী-স্রোতে ভাসমান হইলেন। সুবায়ু বশতঃ বহুদূর তাঁহারা স্বচ্ছন্দে গমন করিলে, অকস্মাৎ ঝঞ্ঝানিল উপস্থিত হইয়া উড়ুপ সহিত তাঁহাদিগকে এক বৃহৎ জলধি মধ্যে লইয়া ফেলিল। চন্দ্রপ্রভা বারিধির ভয়ঙ্কর কল্লোল ও উন্নতাচলনিভ বীচিলহরী দর্শনে ভেলকোপরি মূর্চ্ছিতা হইলেন। রাজকুমার উপায়ান্তর না দেখিয়া ঈশ্বর-স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটা প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে ভেলক সহিত যাদঃ-পতির এক কূলে আনিয়া ফেলিল। অমনি রাজকুমার অতীব

ব্যগ্রতা সহকারে প্রণয়িনীকে লইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তটে উঠিলেন। তদনন্তর রাজকুমারীর চৈতন্য সম্পাদনে তৎপর হওত অশেষবিধ প্রয়াসে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! বিপদ সময়ে প্রতিকার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ ও নিতান্ত ভয়-বিহ্বল হওয়া উচিত নহে। এই দেখ, করুণাময় পরমেশ্বরের অপার অনুকম্পায় আমরা অকূল অম্ভোরাশি পার হইয়া কূলপ্রাপ্ত হইয়াছি।" এতচ্ছ্রবণে রাজনন্দিনী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বারম্বার ঈশ্বরকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল ঐ সিকতাময় পুলিনে উপবেশন পূর্ব্বক বিগত-ক্লম হইয়া নক্রাদি জল-জন্তুর আশঙ্কায় রাজকুমার সদার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বহুদূর গমন করিয়া এক রমণীয় কানন দেখিতে পাইলেন, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতিপয় সুস্বাদু ফলমূল আহরণ পূর্ব্বক তৎভক্ষণ দ্বারা উভয়ে ক্ষুধা শান্তি করিলেন। অনন্তর উত্তরাভিমুখে এক অনতিপ্রশস্ত সুরম্য পন্থা অবলোকন করিয়া সেই পথে চলিলেন। উহার বামে ও দক্ষিণে বিবিধ লোচন-লোভনীয় বস্তু নিচয় দর্শন করিতে করিতে এক পরমরমণীয় সরসী-তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সরসীর রস অতি স্বচ্ছ ও তাহাতে কমল, কহ্লার, কোকনদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছে; দ্বিরেফকুল সুপীত কুসুম-রেণু-রঞ্জিত হইয়া কমলিনীর কপোল-দেশ চুম্বন করিতেছে; মন্দ মন্দ প্রভঞ্জন হিল্লোলে নিকুঞ্জ-পত্রচয় সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন শ্রান্ত অধ্বনীন গণকে শ্রান্তিহীন করিবার নিমিত্ত তন্মধ্যে আহ্বান করিতেছে। ঈদৃশ কমনীয় স্থান অবলোকন করিয়া রাজকুমার প্রণয়িনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে!

দেখ কৃপানিধান পরমেশ্বর আমাদিগকে কেমন নয়নাভিরাম স্থানে লইয়া আসিয়াছেন। আহা, এমন মনোহর স্থান ত কখন নেত্রপথে পতিত হয় নাই। এই সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বোধ হইতেছে যেন বসুন্ধরা সরসীচ্ছলে নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন।" পরে তাঁহারা উভয়ে সরোবরে অবরোহন পূর্ব্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালনানন্তর তীরে উঠিয়া এক নিকটবর্ত্তী লতাকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সরসীর পূর্ব্বপার্শ্বে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই বিজন কাননে কে কোথায় রোদন করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত অরবিন্দ ও চন্দ্রপ্রভা সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া ঐ শব্দানুসারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া এক ক্ষুদ্র পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। দ্বারে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তদভ্যন্তরে অকলঙ্ক শশিকলার ন্যায় এক কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট বিমলরূপিনী-রমণী রোদন করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ-প্রভায় পর্ণকুটীর দ্যুতিময় হইয়াছে। রাজকুমার ও চন্দ্রপ্রভা ঐ অদৃষ্টপূর্ব্বা যোষাকে নিমেষশূন্য লোচনে ও সবিস্ময়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, পরে সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলেন। রোদনশীলা রমণী অমনি রোদনে ক্ষান্ত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণত দম্পতীকে অভ্যর্থনা করতঃ আসন পরিগ্রহে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার সহধর্ম্মিণীর সহিত এইরূপে সমাদৃত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর কাননবাসিনী বরাঙ্গনা তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার নাম, ধাম ও অগ্রজের বিচ্ছেদাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিলেন। রাজকুমারের পরিচয় শ্রবণমাত্র উক্ত অপরিচিতা কামিনী উচ্চৈঃ-

স্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং শিরে করাঘাত পূর্ব্বক স্থান-ভ্রষ্টা অম্ভোজিনীর ন্যায় ম্লান হইয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। চন্দ্রপ্রভা অমনি অতীব ব্যস্ততা সহকারে আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় উরু-দেশে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিয়া মৃণাল-কিশলয় দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন এবং নিমীলিত নেত্রোপরি সুশীতল বারি-শীকর প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আহা এই সময়ের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবী অগ্রজা ইন্দিরার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন!

অনেকক্ষণের পর তাঁহার মূর্চ্ছা অপনীত হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন, "ভগিনি! ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও, এ পাপীয়সীর নিমিত্ত আর কুবলয়-দল সঞ্চালন করিয়া তোমার সুকুমার করপল্লবে বেদনা জন্মাইবার প্রয়োজন নাই।" অনন্তর রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! এই হতভাগিনী তোমার অগ্রজের সহধর্ম্মিনী, উদয়পুরাধিপতি বীরসিংহ আমার জনক, আমার নাম চন্দ্রকলা, আমি সর্ব্বদা জীবিতেশ্বরের মুখে তোমার কথা শুনিতাম; তপোবনে মৃগবধ জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ তদনন্তর সিন্ধুনদী-তীরে তোমাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ ইত্যাদি সকল বৃত্তান্ত আমি প্রাণেশ্বর-প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি। কিন্তু হায়! এ চির-অভাগিনী——————"
এই পর্য্যন্ত বলিয়া সৈংহিকেয়-গ্রাসিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মলিন-বসনাবৃত চন্দ্রকলা অধোবদনে দীন নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সকল অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া অরবিন্দের নির্ব্বাপিত শোকানল-শিখা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি চন্দ্রকলার ভাব-

ভঙ্গিতে বুঝিয়া ছিলেন, অগ্রজ জীবিত নাই; তথাচ সন্দেহ-ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, " আর্য্যে! তবে আর্য্য দেবরাজ কি অদ্যাপি জীবিত আছেন, না আমাদিগকে চির-দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন?" রাজকুমারী (চন্দ্রকলা) অনেক আয়াসে শোকাবেগ কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া দস্যু কর্ত্তৃক আপনার অপহরণ, দেবরাজ কর্ত্তৃক উদ্ধার, পরে তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ, তদনন্তর তাঁহার সহিত অকস্মাৎ বিচ্ছেদ, এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অরবিন্দ ও চন্দ্রপ্রভা একান্ত শোকাভিভূত হইয়াও তখন চন্দ্রকলার চৈতন্য সম্পাদনার্থ বিবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইলে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! সেই শোচনীয় ঘটনার পর প্রাণপরিত্যাগ দ্বারা শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইরম্মদ-তেজ-বিশুষ্ক বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠাহরণ পূর্ব্বক এক বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করিলাম; এমন সময় এক গম্ভীরাকৃতি ধীরপ্রকৃতি অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থবির পুরুষ নভোমণ্ডল হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া এ অভাগিনীর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন "বৎস চন্দ্রকলে! তুমি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্তা হইয়াছ, উহা হইতে নিবৃত্তা হও; তোমার জীবী-তেশ্বর জীবিত আছেন, সময় বিশেষে তোমার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন।" বৎস! দগ্ধমন সেই ছলনা-বাক্যের প্রতি সহসা বিশ্বাস করিল, এবং বোধ হয়, চিরকাল দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই এ হতভাগিনী তদবধি ভবমরুর আশা-মরীচিকা-ছলনে ছলিতা হইয়া অসুখ-জীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক এই নির্ম্মনুজ, সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্প-সেবিত, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও রুদ্রগণ-

রক্ষিত ভীষণারণ্যে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছি।" এই সকল গত বিবরণ বর্ণনা করিয়া পতি-বিচ্ছেদ-বিধুরা রাজ-নন্দিনী পরিধেয় ধূলিগুণ্ঠিত মলিন বসনাঞ্চলে বদনাচ্ছাদন করিয়া অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন মলিন-বসন-রূপ মেঘ-মালা বদন-রূপচন্দ্রমণ্ডলকে আবৃত করিয়া অশ্রুরূপ আসার পাত করিতেছে।

যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ইষ্ট বিষয়ে প্রথমতঃ সর্ব্বতোভাবে নৈরাশ হয়, সে পরে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেও পরম সন্তোষ লাভ করে; এটী সকলেই অনুভব করিতে পারেন। অরবিন্দ প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন, দেবরাজ জীবিতই নাই, পরে চন্দ্রকলার প্রমুখাৎ দেবপুরুষ-বাক্যাদি সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। অনন্তর চন্দ্রকলাকে বিবিধপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "আর্য্যে! দেবমূর্ত্তি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা অবশ্যই সত্য হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করুন। দৈব আমাদের প্রতি অনুকূল আছেন। কিন্তু এই বিজন কাননে মনুষ্য সমাগমের সম্ভাবনা অতি বিরল, একারণ আমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন জনপদ-সন্নিকটস্থ নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করা উচিত। প্রাজ্ঞ বিশেষতঃ পণ্ডিতবরেরা কহিয়াছেন 'যথা যত্ন তথা রত্ন।' পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছি এই সকল প্রদেশ ভূমণ্ডলাবতংশ হিমাচলের নিকটবর্ত্তী, অতএব চলুন আমরা আর্য্য দেবরাজের সহিত পুনর্ম্মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত হিমাদ্রিতে যাইয়া অবস্থিতি করি।" চন্দ্রকলা অরবিন্দের বাক্যে সম্মত হইলেন।

পরদিন অরবিন্দ সহধর্ম্মিণী ও অগ্রজ-বনিতার সহিত ঈশ্বর

স্মরণ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস গমনান্তে কানন পার হইয়া মানবালয় দেখিতে পাইলেন, এবং তথা হইতে পথ অবগত হইয়া অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যেই হিমপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন হিমগিরির ধবলাগিরি, কাঞ্চন-গঙ্গা প্রভৃতি তুঙ্গতর শৃঙ্গ-শ্রেণী যেন গগণ-স্পর্শাশয়ে মেঘ-মালা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এবং বাতরথ ক্রংহতি বাতাঘাতে অস্থির হইয়া উহাদের বক্ষোস্তরালে আশ্রয় লইতেছে; চতুর্দ্দিকে নির্ঝর ও উৎস-সলিল কল কল কলরবে গমনশীল সর্পের ন্যায় বক্রভাবে অধোদেশে ধাবিত হইতেছে; রাক, উৎক্রোশ প্রভৃতি অতিকায় বিহঙ্গমগণ বৃহৎ বৃহৎ অজগর মুখে করিয়া উড্ডীন হই-তেছে; কোন কোন স্থান মানব-দুর্লভ সুবাসিত পুষ্প এবং * চির-নব——অজস্র পত্রশালী বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া নন্দন কাননের ন্যায় শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে শুক্লবর্ণ তুষার-রাশি সৌরকরে দ্রবীভূত হইয়া সহস্র ধারায় ভূতলে পতিত হইতেছে। অরবিন্দ উহার এক রমণীয় অনত্যুচ্চ প্রদেশে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রকলার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

------- -- --

---

* Evergreen

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দীর্ঘকাল দেবরাজের সম্বন্ধে কোন বিবরণ না শুনিয়া পাঠক বর্গ তচ্ছ্রবণে সমুৎসুক হইতে পারেন। অতএব এক্ষণে অতি সংক্ষেপে তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ খানি সমাপ্ত করি।

পূর্ব্বোক্ত দাস-বিক্রেতা বলপূর্ব্বক দেবরাজকে সাগর-যানা-রোহণ করাইয়া বহুদিবসান্তে পাঞ্জাব দেশে উত্তীর্ণ হয়, এবং তথায় অন্য কোন দাসবিক্রেতার নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে। কিছু দিন পরে রাজকুমার শেষোক্ত দাস-বিক্রেতা কার্ত্তৃক কাশ্মীর দেশে নীত হইয়া তদধিপতির নিকট বহুমূল্যে বিক্রিত হইলেন। কাশ্মীরাধিপতি রাজকুমারের অলোক সামান্য রূপ ও শৌর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি গুণ-কলাপ অবলোকন করিয়া, তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করতঃ এক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্ম-চারীর পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু রাজকুমার প্রণয়িনীর বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া সকল কার্য্যে শিথিল-যত্ন ও দিন দিন ক্ষীণ-কলেবর হইতে লাগিলেন।

একদা গ্রীষ্ম-রজনীশেষে দেবরাজ প্রেয়সীর বিচ্ছেদে উন্মত্ত-প্রায় অধৈর্য্য হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন, কিসের নিমিত্ত, কিছুই তাঁহার ভাণ হইল না, কেবল "হা প্রিয়ে" বলিয়া

অশ্রু-বিগলিত নয়নে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরদ্বয় গমনান্তে মানবাবাস পরিত্যাগ করিয়া এক বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। নিদাঘ-মিহির গগণমণ্ডলের মধ্যস্থিত হইয়া বহ্নি-কণা-প্রায় অত্যুষ্ণ আতপ-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিল। একে নিদাঘকাল তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন সময়, সুতরাং প্রান্তর তৎকালে কালরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজকুমারের সর্ব্বশরীর স্বেদাক্ত হইয়া উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গেল। ইত-স্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখেন, কোন দিকেই কিছু অবলোকিত হয় না, কেবল তীরন্তর মাঠ ধু ধু করিতেছে। স্থানে স্থানে ইরম্মদ-তুল্য ভয়ঙ্কর দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া শুষ্কগুল্মগুচ্ছ ও তৃণ সমূহকে ভস্মসাৎ করিতেছে, এবং ঘূর্ণায়বাত দ্বারা তদোত্থিত ধূমরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপিত হইতেছে। প্রচণ্ডাতপ-তাপিত হরিণীগণ পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সাবক সমভিব্যাহারে বারি অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। কোন স্থানে কিরণমালীর খরতর কিরণে অভিতাপিত হইয়া লোল-জিহ্ব ভুজঙ্গমগণ পবন ভক্ষণ করিতেছে। মদধারা-বর্ষি কুঞ্জর-যূথ ঝঞ্চাবাত-বিকম্পিত দাবাগ্নি শিখা দর্শনে ভীত হইয়া বৃংহিত সহকারে পলায়ন করিতেছে। লালা-গলিত-বদন, বিরত-রসন শৃগালগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম আশ্রয় করিয়া ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিবতেছে। রাজকিশোর স্বেদ-জলে সিক্ত হইয়া ঈদৃশ দুর্গম স্থান দিয়া ক্রমাগত গমন করিতে লাগি-লেন। বারম্বার পদস্খলন হইতে লাগিল, তথাপি গমনে বিরত হইলেন না।

এইরূপে রাজকুমাব বহুদূর গমন করিলে, অদূরে অসিতবর্ণ অম্বুদ মালার ন্যায় হিমাচলের অভ্রভেদী কূট-রাজী দৃষ্ট হইল।

নৃপনন্দন ক্রমে প্রান্তর পার হইয়া হিমালয়ের সমীপবর্ত্তী এক মহীরুহের মূলদেশে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রিয়তমার বিচ্ছেদে এমত কাতর হইয়াছিলেন, যে দুস্পার-প্রান্তর-পর্য্যটন-ক্লেশ, দুঃসহ প্রখর রবি-কর বা ক্ষুৎপিপাসা এক বারও অনুভব করিতে পারেন নাই, এবং কোথায় আসিয়াছেন, কি কর্ত্তব্য, কিছুই জ্ঞান ছিল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, যে চন্দ্রকলা সেই জন-শূন্য বিপিনে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুধারা-বিগলিত নয়নে প্রিয়-তমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা চারুহাসিনী জীবিতে-শ্বরী চন্দ্রকলে! তুমি কি অদ্যাপি জীবিতা আছ? আর কি তোমার বদন-সুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার চিত্ত-চকোর পরি-তৃপ্ত হইবে? আর কি তোমার বীণা-বাণী তুল্য সুমধুর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া এই তাপিত কর্ণ-কুহর শীতল করিব! হা প্রিয়ে! কেন তুমি সে সময় তাদৃশ অকপট প্রণয় প্রদর্শন করিয়াছিলে? হায়! তোমার নবনী-সদৃশ সুকুমার অঙ্গ কেমন করিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র জন্তুর সুতীক্ষ্ণ নখ-দন্তাঘাত সহ্য করিয়াছে? হা কঠিন প্রাণ! আর কেন এ ক্ষীণ কলেবরকে দগ্ধ কর? বাহির হও, সকল শোক-সন্তাপ হইতে মুক্ত হই।" এইরূপ বিবিধ আক্ষেপ দ্বারা রাজকুমার পর্ব্বতবাসী অজ্ঞান জীবদিগকেও সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবা অলশেষ হইয়া আসিল। কর-মালী স্বীয় কর সংবরণ করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সিংহ, শার্দ্দূলাদি ভীষণ পলাশী জন্তুগণের গম্ভীর নির্ঘোষে জীমূত-কন্দর সকল প্রতি-স্বানিত হইতে লাগিল। করী-কুল অরি-ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া

প্রস্থান করিতে লাগিল এবং তাহাদের গাত্র ঘর্ষণে বনস্পতি সমূহ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া প্রিয়া-বিরহ-কাতর রাজকুমার মনে মনে বিবেচনা করিলেন উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য এই করাল মাংসাশীশ্বাপদগণের কবল-শায়ী হইয়া প্রিয়ার অনুগমন করিব। এই রূপে নরেন্দ্র-সুত আত্ম-বিনাশে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া শোক-পর্য্যাকুল-হৃদয়ে ক্রম-মূল হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন এবং ভূরি ভূরি কান্তার ও গিরি-সঙ্কট মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে হটাৎ মনুষ্যের অস্পষ্ট কথোপ-কথন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। আহা! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! সহস্র প্রকার পরিতাপে তাপিত হইলেও কেহ সহসা জিজীবিষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না। রাজ-কুমার চন্দ্রকলার বিচ্ছেদে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া আত্মজীবন-নাশে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াও, ঈদৃশ ভয়ঙ্কর স্থানে মানব-কণ্ঠ-সম্ভব স্বর শ্রবণ মাত্র সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিঞ্চিদগ্রসর হইলে অরবিন্দ ও রাজকুমারীদিগের ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হইল। দেবরাজ দ্বার সমক্ষে যাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “হে পর্ব্বতবাসিগণ! আমি বহু পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া তোমাদের আশ্রয়ে উপস্থিত হই-য়াছি, বলিলে, এই স্থানে অদ্য নিশা যাপন করি।” অরবিন্দ, চন্দ্রকলা এবং চন্দ্রপ্রভা তৎকালে বসিয়া দেবরাজের সম্বন্ধে নানা-প্রকার বিলাপালাপ করিতে ছিলেন। অকস্মাৎ অতিথি-স্বর কর্ণগোচর হওয়া মাত্র অরবিন্দ ব্যগ্রতা সহকারে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক “আসুন আসুন’ বলিয়া অপরিচিত অগ্রজকে অভ্যর্থনা করিলেন। দেবরাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞাত ভুজ-প্রদত্ত

আসনে উপবেশন করিলেন। অজাত-শ্মশ্রু-কালে তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইয়াছিল এবং এই সময় তাঁহারা সম্পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং পরস্পর কেহ কাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তথাচ পরস্পরের সন্দর্শনে উভয়ের অন্তঃকরণে সহসা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। অরবিন্দের মুখাবলোকন করিয়া দেবরাজের হৃদয়ের জ্বলন্ত শোকানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অনর্গল নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে যে কি অশ্রু (আনন্দাশ্রু কি শোকাশ্রু), তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য। অরবিন্দের অন্তঃকরণেও এক প্রকার স্বভাব-জাত আঘাত হইল, তিনি বারম্বার দেবরাজের প্রতি প্রীতি-পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পর স্বভাবের মমত্ব-পাশে আবদ্ধ হইয়া যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলেন।

অনন্তর ভূধরোৎসঙ্গ-নিঃসৃত সুশীতল নির্ঝর-বারি দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করতঃ অরবিন্দের বিস্তর উপরোধে দেবরাজ যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া একটু সুস্থ হইলেন। তখন অরবিন্দ তাঁহার ভ্রমণ-নিবন্ধন জিজ্ঞাসু হওয়াতে, তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল বারম্বার দীর্ঘ-নিশ্বাস-ভার ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অরবিন্দ সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া সমধিক ব্যগ্রতা সহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই যুবক আমার প্রতি যেরূপ অতিথি-সৎকার করিলেন ইহাতে বোধ হইতেছে ইনি অতি সাধুশীল ও সরল-হৃদয়, বিশেষ আমার মন যেন আপনা হইতেই ইহাঁর প্রতি মমতাকৃষ্ট হইতেছে, অতএব ইদৃশ ব্যক্তির

নিকট আমার দুঃখের বিষয় বলিলে হানি কি? বরং অন্তর্দাহ-কারী শোকের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবার সম্ভব। এই রূপ চিন্তা করিয়া দেবরাজ, পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ অবধি যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত আনুক্রমিক বর্ণন করিলেন। অরবিন্দ চির-প্রার্থিত অগ্র-জের পরিচয় প্রাপ্তে একেবারে আহ্লাদে রোমাঞ্চিত হইয়া অমনি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং স্বীয় বৃত্তান্ত সমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পতি-বিচ্ছেদ-বিদগ্ধ-হৃদয়া চন্দ্রকলা পশ্চাদ্দ্বার হইতে প্রিয়তম পতিকে চিনিতে পারিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রাণেশ্বরের চরণ-বন্দন করিলেন। কুঞ্জর-গামিনী চন্দ্রনিভাননা চন্দ্রপ্রভা অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া অন্তরাল হইতে দেবরাজকে প্রণাম করিলেন। এই সময় কি আনন্দের সময়! সকলের চির-দুঃখ বিদূরিত হইয়া এককালীন অনুপম সুখের উদয় হইল। তখন তাঁহাদের শোকাশ্রু আনন্দাশ্রু হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। আনন্দে গদ গদ হওয়াতে কিয়ৎকালে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। এই রূপে তাঁহাদের আশা-লতা ফলবতী হইয়া চিরাভিষ্ট সিদ্ধ হইলে, পরম কৌতূকে কালপাত করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিবস তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্ব-রকে ধন্যবাদ প্রদান এবং তাঁহার অসীম শক্তির প্রকৃষ্ট-পরি-চয়দ হিমালয় গিরীন্দ্রের শোভা দর্শন করিয়া চন্দ্রকলার অভিলাষানুসারে সকলে উদয়পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমন কালীন প্রথমে দেবরাজ, দ্বিতীয়তঃ চন্দ্রকলা, তৎপশ্চাৎ

চন্দ্রপ্রভা এবং সর্ব্বশেষে অরবিন্দ চলিলেন। আহা এই কালের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! যেন সস্ত্রীক অশ্বিনী কুমার-যুগল দেবোদ্যানে পদ-বিহার করিতেছেন; অথবা রামচন্দ্র ও সৌমিত্র দাশরথিদ্বয় বৈদেহী ও * ঊর্ম্মিলার সহিত পঞ্চবটী মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। কিয়দ্দিন পরে দম্পতীদ্বয় উদয় পুরে উপস্থিত হইলেন। রাজা বীর-সিংহ ও মহিষী চিত্রানী প্রিয়-তমা কন্যার বিরহে জীবন্মৃত হইয়াছিলেন; হঠাৎ জামাতা সমভিব্যাহারে অঙ্গজাকে আগতা দেখিয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রকলা জনক জননীর নিকট দস্যু কর্ত্তৃক অপ-হৃত হওয়া অবধি সকল ঘটনা বিস্তার রূপে বর্ণনা করিয়া স্বীয়পতি দেবরাজ, তদনুজ অরবিন্দ, ও অরবিন্দের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রপ্রভা একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলেন। মহিষী চিত্রানী সস্নেহে চন্দ্রকলা ও চন্দ্রপ্রভাকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার শিরোঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ভূপতি বীরসিংহ সমারোহ পূর্ব্বক পরমদুহিতা আত্মজার বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া নানা দিগ্দেশান্তরের নৃপতি ও বুধ-ব্যূহকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক দেবরাজকে প্রিয়তমা দুহিতা সম্প্র-দান করিলেন।

কিয়দ্দিন উদয়পুরে থাকিয়া অরবিন্দ চন্দ্রপ্রভার অনুরোধে সদার উজ্জয়িনীতে গমন করিলেন। ভূপাল ভীমসেন জামা-তাকে নির্ব্বাসিত করিয়া অল্প দিন পরেই মন্ত্রিবর্গের শাঠ্যানার ও দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন; সুতরাং

* ঊর্ম্মিলা, পঞ্চবটীমধ্যে ভ্রমণ কালীন রামচন্দ্রাদির সঙ্গে ছিলেন না।

জামাতাও কন্যার জন্য অতিশয় অনুশোচিত হইয়া কালযাপন করিতেন। মহিষীও জীবন-সর্ব্বস্বা প্রিয়তমা অঙ্গজার বিরহে রোদন করিয়া অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে চন্দ্রপ্রভা পতিসহ আগমন করাতে তাঁহারা একেবারে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দম্পতী ভিন্ন ভিন্ন শিবিকারোহণ করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলে, রাজা ভীমসেন সলজ্জ বদনে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অরবিন্দের হস্তধারণ করিয়া নিজাসনের এক পার্শ্বে বসাইয়া আপনার অপরাধ স্বীকার ও মঙ্গল-প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এ দিকে চন্দ্রপ্রভা অবরোধদ্বারে উপস্থিত হইয়া, যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। মহিষী দিগম্বর-বক্ষঃ-বাসিনী দাক্ষায়ণী সমাগমে দক্ষরাণী প্রসূতীরন্যায় আহ্লাদে নিমগ্ন হইয়া, অঙ্ক-ভূষণ অঙ্গজাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া বারম্বার কপোল-চুম্বন পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভার সখীগণ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল। রাজকুমারী একে একে সকলকে স্নেহালিঙ্গন দ্বারা পরিতোষ করিলেন। পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বন-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। কুরুপতি-পরচক্র-প্রতারিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় সত্য পালনানন্তর ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদ-নন্দিনী যাজ্ঞসেনীর সহিত বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে, হস্তিনা নগর যেরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অরবিন্দাদির আগমনে উজ্জয়িনী নগরী সেইরূপ আনন্দে পরিপূরিত হইল।

অরবিন্দ কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া প্রণয়িনীর সহিত প্রথমতঃ উদয়পুরে যাত্রা করিলেন। তথায় দেবরাজ ও চন্দ্রকলার

সহিত একত্রিত হইয়া সকলে মহাসমারোহের সহিত গুজরাট দেশে যাত্রা করিলেন এবং অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই দ্বারাবতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শৈলরাজ ও মহিষী সুচিত্রা পুত্র-বিরহে কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছিলেন; অকস্মাৎ বধূসহ নন্দনদ্বয়কে আগত দেখিয়া একেবারে আনন্দ-নীরে সিক্ত হইলেন। সোদরদ্বয় বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভক্তি সহকারে জনক জননীর চরণ বন্দনা করিলেন। নরেন্দ্র ও মহিষী প্রণত পুত্রদ্বয়কে যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিলেন। তদনন্তর চন্দ্রকলা ও চন্দ্রপ্রভা ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইয়া শ্বশুর শ্বশ্রূকে প্রণাম করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী বধূদ্বয়ের ভুবনমোহিনী রূপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে স্বীয় উৎসঙ্গদেশে বসাইয়া স্নেহের সহিত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ও অরবিন্দের আগমনে দারকানগরী মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। যেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। রাজবাটী আনন্দ কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে মলয়জ কেশর, কুঙ্কুম, কস্তুরী ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্য বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সমস্ত নগরী বেণু, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, সপ্তস্বরা, সারঙ্গ, রবাব প্রভৃতির নিক্কনে নিনাদিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিগাগত অগণ্য অবীরা, অন্ধ, খঞ্জ, দীন, দরিদ্রগণ স্ব স্বাভিপ্রেত দান প্রাপ্ত হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় হইতে লাগিল। প্রতিগৃহে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। নবরাজ-বধূ আগমনে পৌরাঙ্গনাগণ অন্তঃপুরাঙ্গনে একত্রিত হইয়া হুল হুলী দিতে লাগিল।

এইরূপে দ্বারাবতীতে পুনর্ব্বার সুখ-সূর্য্যের উদয় হওয়াতে তদ্বাসীগণ মহা আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর পরম পুণ্যবান সুহ্বাত্মা মহারাজ শৈলরাজ নন্দনযুগলের প্রতি রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং মহিষীর সহিত সতত ঈশ্বরো-পাসনায় রত হইলেন। যুবরাজদ্বয়ও ত্রিদশ-পতি বাসবের ন্যায় রাজ্য শাসন এবং প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত।